unfoldingWord®

Open Bible Stories

বাংলা

bn

unfoldingWord | Open Bible Stories

an unrestricted visual mini-Bible in any language

http://openbiblestories.com

Open Bible Stories, v. 4

Created by Distant Shores Media (http://distantshores.org) and the Door43 world missions community (http://door43.org).

License:

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

You are free to:

- **Share** — copy and redistribute the material in any medium or format
- **Adapt** — remix, transform, and build upon the material

for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following conditions:

- **Attribution** — You must attribute the work as follows: "Original work available at https://door43.org/." Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.
- **ShareAlike** — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

Use of trademarks: unfoldingWord is a trademark of Distant Shores Media and may not be included on any derivative works created from this content. Unaltered content from http://unfoldingword.org must include the **unfoldingWord** logo when distributed to others. But if you alter the content in any way, you must remove the **unfoldingWord** logo before distributing your work.

Attribution of artwork: All images used in these stories are © Sweet Publishing (www.sweetpublishing.com) and are made available under a Creative Commons Attribution-Share Alike License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0).

To our brothers and sisters in Christ all over the world—the global church. It is our prayer that God would use this visual overview of His Word to bless, strengthen, and encourage you.

Open Bible Stories

সৃষ্টি 6
পৃথিবীতে পাপের প্রবেশ 15
বন্যা 22
অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম 31
প্রতিজ্ঞার পুত্র 37
ঈশ্বর ইসহাককে সরবরাহ করেন 43
ঈশ্বর যাকোবকে আর্শিবাদ করলেন 48
ঈশ্বর যোষেফ ও তার পরিবারকে রক্ষা করেন 54
ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেন 63
দশ আঘাত 72
নিস্তারপর্ব্ব 79
ইস্রায়লীয়দের যাত্রা 84
ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম 92
মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো 101
প্রতিজ্ঞার দেশ 110
উদ্ধারকর্তাগন 118
দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম 128
বিভাজিত রাজ্য 136
ভাববাদিগণ 144
নির্বাসন আর ফিরে আসা 154
ঈশ্বর খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রতিজ্ঞা করেন 162
যোহনের জন্ম 171
প্রভু যীশুর জন্ম 176
যোহন প্রভু যীশুকে বাপ্তিস্ম দেন 182
শয়তান প্রভু যীশুকে প্রলোভিত করে 188
যীশু তার সেবাকার্য আরম্ভ করেন 193
ভালো শমরীয়ের কাহিনী 199
ধনী-শাসক যুবক 206
নির্দয় চাকরের কাহিনী 212
যীশু পাঁচ হাজার লোকেদের খাওয়ান 218
যীশু জলের উপরে হাঁটেন 224
যীশু এক ভূতগ্রস্ত পুরুষকে আর একটি অসুস্থ মহিলাকে আরোগ্য দেন 229
এক কৃষকের কাহিনী 238
যীশু অন্য কাহিনীসমূহ দ্বারা শেখান 244
করুণাময় পিতার কাহিনী 250
যীশুর উজ্জ্বল রূপ ধারণ 258
যীশু লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন 263

যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় 270
যীশুকে যাঁচাই করা হয় 279
যীশুকে ক্রুশে চড়ানো হয় 286
ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন 292
যীশু স্বর্গে আরোহন করেন 297
চার্চের আরম্ভ 304
পিতর আর যোহন একটি ভিখারীকে সুস্থ করেন 312
ফিলিপ আর ইথিয়পীয় উচ্চপদস্থ অধিকারী 318
পৌল খ্রীষ্টান হন 326
ফিলিপীয়তে পৌল আর সীল 332
যীশুই হলেন প্রতিজ্ঞার খ্রীষ্ট বা মশীহ 340
ঈশ্বরের নতুন নিয়ম 348
যীশুর পুনরাগমন 358

সৃষ্টি

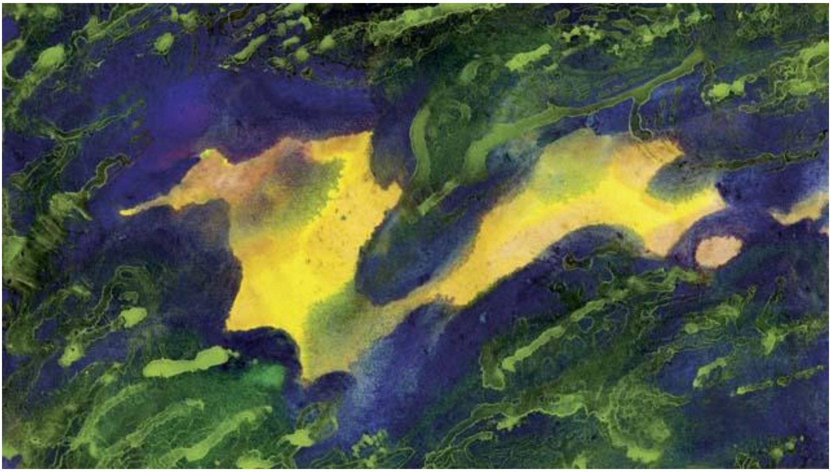

এই ভাবে সকল কিছুর আরম্ভ হয়েছিল।ঈশ্বর মহাবিশ্ব আর তার মধ্যেকার সকল কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছিলেন।ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তা অন্ধকার ও শূন্য ছিল, আর তাতে কিছুই তৈরী হয়নি।কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর ছিল।

তখন ঈশ্বর বললেন, “আলো হোক!”আর “আলো” হল।ঈশ্বর দেখলেন যে আলো উত্তম আর তিনি সেটির নাম “দিন” রাখলেন।তিনি এটিকে অন্ধকার থেকে পৃথক করলেন, যেটিকে তিনি নাম দিলেন “রাত।”সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বর আলোর সৃষ্টি করেছিলেন।

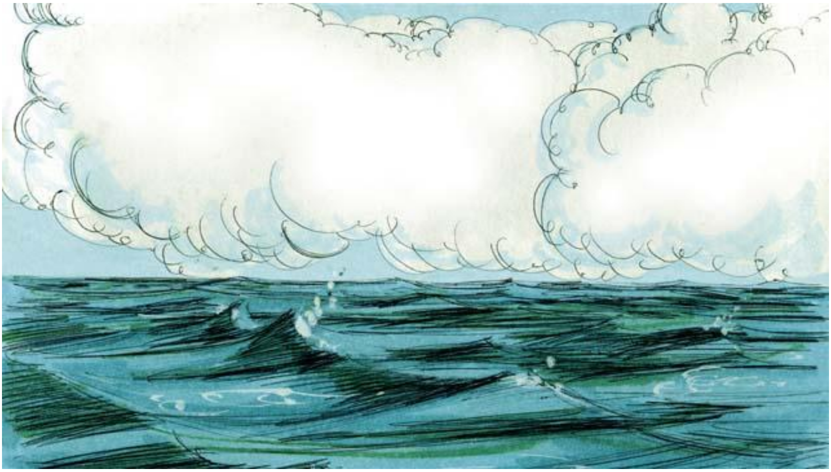

সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে, ঈশ্বর বললেন, আর পৃথিবীর উপর আকাশের সৃষ্টি হোল।তিনি নিচের জলরাশি থেকে উপরের জলরাশিকে পৃথক করে আকাশ তৈরী করেছিলেন।

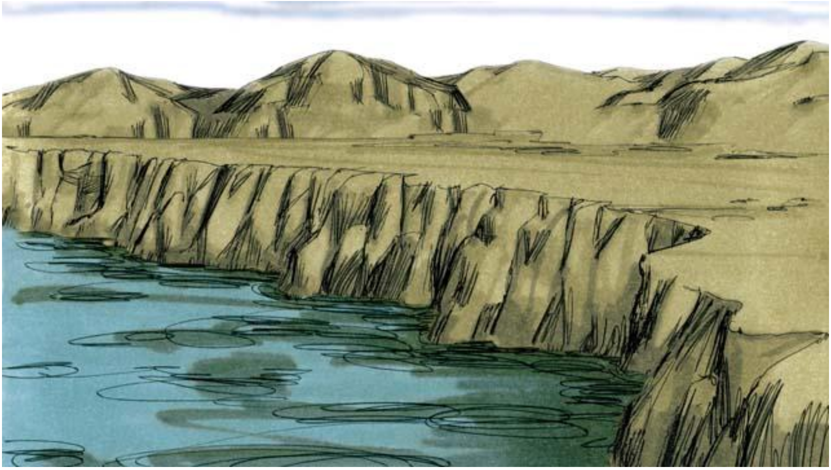

তৃতীয় দিনে, ঈশ্বর বললেন আর শুকনো ভূমি থেকে জলরাশিকে আলাদা করলেন। তিনি শুকনো ভূমিকে “পৃথিবী” বললেন, আর জলরাশিকে “সমুদ্র” বললেন। ঈশ্বর দেখলেন যে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা উত্তম ।

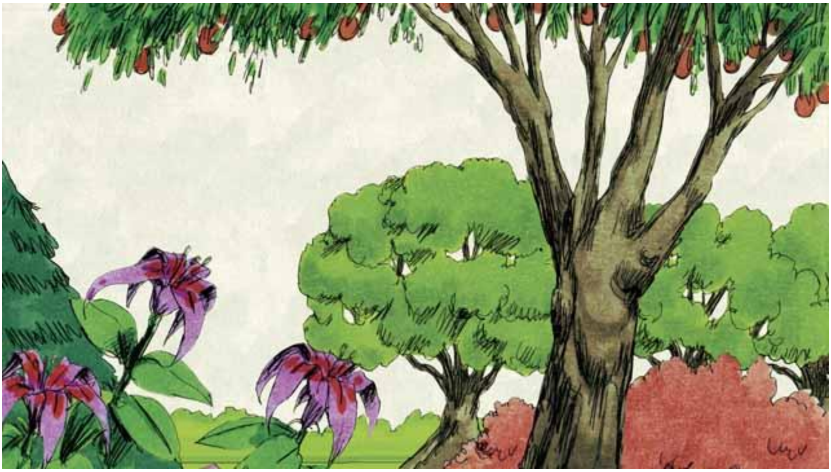

তারপর ঈশ্বর বললেন, “পৃথিবী সকল ধরনের উদ্ভিদ ও গাছপালার উৎপন্ন করুক।”আর ঠিক তাই হয়েছিল।ঈশ্বর দেখলেন যে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা উত্তম।

সৃষ্টির চতুর্থদিনে, ঈশ্বর বললেন, আর সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগনের রচনা হোল ।ঈশ্বর তাদের পৃথিবীতে আলো দিতে আর দিন ও রাতকে, ঋতুসমূহকে আর বছর সমূহকে চিহ্নিত করতে সৃষ্টি করেছিলেন।ঈশ্বর দেখলেন যে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা উত্তম।

পঞ্চম দিনে, ঈশ্বর বললেন আর সমস্ত কিছু যা জলে সাঁতার কাটে ও সকল প্রকার পাখিদের সৃষ্টি করলেন।ঈশ্বর দেখলেন যে এই সবই উত্তম হয়েছে আর তিনি তাদের আর্শিবাদ করলেন।

সৃষ্টির ষষ্টদিনে, ঈশ্বর বললেন, “ভূমিতে সকল প্রকারের ভূচর প্রাণী হোক!” আর ঠিক তেমনটাই হল যেমনটি ঈশ্বর বলেছিলেন।কিছুছিল গবাদি পশু, কিছু ভূমিতে বুকে হেঁটে চালিত পশু, আর কিছু বন্য পশু।আর ঈশ্বর দেখলেন যে এসবই উত্তম।

তারপর ঈশ্বর বললেন, “এস আমরা মানুষকে আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করি। সমগ্র পৃথিবীর প্রানীদের উপর তাদের অধিকার থাকবে।

তাই ঈশ্বর কিছু মাটি নিলেন, তা দিয়ে তিনি একটি পুরুষের আকার দিলেন, আর তার মধ্যে জীবনের শ্বাস দিলেন। এই পুরুষটির নাম ছিল আদম।ঈশ্বর একটি উদ্যানের স্থাপনা করলেন যেখানে আদম বসবাস করতে পারেন, আর উদ্যানটির যত্ন নেওয়ার জন্য তাকে সেখানে রাখা হল।

উদ্যানের মাঝখানে, ঈশ্বর দুটি বিশেষ বৃক্ষ-জীবনবৃক্ষ আর সৎ অসৎ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষের রোপণ করলেন। ঈশ্বর আদমকে বলেছিলেন যে তিনি সৎ অসৎ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষ ছারা উদ্যানের যে কোনও গাছের ফল খেতে পারেন। যদি সে এই বৃক্ষের ফল খায় তবে সে মারা যাবে।

তারপর ঈশ্বর বললেন, “পুরুষের একা থাকা ভালো নয়।”কিন্তু কোনও জন্তু আদমের সাহায্যকারী হতে পারে না।

তাই ঈশ্বর আদমকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করলেন৷ তারপর ঈশ্বর আদমের পাঁজরের একটি হাড় নিলেন আর সেটিকে একটি নারীতে পরিনত করলেন আর তাকে তার কাছে নিয়ে এলেন৷

যখন আদম তাকে দেখলেন, তিনি বললেন, “অন্তিমে! এই আমার মতন!তাকে ‘নারী,’ বলা হোক কেননা তিনি পুরুষ থেকে রচিত৷”এই জন্যে একজন পুরুষ তার মাতা আর পিতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে সন্মিলিত হন৷

ঈশ্বর নারী ও পুরুষকে তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন।তিনি তাদের আর্শিবাদ করলেন আর তাদের বললেন, “প্রচুর সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনি হোক, তারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করুক |” আর ঈশ্বর দেখলেন যে তিনি যা কিছুর সৃষ্টি করেছেন তা উত্তম হয়েছে, আর এসবে তিনি ভীষণভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।এসবই সৃষ্টির ষষ্ট দিনে ঘটেছিল।

যখন সপ্তম দিন উপস্থিত হোল, ঈশ্বর তার কাজ শেষ করলেন ।আর ঈশ্বর, সমস্ত কিছু যা তিনি করছিলেন তার থেকে বিশ্রাম নিলেন ।তিনি সপ্তম দিনটিকে আর্শিবাদ করলেন আর সেটিকে পবিত্র করলেন, কারণ সে দিনে তিনি তাঁর কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।এইভাবে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মান্ড আর তার মধ্যের সকল কিছুর সৃষ্টি করেছিলেন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে- আদিপুস্তক ১-২

পৃথিবীতে পাপের প্রবেশ

আদম ও তার স্ত্রী, তাদের জন্য ঈশ্বরের তৈরি অপূর্ব উদ্যানে খুবই আনন্দে ছিলেন। তারা কেউই পোশাক পরতেন না, কিন্তু তাতে তাদের কোনো দিন লজ্জাবোধ হয়নি, কারণ তখন পৃথিবীতে পাপ ছিল না।তারা প্রায়ই উদ্যানে ঘোরা ফেরা করতেন আর ঈশ্বরের সাথে কথা বলতেন।

কিন্তু সেই বাগানে একটি চতুর সাপ ছিল।সে স্ত্রীকে প্রশ্ন করলো, "ঈশ্বর কি সত্যিই তোমাকে বলেছে এই বাগানের কোনও গাছ থেকে ফল না খেতে?"

স্ত্রীটি উত্তর দিলেন, “ঈশ্বর আমাদের বলেছেন আমরা সৎ অসৎ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষ ছারা উদ্যানের যে কোনও গাছের ফল খেতে পারি।ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, ‘যদি তুমি ওই ফল খাও অথবা তা স্পর্শ কর, তুমি মরে যাবে।’”

সাপ স্ত্রীটিকে প্রতিউত্তর করেন, “এটা সত্য নয়!তুমি মরবে না।ঈশ্বর জানেন যে যখনই তুমি সেই ফল খাবে, তুমি ঈশ্বরের সমান হয়ে পরবে আর যেমন তিনি বোঝেন তেমনই তোমরা সৎ আর অসৎ বুঝবে।”

স্ত্রীটি দেখলেন যে ফলটি সুন্দর আর দেখতে আকর্ষনীয়।তিনি বুদ্ধিমতিও হতে চাইতেন, তাই তিনি ফল ছিঁড়লেন আর তা খেলেন।তারপর তিনি সেই ফল তার স্বামীকে দিলেন, যিনি তার সাথে ছিলেন, আর তিনিও তা খেলেন।

হঠাৎই, তাদের চোখ খুলে গেল, আর তারা দেখলেন যে তারা উলঙ্গ।তারা তাদের দেহকে পাতা দিয়ে সেলাই করে ঢাকার চেষ্টা করলেন।

এরপর পুরুষ ও তার স্ত্রী বাগানে ঈশ্বরের চলার শব্দ শুনতে পেলেন।তারা দুজনেই ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকোলেন।তখন ঈশ্বর পুরুষটিকে ডাকলেন, “তুমি কোথায়?”আদম উত্তর দিলেন, “আমি শুনতে পেলাম যে আপনি বাগানে হাঁটছেন আর আমি ভয় পেয়েছি, কেননা আমি যে উলঙ্গ।তাই আমি আড়াল হয়েছি।”

তখন ঈশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, “কে তোমায় বলেছে যে তুমি উলঙ্গ? তুমি কি সেই ফল খেয়েছ যা তোমায় আমি খেতে বারণ করেছিলাম?”পুরুষটি উত্তর করলেন, “আপনি আমায় এই স্ত্রী দিয়েছেন, আর সে আমায় ফলটি দিয়েছিল।”এরপর ঈশ্বর স্ত্রীটিকে প্রশ্ন করলেন, “এ তুমি কি করেছ?”স্ত্রীটি উত্তরে বললেন, “সাপ আমার সাথে ছল করেছে।”

ঈশ্বর সাপটিকে বললেন, “তুমি শাপগ্রস্ত!তুমি বুকে ভর দিয়ে গমন করবে আর ধুলো খাবে। তুমি ও স্ত্রী তোমরা একেঅপরকে দ্বেষ করবে, আর তোমার সন্তান আর তার সন্তানরাও একেঅপরকে বিদ্বেষ করবে। স্ত্রীর সন্তান তোমার মাথা থেঁতলে দেবে, আর তুমি তার গোড়ালিতে ক্ষত করবে।”

ঈশ্বর তারপর স্ত্রীটিকে বললেন, “আমি তোমার জন্য প্রসবকাল খুব যন্ত্রনাময় করব। তুমি তোমার স্বামীর বাসনা করবে, আর সে তোমার উপর কৃতিত্ব করবে।”

ঈশ্বর পুরুষটিকে বললেন, “তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনেছ আর আমায় অমান্য করেছ।এখন দেখো ভূমি শাপগ্রস্ত হল, আর এখন তোমাকে খাদ্য উৎপাদন করতে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।তারপর তুমি মারা যাবে, আর তোমার শরীর মাটিতে মিশে যাবে।”পুরুষটি তার স্ত্রীর নাম রাখলেন হবা, যার মানে হল “জীবন-দাত্রী,” কেননা তিনি হলেন সকল লোকের মাতা। আর ঈশ্বর আদম ও হবাকে পশুর চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত করলেন।

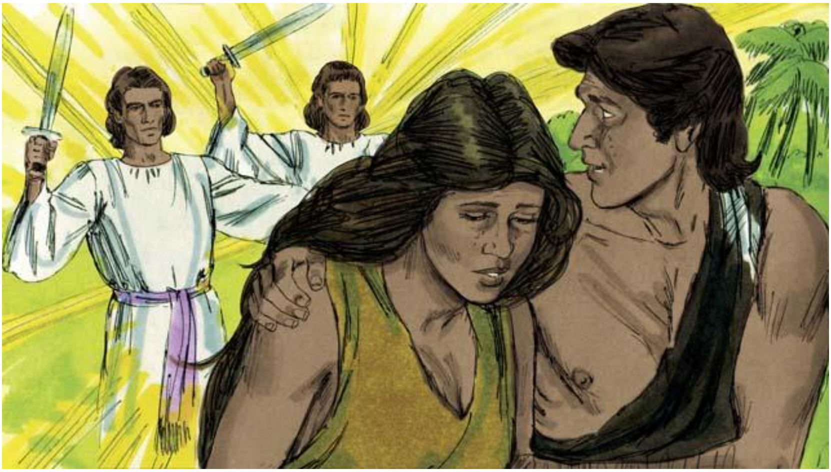

তারপর ঈশ্বর বললেন, “যেহেতু মনুষ্য সৎ ও অসৎ জানার জন্য আমাদের মত হয়েছে, তাদের জীবন বৃক্ষ থেকে ফল খেতে আর চিরকাল বেঁচে থাকতে অনুমতি দেওয়া যাবে না।”অতএব ঈশ্বর আদম ও হবাকে সুন্দর উদ্যান থেকে বের করে দিলেন।ঈশ্বর উদ্যানের প্রবেশ দ্বারে শক্তিশালী স্বর্গদূতদের নিযুক্ত করলেন যেন কেউ জীবন বৃক্ষ থেকে ফল না খেতে পারে।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে -আদিপুস্তক ৩

বন্যা

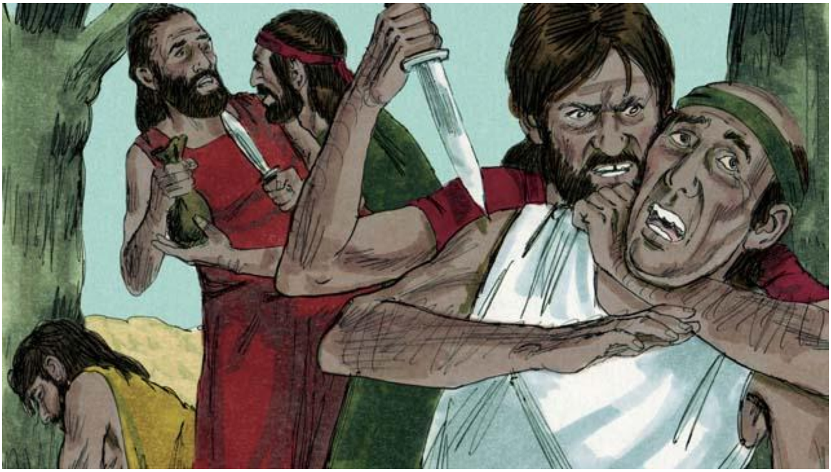

বহুকাল পরে, অনেক লোক তখন এই পৃথিবীতে বসবাস করছিলেন।তারা খুব দুষ্ট আর হিংস্র হয়ে পরেছিল।এটা এতই খারাপ আকার নিয়েছিল যে ঈশ্বর নির্ণয় নিলেন সম্পূর্ণ পৃথিবীকে বন্যার দ্বারা শেষ করবেন।

কিন্তু নোহ ঈশ্বরের নজরে অনুগ্রহ পেলেন।তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, দুষ্ট লোকেদের মাঝে বাস করছিলেন।ঈশ্বর নোহকে সেই বন্যার বিষয়ে যা তিনি পাঠাবেন বললেন। তিনি নোহকে একটি বিরাট জাহাজ নির্মান করতে বললেন।

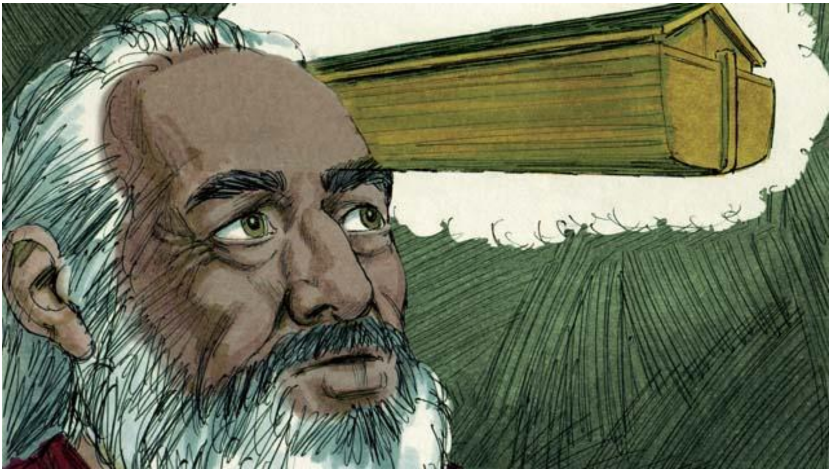

ঈশ্বর নোহকে বললেন জাহাজটিকে প্রায় ১৪০ মিটার লম্বা, ২৩ মিটার চওড়া, আর ১৩.৫ মিটার উচু বানাতে৷ নোহ এটাকে কাঠ দিয়ে বানালেন আর তিনটি স্থর, অনেকগুলো ঘর, একটি ছাদ, আর একটি জানালা বানালেন৷জাহাজটি নোহকে, তার পরিবারকে, আর সকল ধরনের ভুচর প্রানীদের বন্যার সময় সুরক্ষিত রাখতে পারবে৷

নোহ ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হলেন৷তিনি ও তার তিনটি পুত্র ঠিক তেমন ভাবেই জাহাজটির নির্মান করলেন যেমনটি ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন৷জাহাজটিকে বানাতে বহুবছর লেগে গেল, কেননা এটি বিরাট বড় ছিল৷নোহ লোকেদের সতর্ক করেছিলেন সেই বন্যার বিষয়ে যা আসছে আর বলেছিলেন যেন তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে, কিন্তু তারা তাকে বিশ্বাস করে নি৷

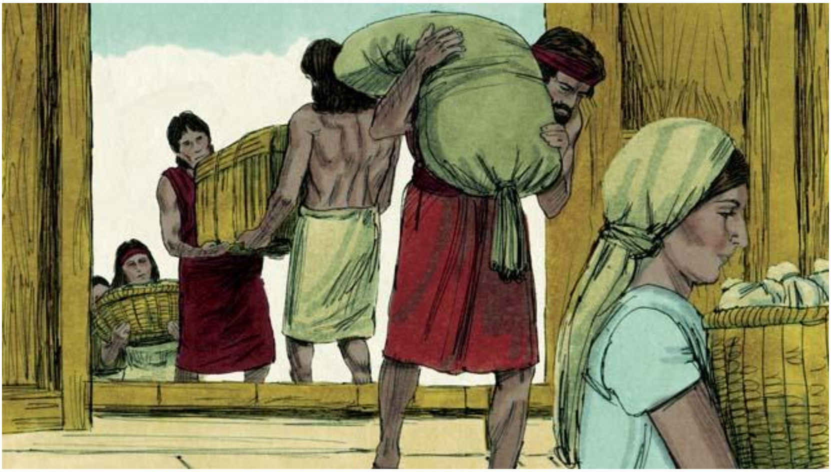

ঈশ্বর নোহকে আর তার পরিবারকে আজ্ঞাও দিয়েছিলেন যেন তারা নিজেদের ও পশুদের জন্য পর্যাপ্ত আহার সংগ্রহ করে নেন। যখন সবকিছু প্রস্তুত হল, ঈশ্বর নোহকে বললেন এই সময় হল তার জন্য, তার স্ত্রীর, তার তিন সন্তানদের আর তাদের স্ত্রীদের জন্য-সবমিলিয়ে আাট ব্যক্তি, যেন তারা জাহাজে প্রবেশ করে।

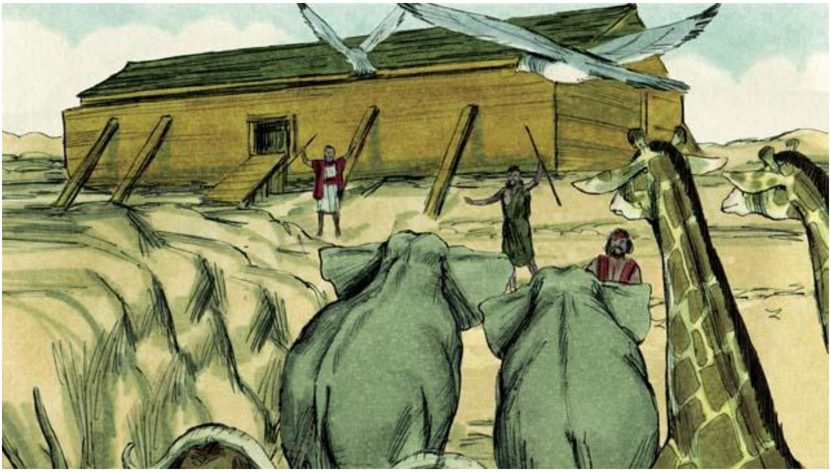

ঈশ্বর প্রত্যেক জন্তু আর পাখিদের একটি নর আর একটি নারী নোহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন যেন তারা জাহাজে প্রবেশ করে আর বন্যার সময়ে সুরক্ষিত থাকে। ঈশ্বর প্রত্যেক প্রাণীর সাতটি নর আর সাতটি নারী দিলেন যেন সেগুলো উৎসর্গ করতে পারেন। যখন তারা সকলে জাহাজের ভিতর ছিলেন, ঈশ্বর নিজেই জাহাজের দ্বার বন্ধ করেদেন।

তখন বৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়, কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত অবিরাম বৃষ্টি হল!জলরাশ মাটির ভিতর থেকেও বেরিয়ে এলো।সম্পূর্ণ পৃথিবীতে যাকিছু ছিল সবই জলমগ্ন হল, এমনকি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সমূহও।

সকল কিছু যা ভূমিতে বাস করত মারা গেল, কেবল জাহাজের লোকেরা আর প্রাণীরা বেঁচে থাকলো। জাহাজটি জলে ভাসতে থাকলো আর এর ভিতরের সবকিছু জলে ডোবার থেকে সুরক্ষিত থাকলো।

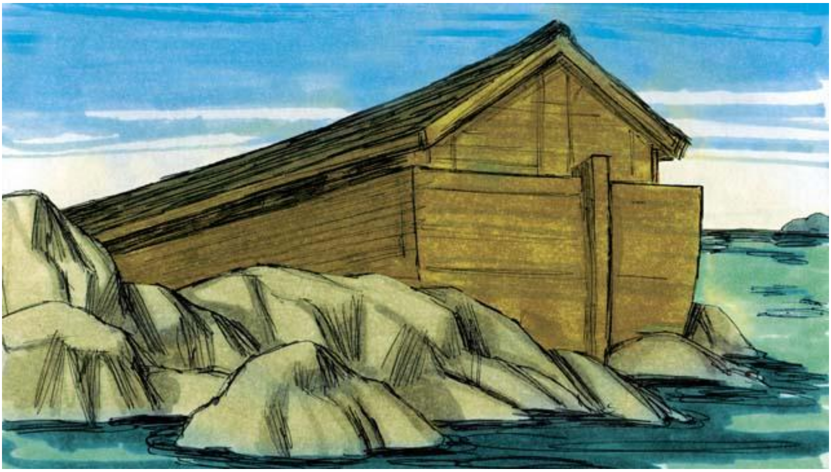

বৃষ্টি থামার পর, জাহাজটি জলে পাঁচ মাস পর্যন্ত ভাসলো, আর এই সময়ে জল নিচে নামা শুরু করলো।তারপর একদিন জাহাজ একটি পর্বতের গায়ে গিয়ে ঠেকলো, কিন্তু পৃথিবী এখনও জলমগ্ন ছিল।আরও তিন মাস পর, পর্বতের চূড়া দৃশ্যমান হল।

আরও চল্লিশ দিন পর, নোহ একটি পাখিকে যাকে দাঁড়কাকও বলা হয় জল শুকিয়েছে কিনা দেখতে পাঠালেন। দাঁড়কাকটি এদিক ওদিক উঁড়ে বেড়াল শুকনো ভূমির খোঁজে, কিন্তু পেল না।

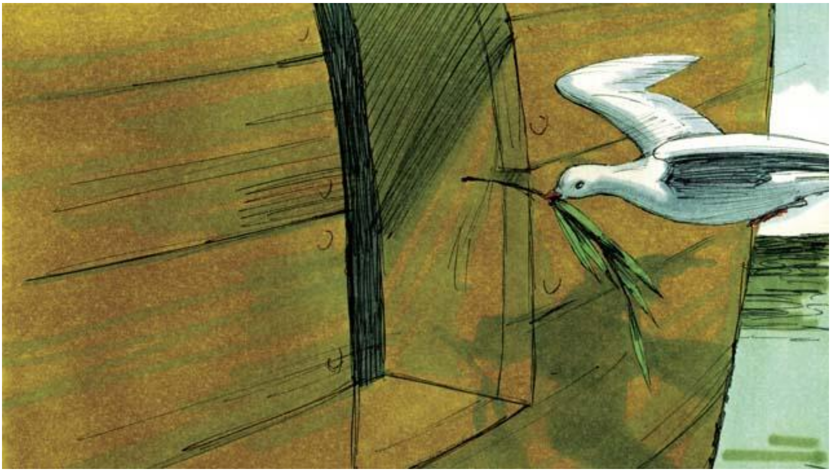

তারপর নোহ একটি পাখি যাকে কপোত বলা হয় পাঠালেন।কিন্তু সেও কোনো শুকনো ভূমি পেল না, তাই সেও নোহর কাছে ফিরে এলো।এক সপ্তাহ পর কপোতটিকে পুনরায় আবার পাঠালেন, আর সেটি একটি জলপাই গাছের ডাল তার চঞ্চুতে করে নিয়ে ফিরে এলো।জল নিচে নামছিল, আর গাছপালা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

নোহ আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলেন আর কপোতটিকে তৃতীয়বার পাঠালেন। এইবার, সেটি আরাম করার জায়গা পেল আর ফিরে এলো না।জল শুকিয়ে গেল।

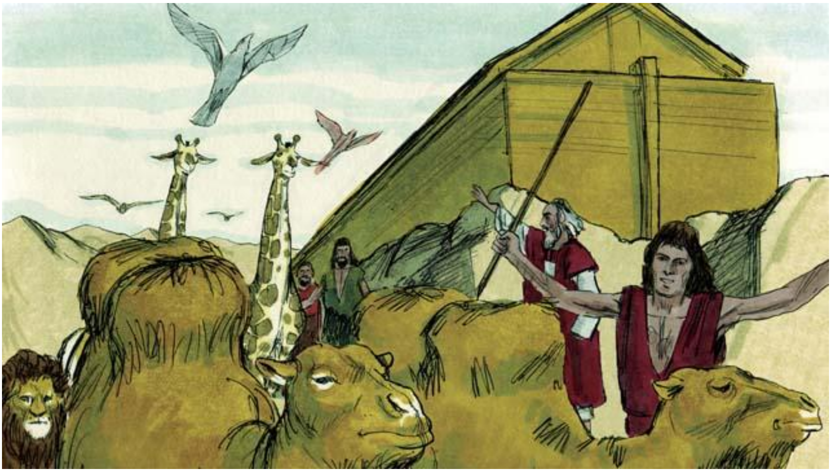

দুমাস পর ঈশ্বর নোহকে বললেন, “তুমি ও তোমার পরিবার আর সকল প্রানীগন এখন জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসতে পার।প্রজবন্ত ও বহুবংশীয় হও আর পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। অতএব নোহ আর তার পরিবার জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসলেন।

নোহের জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসার পর, তিনি একটি বেদী বানালেন আর তাতে কিছু পশু যা উৎসর্গ করা যেতে পারে তা বলি দিলেন।ঈশ্বর বলিদানে আনন্দিত হলেন আর নোহকে ও তার পরিবারকে আর্শিবাদ করলেন।

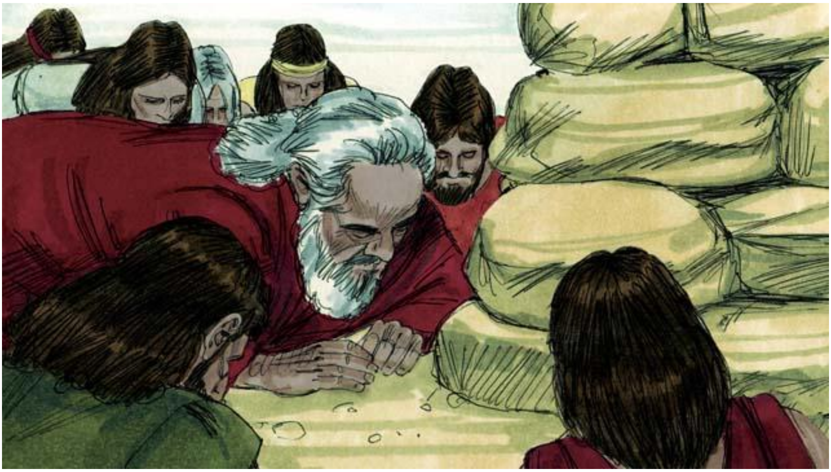

ঈশ্বর বললেন, “আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি পুনরায় কখনও ভূমিকে শাপগ্রস্থ করব না লোকেদের দুষ্ট কার্যের জন্য, আর বন্যার দ্বারা পৃথিবীকেও নষ্ট করব না, যদিও লোকেরা তাদের শিশুকাল থেকেই পাপী।”

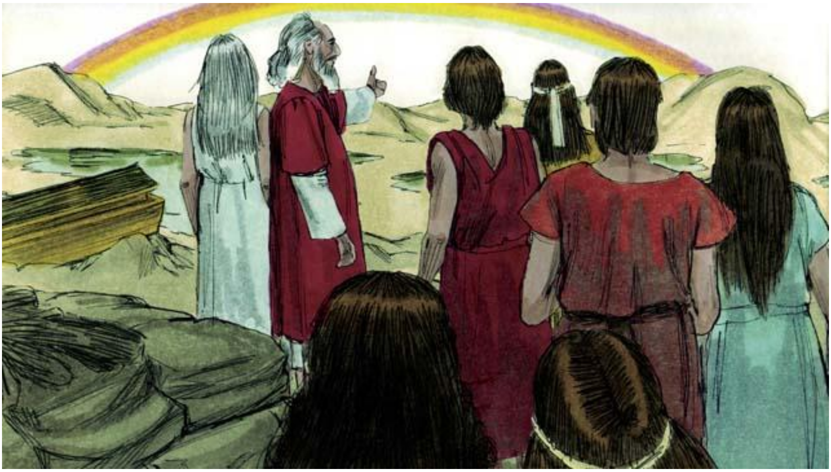

ঈশ্বর তখন তার প্রতিজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ প্রথম রংধনু তৈরী করলেন।প্রত্যেক সময় যখন আকাশে রংধনু ওঠে, ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞা এবং তার লোকেদের কথা মনে করেন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-আদিপুস্তক ৬-৮

অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম

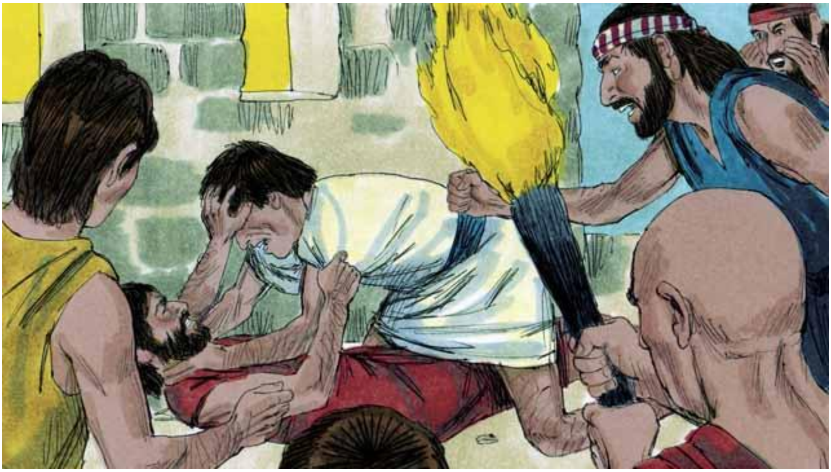

বন্যার বহুবছর পর, পৃথিবীতে আবার বহু লোক হলেন, আর তারা একটিই ভাষা বলতেন।যেমন ঈশ্বর বলেছিলেন যে পৃথিবী পরিপূর্ণ কর তা করার চেয়ে, তারা একত্র হলেন ও একটি নগর স্থাপন করলেন।

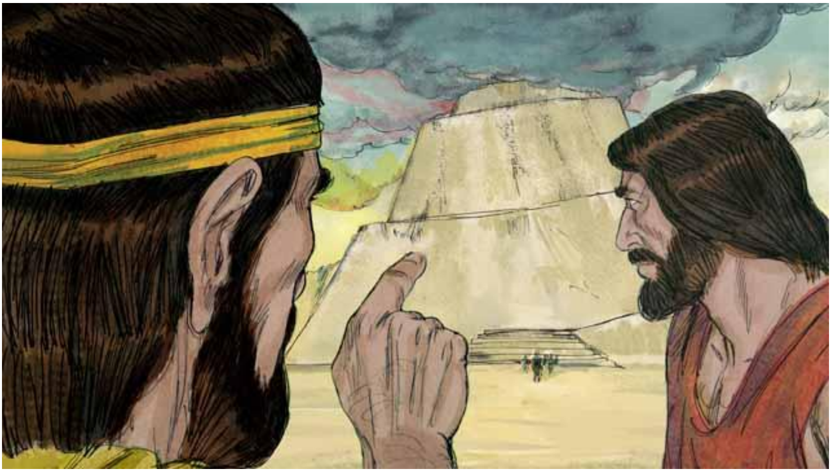

তারা খুব গর্বিত ছিলেন, আর তারা পরোয়া করলেন না যে ঈশ্বর তাদের কি আদেশ দিয়েছিলেন।এমনকি তারা একটি মিনারের নির্মান করা শুরু করলেন যা স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছায়।ঈশ্বর দেখলেন যে তারা পাপ কার্য করতে যদি একত্র কার্য করতে থাকে, তাহলে তারা আরও পাপপূর্ণ কার্য করবে।

তাই ঈশ্বর তাদের ভাষা বিভিন্ন ভাষাতে পরিবর্তন করলেন তাদের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিলেন। যে নগর তারা বানিয়েছিলেন তার নাম ছিল বাবিল, যার মানে হল, “বিভ্রান্তকর।”

একশ বছর পর, ঈশ্বর এক ব্যক্তির সাথে কথা বললেন যার নাম ছিল অব্রাম।ঈশ্বর তাকে বললেন, “তুমি তোমার দেশ ও পরিজনদের ছেড়ে সেই ভূমিতে যাও যা আমি তোমাকে দেখাবো।আমি তোমায় আর্শিবাদ করব ও তোমায় এক বৃহৎ জাতি বানাবো।আমি তোমার নাম মহান করব।আমি তাকে আর্শিবাদ করব যে তোমায় আর্শিবাদ করবে আর তাকে শাপ দেব যে তোমায় শাপ দেব। পৃথিবীর সকল পরিবার তোমার কারনে আর্শিবাদ পাবে।

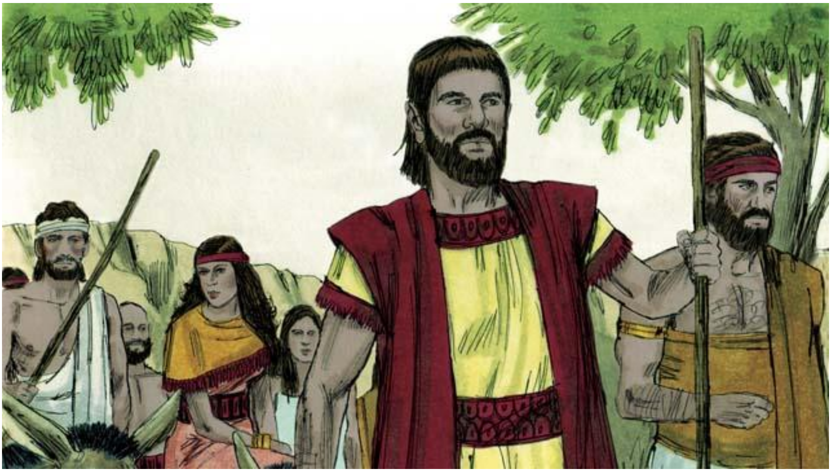

তাই অব্রাম ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হলেন।তিনি তার স্ত্রী, সারাইকে সাথে নিলেন, সাথে তার সকল চাকর ও যা কিছু তার কাছেছিল নিলেন আর সেই ভূমিতে গেলেন যা ঈশ্বর তাকে দেখিয়েছিলেন, যেটি ছিল কনান দেশ।

যখন অব্রাম কনান দেশে পৌঁছালেন, ঈশ্বর তাকে বললেন, “তোমার চারিদিকে দেখ।এই ভূমি যা তুমি দেখছ তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে উত্তরাধিকাররূপে দেব। তারপর অব্রাম সেই ভূমিতে অবস্থান করলেন।

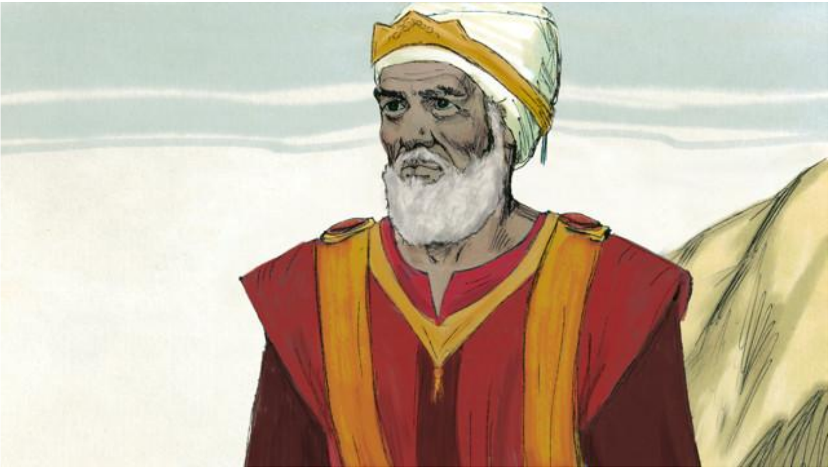

একদিন, অব্রাম মল্কীযেদক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের যাজকের সাথে সাক্ষাৎকার করেন। মল্কীযেদক অব্রামকে আর্শিবাদ করলেন আর বললেন, “আকাশ ও পৃথিবীর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমায় আর্শিবাদকরেন।তারপর অব্রাম মল্কিযেদককে তার সকল সম্পত্তির দশ ভাগ দিলেন।

অনেক বছর পেরিয়ে গেল, কিন্তু অব্রাম ও সারাইয়ের কোনো সন্তান হল না।ঈশ্বর পুনরায় অব্রামের সাথে কথা বললেন আর প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার একটি পুত্র হবে আর আকাশের নক্ষত্রগনের ন্যায় তার বংশ হবে। অব্রাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করলেন।ঈশ্বর ঘোষণা করলেন যে অব্রাম ধার্মিক কেননা তিনি তার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করলেন।

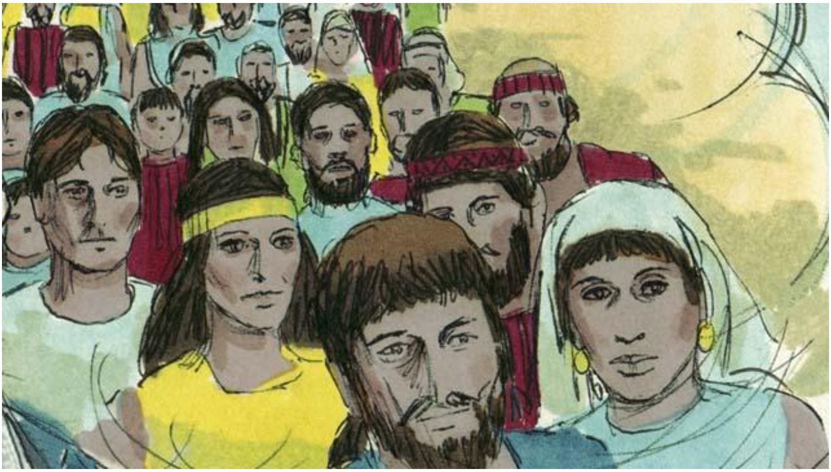

তারপর ঈশ্বর অব্রামের সাথে একটি নিয়ম স্থির করলেন।একটি নিয়ম হল দু দলের মধ্যেকার চুক্তি।ঈশ্বর বললেন, “আমি তোমার দেহ থেকেই একটি পুত্র দেব।আমি তার বংশকে কননের ভূমি দেব।কিন্তু অব্রামের তখনও কোনো সন্তান ছিল না।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-আদিপুস্তক ১১-১৫

প্রতিজ্ঞার পুত্র

কনানে পৌঁছনোর দশ বছর পর, তখনও তাদের কোনো সন্তান ছিল না।অতএব অব্রামের স্ত্রী সারাই, তাকে বললেন, “যেহেতু ঈশ্বর আমাকে সন্তান জন্মাবার অনুমতি দিচ্ছেন না আর আমি এখন খুবই বৃদ্ধা সন্তান উৎপন্ন করার জন্য, আমার চাকরানী হাগারকে গ্রহণ করুন। তাকে বিবাহও করুন যেন তিনি আমার জন্য সন্তান উৎপন্ন করেন।”

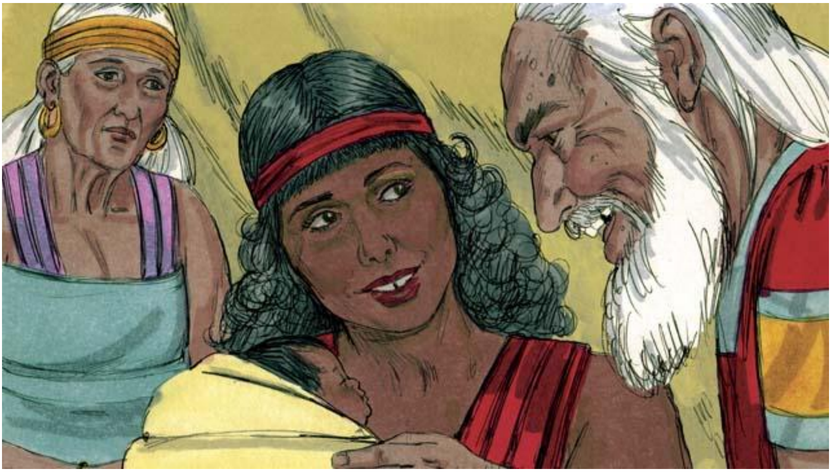

অতএব অব্রাম তাকে বিবাহ করলেন।হাগারের একটি পুত্র সন্তান হল, আর অব্রাম তার নাম রাখলেন ইসমাইল।কিন্তু হাগারের প্রতি সারাই-এর হিংসে হল।যখন ইসমাইলের বয়স তেরো বছর হল, ঈশ্বর অব্রামের সাথে আবার কথা বললেন।

ঈশ্বর বললেন, “আমি হলাম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।আমি তোমার সাথে নিয়ম স্থির করব।” তখন অব্রাম ভূমিষ্ট হয়ে প্রনাম করলেন।ঈশ্বর অব্রামকে আরও বললেন, “তুমি অনেক জাতির পিতা হবে।আমি তোমাকে ও তোমার বংশগনকে তাদের সম্পত্তি রূপে কনানভূমি দান করব আর আমি চিরকালের জন্য তাদের ঈশ্বর হব।তুমি নিশ্চয়ই তোমার পরিবারের সকল পুরুষের ত্বকছেদ করবে।”

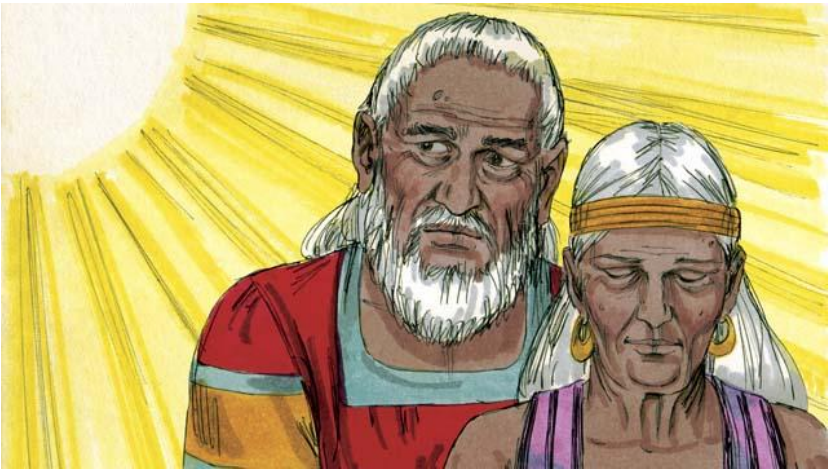

“তোমার স্ত্রী, সারাই-এর, একটি পুত্র সন্তান হবে –সে নিয়মের সন্তান হবে।তার নাম ইসহাক রেখো।আমি তার সাথে আমার নিয়ম স্থির করব, আর সে একটি মহান জাতি হবে।আমি ইসমাইলকেও একটি বৃহৎ জাতি করব, কিন্তু আমার নিয়ম থাকবে ইসহাকের সাথে।”তখন ঈশ্বর অব্রামের নাম অব্রাহাম রাখলেন, যার মানে হল “বহুলোকের পিতা।”ঈশ্বরও সারাই-এর নাম সারা করলেন, যার মানে হল “রাজকুমারী।”

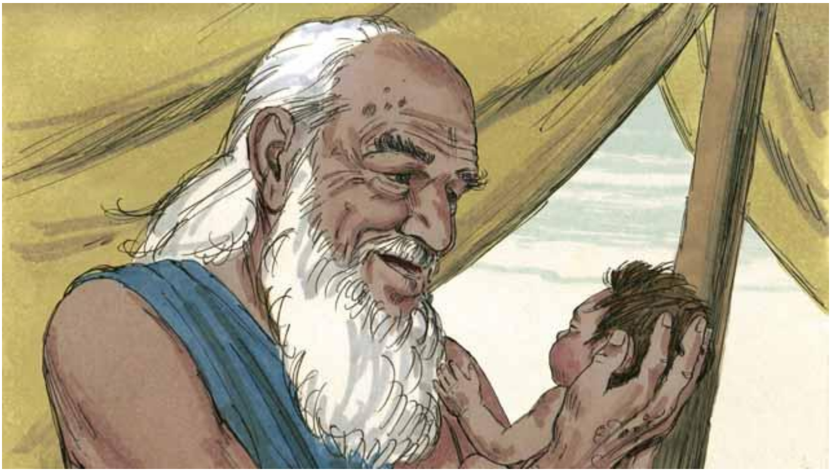

সেই দিন অব্রাহাম তার পরিবারের সকল পুরুষের ত্বকছেদ করেন।প্রায় এক বছর পর, যখন অব্রাহাম ১০০ বছরের বয়স ও সারা ৯০ বছরের ছিলেন, সারা আব্রাহামের সন্তানের জন্ম দেন।তারা তার নাম ইসহাক রাখলেন যেমনটি ঈশ্বর তাদের করার জন্য বলেছিলেন।

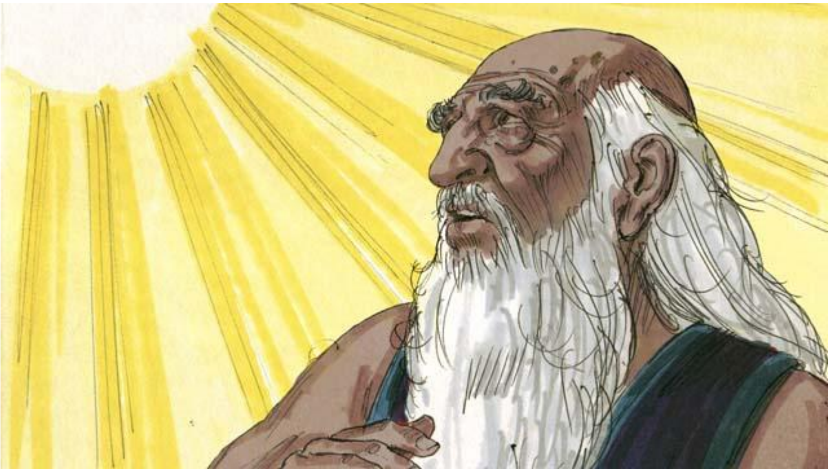

যখন ইসহাক একজন বালক ছিলেন, ঈশ্বর অব্রাহামের বিশ্বাসকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, “ইসহাককে সাথে নেও, তোমার একমাত্র সন্তানকে, আর তাকে আমার জন্য বলি রূপে উৎসর্গ কর।” পুনরায় অব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হলেন আর তার পুত্রের বলির জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

যখন অব্রাহাম ও ইসহাক বলির স্থানের দিকে যাচ্ছিলেন, ইসহাক জিজ্ঞাসা করলেন, “পিতা, আমাদের কাছে বলির জন্য কাঠ আছে, কিন্তু ভেড়া কোথায় ?” অব্রাহাম বললেন, “হে বৎস, ঈশ্বর বলির জন্য ভেড়া প্রদান করবেন।”

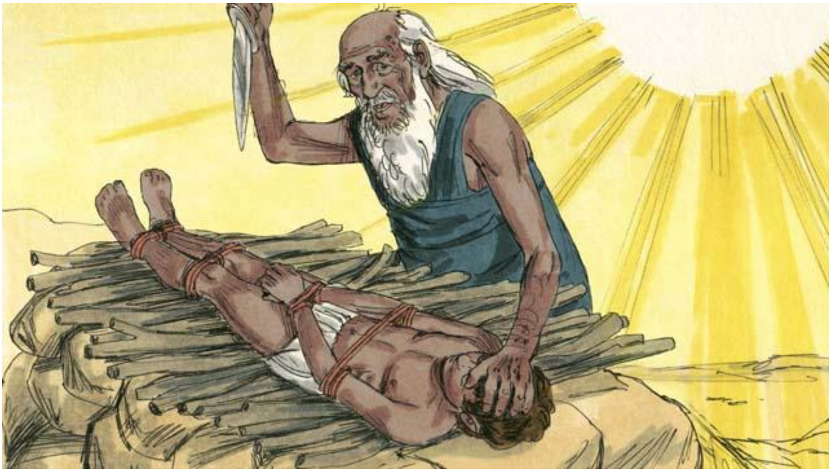

যখন তারা বলির স্থানে পৌঁছালেন, অব্রাহাম ইসহাককে বাঁধলেন আর বেদির উপর তাকে রাখলেন। তিনি তার পুত্রকে মারতে চলেছিলেন তখনি ঈশ্বর বললেন, “থাম!বালকটিকে আঘাত কর না !এখন আমি জানতে পারলাম যে তুমি আমাকে বেশি ভয় কর কেননা তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও রাখতে চাওনি।

নিকটে অব্রাহাম একটি ভেড়াকে একটি ঝোপের আড়ালে বাঁধা দেখলেন।ঈশ্বর ইসহাকের বিনিময়ে উৎসর্গ করার জন্য একটি ভেড়া প্রদান করলেন।অব্রাহাম উল্লাসের সাথে সেই ভেড়াটিকে একটি বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

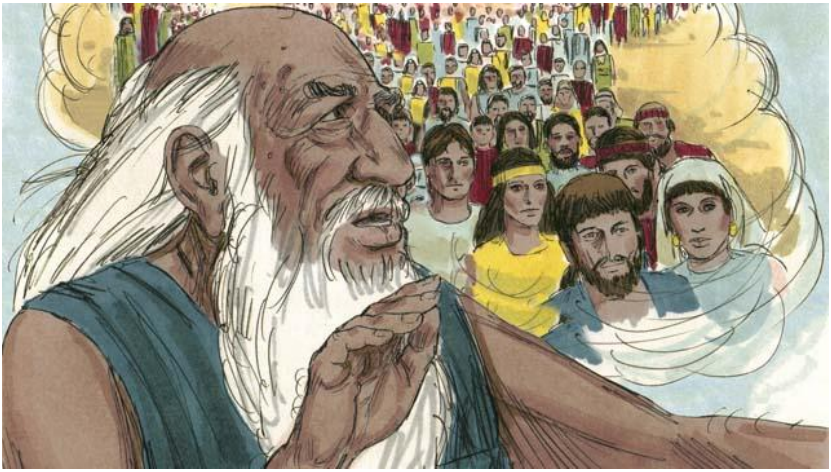

তারপর ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, "কেননা তুমি আমাকে সবকিছু দিতে ইচ্ছুক, এমনকি তোমার একমাত্র পুত্রকেও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমাকে আর্শিবাদ করব।তোমার উত্তরাধিকারীরা আকাশের নক্ষত্রগনের থেকেও অধিক হবে।কেননা তুনি আমার আজ্ঞাকারী হয়েছ, তোমার পরিবারের দ্বারা পৃথিবীর সকল পরিবার আর্শিবাদ প্রাপ্ত হবে।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-আদিপুস্তক ১৬-২২

ঈশ্বর ইসহাককে সরবরাহ করেন

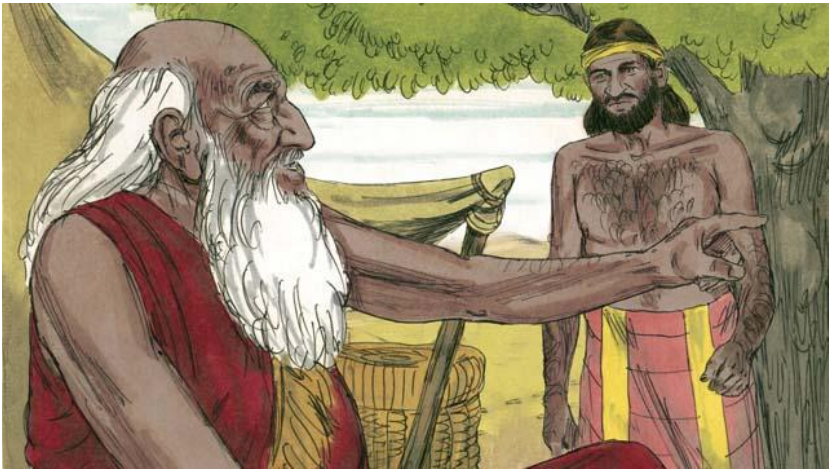

যখন অব্রাহাম অনেক বৃদ্ধ হয়ে পরেন, তার পুত্র, ইসহাক, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে পরিণত হন।তাই অব্রাহাম তার পরিচারককে তার আত্মীয়রা যে ভূমিতে থাকতেন সেখানে পাঠালেন যেন তার পুত্রের জন্য বধু নিয়ে আসেন।

সেই এলাকায় যেখানে অব্রাহামের আত্মীয়রা বসবাস করতেন সেখানে একটি দীর্ঘ যাত্রা করার পর, ঈশ্বর সেই পরিচারককে রিবিকার কাছে নিয়ে আসেন।তিনি অব্রাহামের ভাইয়ের নাতনী ছিলেন।

রিবিকা তার পরিজনদের ছাড়তে আর পরিচারকের সাথে ইসহাককের গৃহে যেতে রাজি হলেন।তার পৌঁছানোর পরেই ইসহাক তাকে বিবাহ করলেন।

অনেককাল পর, অব্রাহাম মারা গেলেন আর নিয়মের সেই সব প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর তার প্রতি করেছিলেন তা ইসহাককে দেওয়া হল। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে অব্রাহামের অগণিত বংশ হবে, কিন্তু ইসহাককের স্ত্রী, রিবিকার কোনো সন্তান হল না।

ইসহাক রিবিকার জন্য প্রার্থনা করলেন, আর ঈশ্বর তাকে যমজ শিশুর দ্বারা গর্ভবতী হতে অনুমতি দিলেন।শিশু দুটি একেঅপরের সাথে সংঘর্ষ করেছিলেন যখন তারা রিবিকার গর্ভেই ছিলেন, তাই রিবিকা ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এটা কি হচ্ছে।

ঈশ্বর রিবিকাকে বললেন, “তোমার ভেতরের দুটি সন্তান থেকে দুটো জাতি উৎপন্ন হবে।তারা একেঅপরের সাথে সংঘর্ষ করবে আর জ্যেষ্ঠজন কনিষ্টজনের সেবা করবে।”

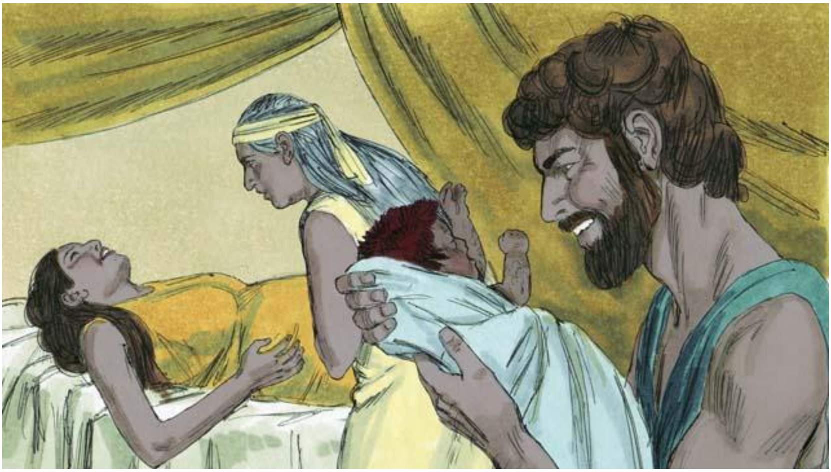

যখন রিবিকার শিশুগুলো জন্ম নিলেন, জ্যেষ্ঠজন রক্তবর্ণ ও লোমযুক্ত বেরিয়ে এলেন, আর তারা তার নাম এষৌ রাখলেন। তারপর কনিষ্টজন জ্যেষ্ঠজনের গোড়ালি ধরে বেরিয়ে এল, আর তারা তার নাম যাকোব রাখলেন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে আদিপুস্তক ২৪:১-২৫:২৬

ঈশ্বর যাকোবকে আর্শিবাদ করলেন

যেমন বালকগুলো বেড়ে উঠছিল, যাকোব বাড়িতে থাকতে পছন্দ করতেন, কিন্তু এষৌ শিকার করা পছন্দ করতেন।রিবিকা যাকোবকে স্নেহ করতেন, কিন্তু ইসহাক এষৌকে স্নেহ করতেন।

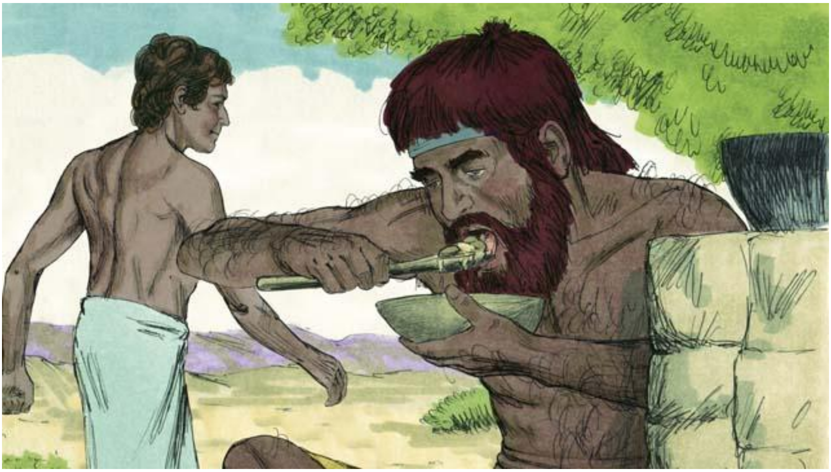

একদিন, যখন এষৌ শিকার থেকে ফিরে এলেন, তিনি ভীষণভাবে ক্ষুদার্ত ছিলেন।এষৌ যাকোবকে বললেন, “তোমার রান্না করা খাবার অনুগ্রহ করে আমাকে খেতে দেও।”যাকোব উত্তর দিলেন, “প্রথমে, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ার অধিকার আমাকে দেও।”অতএব, এষৌ তার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ার অধিকার তাকে দিয়ে দিলেন।তারপর যাকোব এষৌকে কিছু খাবার দিলেন।

ইসহাক এষৌকে তার আর্শিবাদ দিতে চাইলেন।কিন্তু তার আর্শিবাদ দেওয়ার আগেই, যাকোব এষৌ হওয়ার ভান করার দ্বারা রিবিকা আর যাকোব তার সাথে ছলনা করলেন। ইসহাক বৃদ্ধ হয়েছিলেন আর চোখে দেখতেন না। তাই যাকোব এষৌর পোশাক পরিধান করলেন আর তার গলায় আর হাতে ছাগলের লোম লাগলেন।

যাকোব ইসহাকের কাছে এলেন আর বললেন, “আমি এষৌ।আমি এসেছি যেন আপনি আমাকে আর্শিবাদ করেন।”যখন ইসহাক ছাগলের লোম অনুভব করলেন আর পোশাকের ঘ্রাণ শুঁকলেন, তিনি মনে করলেন যে সে এষৌ আর তাকে আর্শিবাদ করলেন।

এষৌ যাকোবকে ঘৃণা করলেন কেননা তিনি তার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ার অধিকার চুরি করেছিলেন আর এমনকি তার প্রাপ্ত আর্শিবাদও চুরি করেছিলেন।তাই তিনি যাকোবকে তাদের পিতার মৃত্যুর পর হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলেন।

কিন্তু রিবিকা এষৌর যোজনা সম্বন্ধে জানতে পারলেন।তাই তিনি ও ইসহাক যাকোবকে তাদের আত্মীয়দের কাছে দুরে পাঠিয়ে দিলেন।

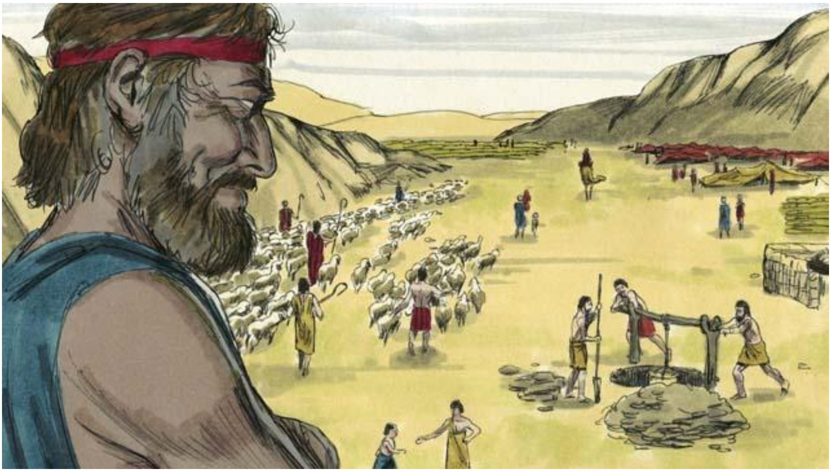

যাকোব রিবিকার পরিজনদের সাথে বহু বছর থাকলেন।সেই সময় তিনি বিবাহ করলেন আর তার বারোজন পুত্র আর একটি কন্যা হল। ঈশ্বর তাকে অনেক ধনী করলেন।

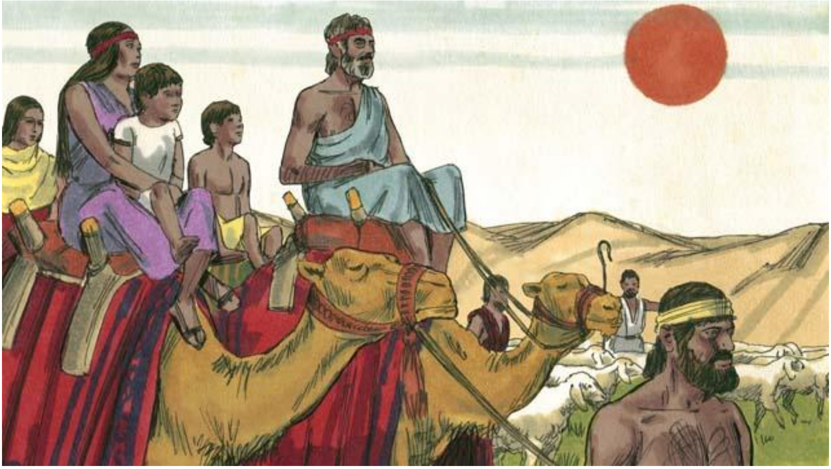

কনানে তার নিজ গৃহ থেকে বিশ বছর দুরে থাকার পর, যাকোব তার নিজ পরিবারে ফিরে এলেন তার পরিবার, পরিচারকগনদের, আর তার সকল গবাদিপশুদের সাথে নিয়ে এলেন।

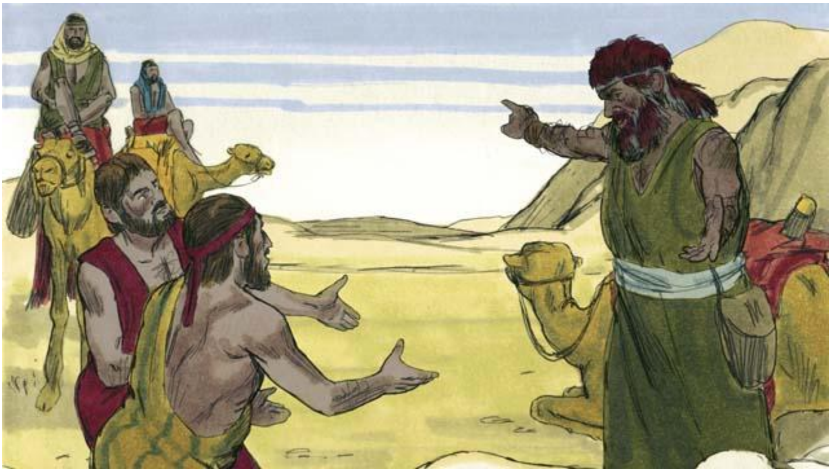

যাকোব খুবিই ভয়ভীত ছিলেন কেননা এষৌ এখনও তাকে হত্যা করতে চাইতেন।অতএব তিনি অনেক গবাদিপশু উপহার রূপে এষৌর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।পরিচারকগণ যারা গবাদিপশুদের নিয়ে এনেছিলেন এষৌকে বললেন, “আপনার দাস, যাকোব আপনাকে এই গবাদিপশুদের দিয়েছেন।তিনি শীঘ্রই আসছেন।”

কিন্তু এষৌ যাকোবকে আগেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, আর তারা একেঅপরের সাথে সাক্ষাৎকার করতে আনন্দিত ছিলেন। এরপর থেকে যাকোব কনান দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করলেন। এরপর ইসহাক মারা গেলেন, আর যাকোব আর এষৌ তাকে কবর দিলেন।নিয়মের প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর অব্রাহামকে দিয়েছিলেন এখন তা ইসহাক থেকে যাকোবের কাছে পৌঁছালো।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে: আদিপুস্তক ২৫:২৭-৩৩:২০

ঈশ্বর যোষেফ ও তার পরিবারকে রক্ষা করেন

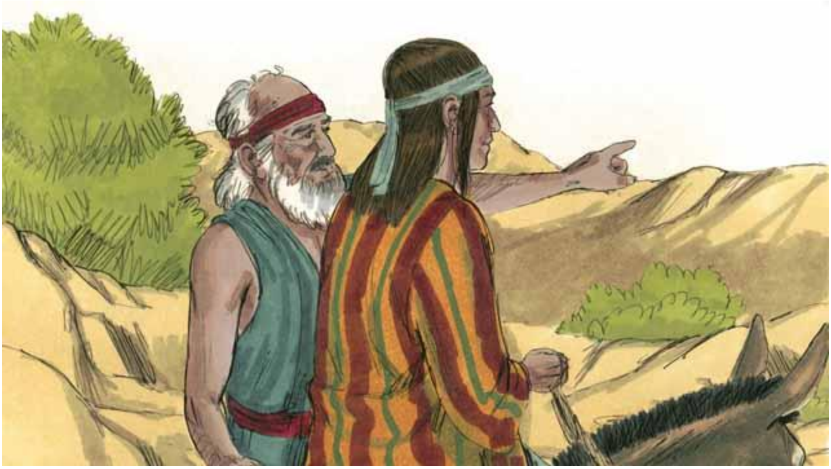

বহু বছর পর, যখন যাকোব বৃদ্ধ হয়ে পরেছিলেন, তিনি তার প্রিয় পুত্র, যোষেফকে তার ভাইদের কাছে যারা গবাদিপশুদের দেখাশুনা করছিলেন তাদের কাছে পাঠালেন।

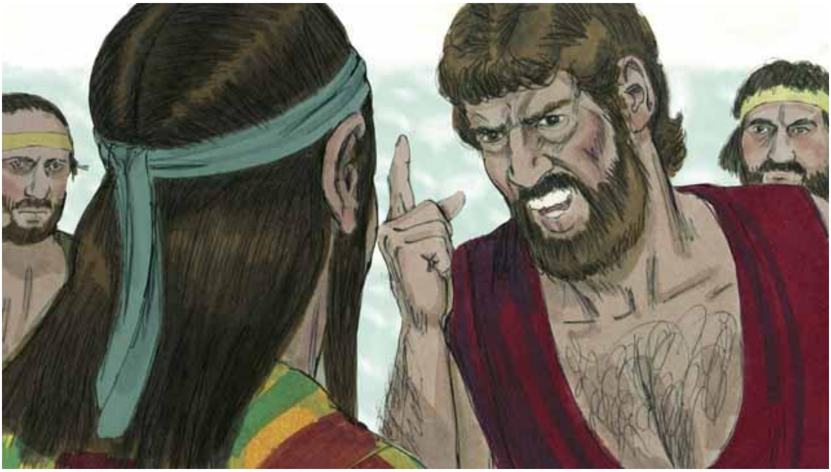

যোষেফের ভাইরা তাকে ঘৃণা করতেন কেননা তাদের পিতা তাকে সবচাইতে বেশি স্নেহ করতেন আর যোষেফ তাদের বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি তাদের উপর রাজত্ব করবেন।যখন যোষেফ তার ভাইদের কাছে আসলেন, তারা তাকে অপহরণ করলেন আর তাকে কিছু ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করলেন।

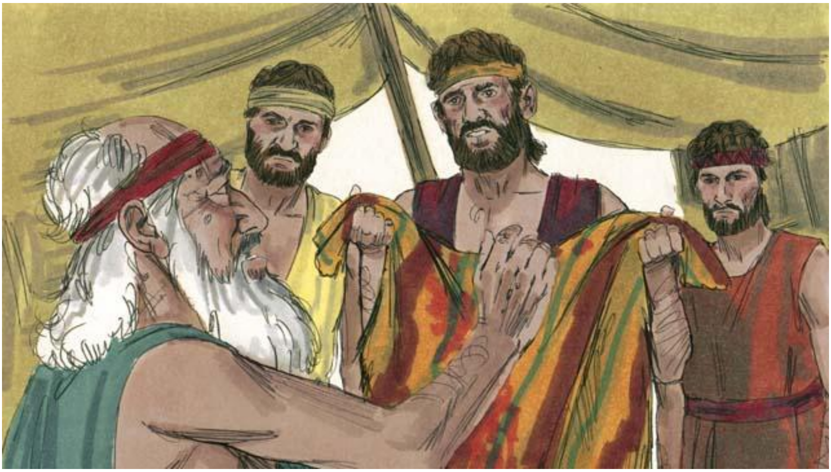

যোষেফের ভাইরা গৃহে ফেরার আগে, তারা যোষেফের পোশাক ছিঁড়লেন আর সেটা ছাগলের রক্তে ডুবিয়ে নিলেন। এরপর তারা সেই কাপড়টিকে তাদের পিতাকে দেখালেন যেন তিনি মনে করেন যে কোনো বন্য পশু যোষেফকে খুন করেছে।যাকোব খুবই শোকার্ত হলেন।

ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যোষেফকে মিশরে নিয়ে এলেন।মিশরদেশ নীল নদের উপর অবস্থিত একটি বিশাল, শক্তিশালী দেশ ছিল।ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যোষেফকে একটি দাস রূপে একজন ধনী সরকারী কর্মকর্তার কাছে বিক্রয় করলেন। যোষেফ তার মালিকের খুব ভালো সেবা করেছিলেন, আর ঈশ্বর যোষেফকে আর্শিবাদ করেছিলেন।

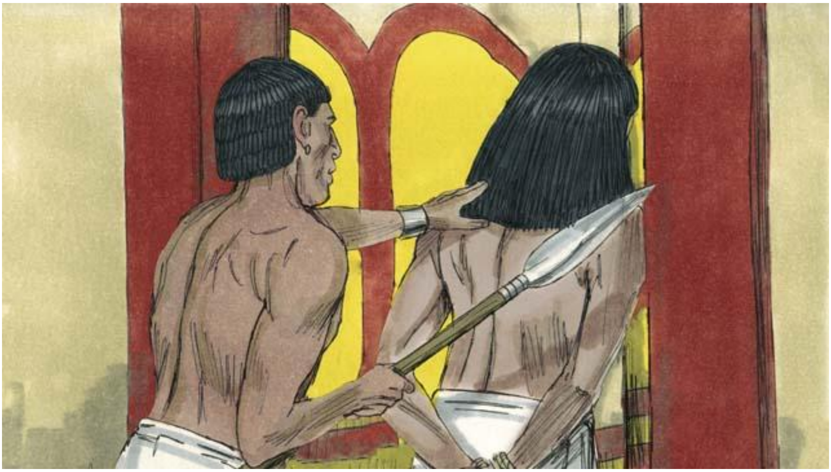

তার মালিকের স্ত্রী যোষেফের সাথে কুকর্ম করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু যোষেফ এই প্রকারে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে চাইলেন না।তিনি ক্রুদ্ধ হলেন আর যোষেফের উপর মিথ্যে দোষারোপ করলেন তাই তাকে গ্রেফতার করা হল আর জেলে পাঠানো হল। এমনকি জেলেও, যোষেফ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য রইলেন, আর ঈশ্বর তাকে আর্শিবাদ করলেন।

দু বছর পর, যোষেফ জেলেই ছিলেন, যদিও তিনি নির্দোষ ছিলেন।এক রাতে, ফরৌণ, যা মিশরবাসীরা তাদের রাজাকে বলতেন, তার দেখা দুটি স্বপ্ন ছিল যা তাকে ভিশনভাবে উদ্বিগ্ন করছিল। তার কোনোও মন্ত্রীগন তাকে তার স্বপ্নের অর্থবলতে পারছিলেন না।

ঈশ্বর যোষেফকে স্বপ্নের অর্থ বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাই ঘটনা ক্রমে যোষেফকে জেল থেকে ফরৌনের কাছে নিয়ে আসা হল। যোষেফ তার জন্য স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করলেন আর বললেন, “ঈশ্বর সাত বছর প্রচুর ফসল প্রদান করতে চলেছেন, তার পর সাত বছর দুর্ভিক্ষের হবে।”

ফরৌণ যোষেফের দ্বারা এত খুশি হলেন যে তিনি তাকে মিশর দেশের দ্বিতীয় সবচাইতে ক্ষমতাবান পুরুষ করলেন।

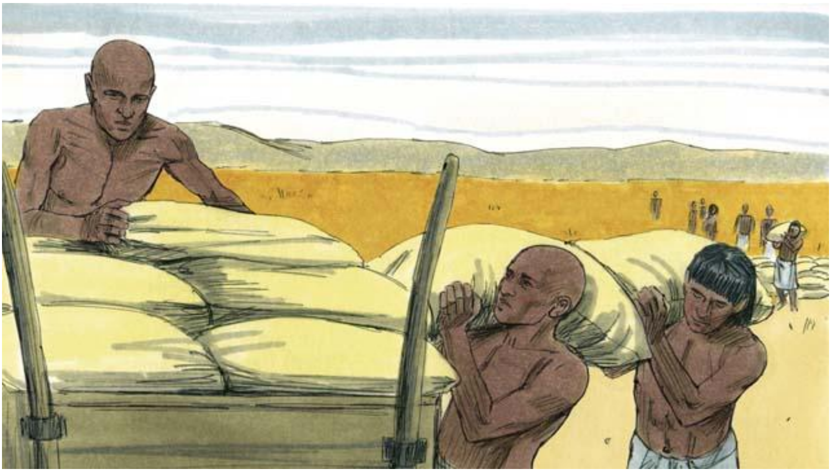

যোষেফ মিশরবাসীদের প্রচুর ফসলের সাত বছরে প্রচুর পরিমানে ফসল সঞ্চয় করে রাখতে নির্দেশ দিলেন। তারপর যোষেফ সেই ফসল লোকেদের বিক্রয় করলেন যখন সাত বছরের দুর্ভিক্ষ হল যেন তাদের কাছে পর্যাপ্ত খাবার হয়।

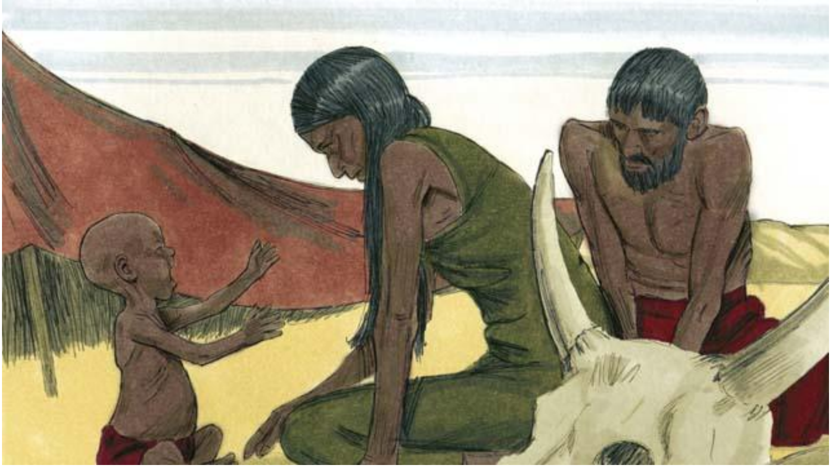

মিশরেই কেবল খারাপ দুর্ভিক্ষ ছিল না বরং কনানেও ছিল যেখানে যাকোব আর তার পরিবার থাকতেন।

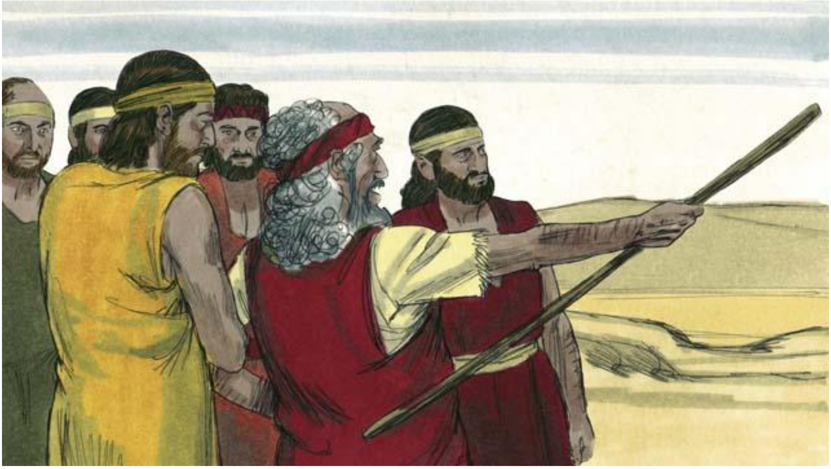

তাই যাকোব তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে মিশরে খাদ্য কিনতে পাঠালেন।ভাইরা যোষেফকে চিনতে পারলেন না যখন তারা খাবার কেনার জন্য তার সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু যোষেফ তাদের চিনতে পারলেন।

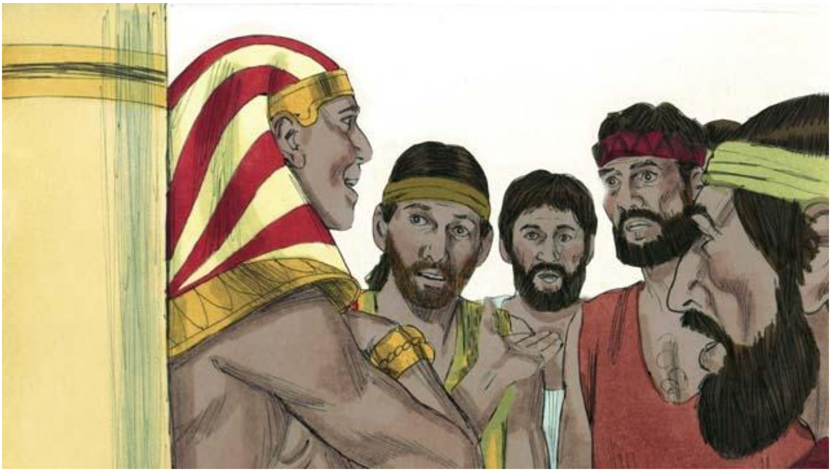

তার ভাইদের পরীক্ষা করার পর এটা দেখতে যে তারা বদলেছেন কিনা, যোষেফ তাদের বললেন, “আমি তোমাদের ভাই, যোষেফ!ভয় পেও না।তোমরা আমাকে একটি দাস রূপে বিক্রি করে দুষ্টতার কাজ করেছিলে, কিন্তু ঈশ্বর সেই দুষ্টতাকে কল্যাণকর করেছেন! এসো আর মিশরে নিবাস কর যেন আমি তোমাদের ও তোমাদের পরিবারদের যোগান দিতে পারি।”

যখন যোষেফের ভাইরা বাড়িতে ফিরলেন আর তাদের পিতা, যাকোবকে বললেন, যে যোষেফ জীবিত আছে, তিনি প্রচন্ড আনন্দিত হলেন।

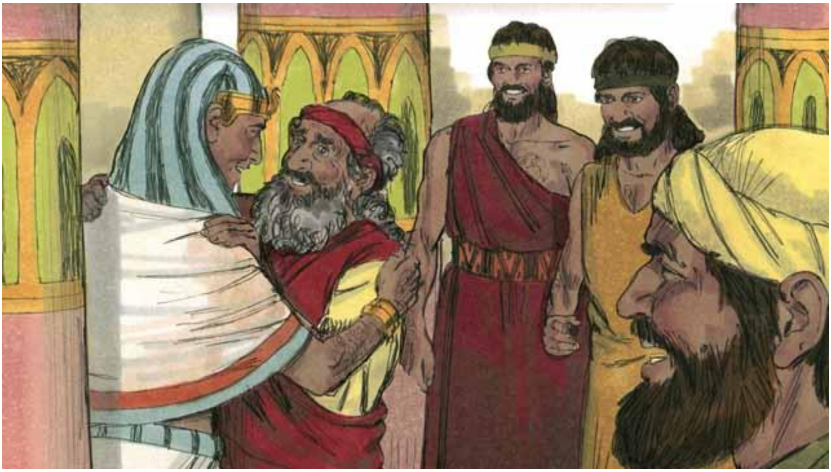

যদিও যাকোব একজন বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন, তবুও তিনি মিশরে তার সকল পরিবারের সাথে গেলেন আর তারা সকলে সেখানে বসবাস করলেন। যাকোবের মৃত্যুর আগে, তিনি তার প্রত্যেক পুত্রকে আর্শিবাদ করলেন।

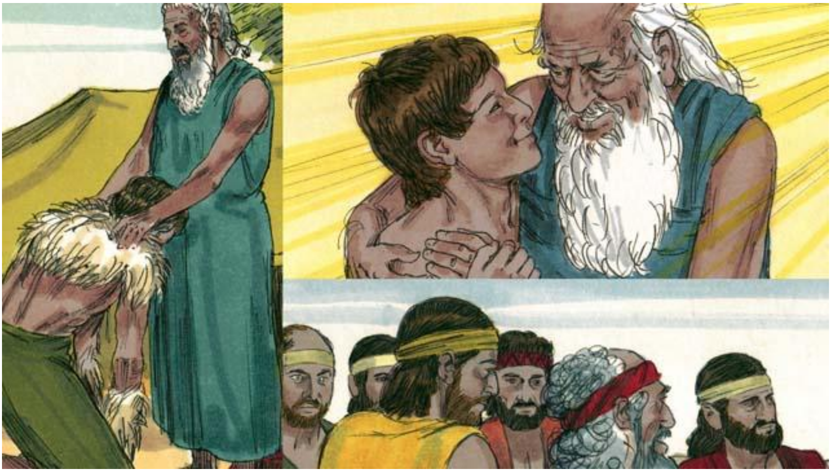

নিয়মের প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর অব্রাহামকে করেছিলেন তা ইসহাকের উপর, তারপর যাকোবের উপর এসেছিল, আর তা এখন যাকোবের বারোজন পুত্রদের আর তাদের পরিবারের উপর হল।বারোজনদের উত্তরাধিকারীরা হলেন ইস্রায়েলের বারটি গোত্র।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-আদিপুস্তক ৩৭-৫০

ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেন

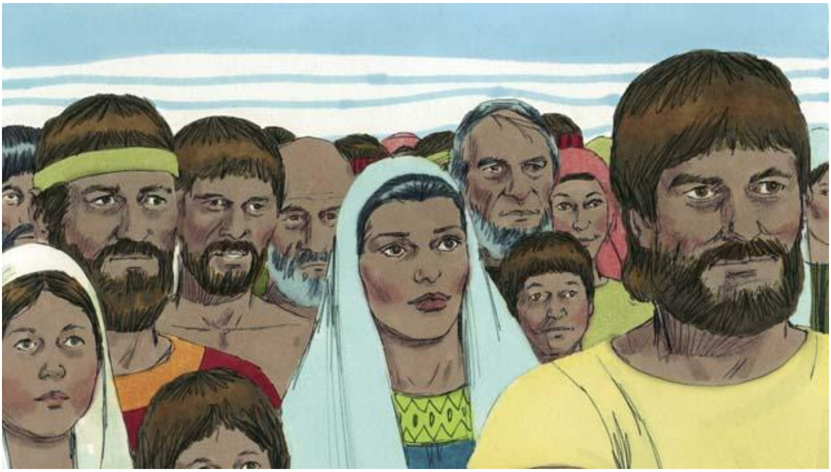

যোষেফের মৃত্যুর পর, তার সকল পরিজনেরা মিশরে থেকে গেলেন।তারা ও তাদের সন্তানেরা নিরন্তর সেখানে বহু বছর বাস করলেন আর তাদের অনেক সন্তান হল।তাদের ইস্রায়েলীয় বলা হত।

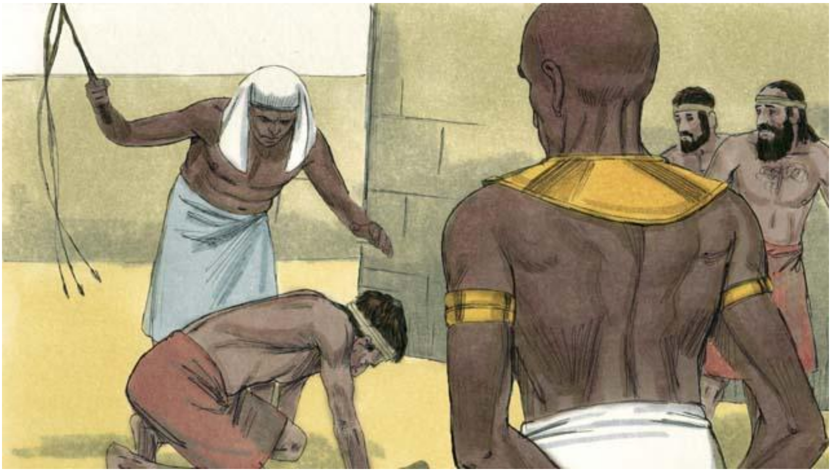

একশ বছর পর, ইস্রায়লীয়দের সংখ্যা অনেক হল।মিশরীয়রা আর যোষেফের কথা মনে রাখলেন না আর সে সকল কিছু যা তিনি তাদের রক্ষার্থে করেছিলেন।তারা ইস্রায়লীয়দের থেকে ভয় পেলেন কেননা তারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন।তাই সেই সময়ের ফরৌণ যিনি মিশরে রাজ্য করছিলেন ইস্রায়লীয়দের মিশরীয়দের দাসে পরিণত করলেন।

মিশরীয়রা ইস্রায়লীয়দের নানান অট্টালিকা আর এমনকি সম্পূর্ণ নগর তৈরী করতে বাধ্য করলেন।কঠিন প্ররিশ্রম তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল, কিন্তু ঈশ্বর তাদের আর্শিবাদ করলেন, তাদের আরও সন্তান হল।

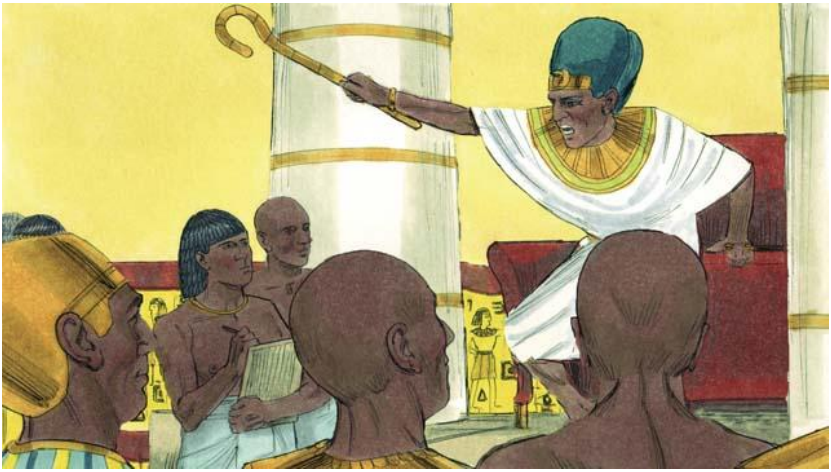

ফরৌণ দেখলেন যে ইস্রায়লীয়দের আরও সন্তান হচ্ছে, তাই তিনি তার লোকেদের ইস্রায়লীয়দের পুত্র সন্তানদের নীল নদে ফেলে দেওয়ার আজ্ঞা দিলেন।

কোনো এক ইস্রায়লীয় স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। তিনি ও তার স্বামী যত দূর সম্ভব তাকে লুকিয়ে রাখলেন।

যখন সেই বালকটির মাতা-পিতা আর তাকে লুকাতে পারলেন না, তখন তারা একটি ভাসমান ঝুড়িতে নিল নদের তীরে নলখাগড়ার মাঝে তাকে বাঁচাবার জন্য ভাসিয়ে দিলেন।তার বড় দিদি লক্ষ্য করছিল এটা দেখতে যে তার সাথে কি হয়।

ফরৌনের একটি কন্যা ঝুড়িটি দেখলেন আর তার ভিতরে তাকালেন।যখন তিনি সেই বাচ্চাটি দেখলেন, তিনি তাকে তার পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন।তিনি একটি ইস্রায়লীয় মহিলা ভাড়া করলেন তাকে দেখাশুনার জন্য এটা না জেনে যে সেই মহিলাটিই বাচ্চাটির মা।যখন বাচ্চাটি যথেষ্ট বড় হল যে তার আর মায়ের দুধের প্রয়োজন হল না, তিনি তাকে ফরৌনের কন্যার কাছে ফিরিয়ে দিলেন, যিনি তার নাম রেখেছিলেন মোশী।

একদিন, যখন মোশী বড় হলেন, তিনি একজন মিশরীয়কে একটি ইস্রায়লীয় দাসকে আঘাত করতে দেখলেন। মোশী তার সহ ইস্রায়লীয়কে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন।

যখন মোশী ভাবলেন যে কেউ তাকে দেখছেন না, তিনি মিশরীয় লোকটিকে হত্যা করেন আর তার শরীরকে কবর দিলেন।কিন্তু কেউ একজন দেখেছিলেন যে মোশী কি করেছেন।

যখন ফরৌন মোশীর কার্য সম্বন্ধে জানলেন, তিনি আদেশ দিলেন তাকেও হত্যা করা হোক।মোশী মিশর ছেড়ে জনহীন প্রান্তরে পালালেন যেখানে তিনি ফরৌনের সেনার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

মোশী মিশর থেকে দুরে জনহীন প্রান্তরে একজন মেষপালক হলেন। সেই স্থান থেকে তিনি এক স্ত্রীকে বিবাহ করলেন আর তার দুটি পুত্র হল।

একদিন যখন মোশী তার মেষদের দেখাশুনা করছিলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে একটি ঝোপে আগুন লেগেছে।কিন্তু সেই ঝোপটি পুড়ছে না। মোশী ঝোপটির কাছে গেলেন স্পষ্টভাবে সেটিকে দেখতে। যখন তিনি সেটার দিকে এগোচ্ছিলেন, ঈশ্বরের বাণী হল, “মোশী, তোমার জুতো খুলে ফেল।তুমি পবিত্র ভূমির উপর দাঁড়িয়েছ।”

ঈশ্বর বললেন, “আমি আমার প্রজার কষ্ট দেখেছি। আমি তোমাকে ফরৌনের কাছে পাঠাব যেন তুমি ইস্রায়লীয়দের তাদের দাসত্ব থেকে বের করে আন।আমি তাদের কানান দেশ দিব, যে ভূমির বিষয়ে আব্রাহাম, ইসহাক, আর যাকোবকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।”

মোশী জিজ্ঞাসা করলেন, “যদি লোকেরা জানতে চায় যে কে আমাকে পাঠিয়েছে, তাহলে আমি কি বলব?”ঈশ্বর বললেন, “আমি যে আছি সেই আছি।” তাদের বল, ‘আমি আছি তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।’তাদের আরও বল, ‘আমি যিহোবা [সদাপ্রভু], তোমাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম, ইসহাক, আর যাকোবের ঈশ্বর।’এটাই সর্বকালের জন্য আমার নাম।”

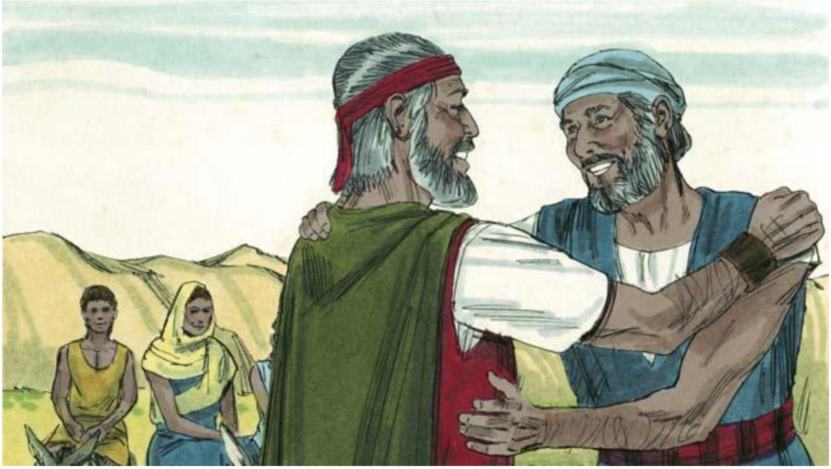

মোশী ভয়ভীত হলেন আর ফরৌনের কাছে যেতে চাইলেন না কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি ভালো করে কথা বলতে পারবেন না, তার ঈশ্বর মোশীর ভাই, হারোণকে তাকে সাহায্য করতে পাঠালেন।ঈশ্বর মোশীকে ও হারোণকে সাবধান করলেন যে ফরৌণ কিন্তু জেদি হবেন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে:যাত্রাপুস্তক ১-৪

দশ আঘাত

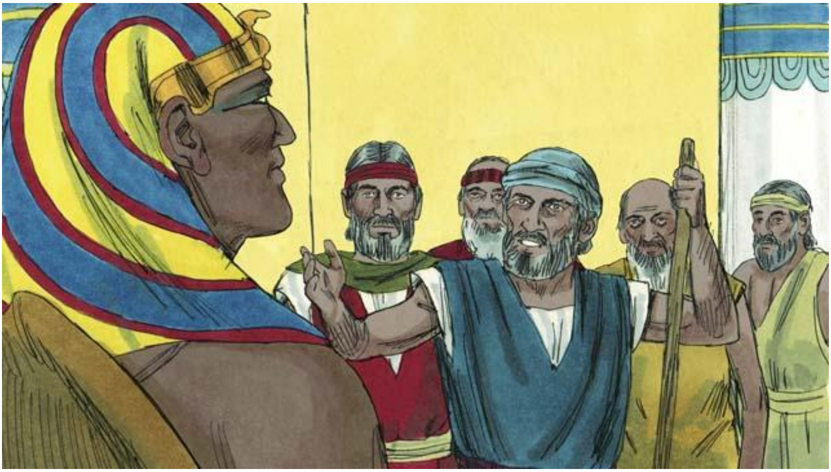

মোশি ও হারোণ ফরৌনের কাছে গেলেন। তারা বললেন, “ইসরাইলের ঈশ্বর এই বলেন, ‘আমার প্রজাদের যেতে দেও!’” কিন্তু ফরৌণ তাতে কান দিলেন না।ইস্রায়লীয়দের মুক্ত করার চেয়ে, তিনি তাদের আরও কঠিন কাজ করতে বাধ্য করলেন।

ফরৌণ লোকেদের যেতে দিতে নিজ মনকে কঠোর করে চললেন, তাই ঈশ্বর মিশরে দশটি আঘাত করলেন।এই আঘাতগুলোর দ্বারা, ঈশ্বর ফরৌণকে দেখালেন যে তিনি ফরৌণ থেকে আর মিশরের সকল দেবতা থেকে বেশি শক্তিশালী।

ঈশ্বর নীল নদকে রক্তে পরিনত করলেন, কিন্তু তবুও ফরৌণ ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।

ঈশ্বর সম্পূর্ণ মিশরে ব্যাঙ পাঠালেন।ফরৌণ মোশিকে মিনতি করলেন যেন ব্যাঙদের সরিয়ে নেওয়া হয়।কিন্তু সকল ব্যাঙদের মৃত্যুর পর ফরৌণ তার হৃদয় কঠোর করলেন আর ইস্রায়লীয়দের মিশর থেকে যেতে দিলেন না।

তাই ঈশ্বর পিশুর একটি আঘাত পাঠালেন। তারপর মাছির একটি আঘাত পাঠালেন।ফরৌণ মোশিকে ও হারোণকে ডাকলেন আর বললেন যে যদি তারা এই আঘাত থামিয়ে দেন তাহলে ইস্রায়লীয়রা মিশর থেকে যেতে পারে। তখন মোশি নিবেদন করলেন, ঈশ্বর মিশর থেকে সকল মাছিদের সরিয়ে নিলেন।কিন্তু ফরৌণ তার হৃদয় কঠোর করলেন আর লোকেদের মুক্ত করলেন না।

তারপর, ঈশ্বর সকল গবাদিপশুদের যারা মিশরবাসীদের ছিল তাদের অসুস্থতার আর মৃত্যুর কারণ ঘটালেন।কিন্তু ফরৌনের হৃদয় কঠোর ছিল, আর তিনি ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।

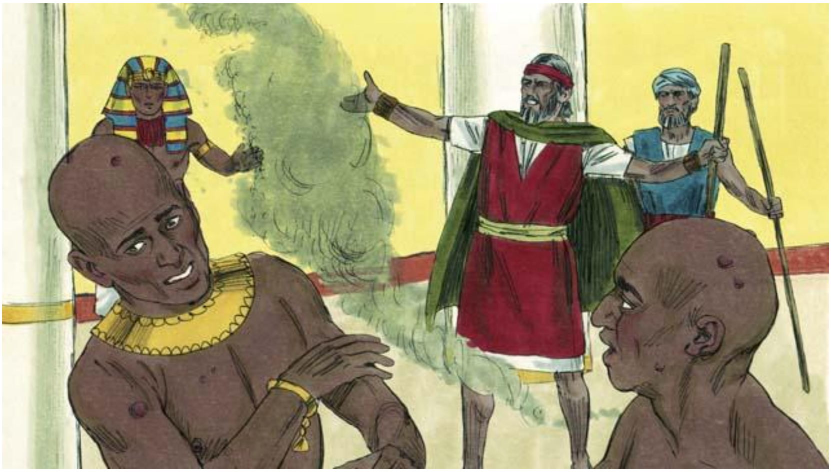

তারপর ঈশ্বর মোশিকে ফরৌনের সামনে বাতাসে ছাই ফেলতে বললেন।যখন তিনি তা করলেন, তখন মিশরবাসীদের ত্বকে বেদনাময় ফোঁড়া দেখা দিল, কিন্তু ইস্রায়লীয়দের কিছু হল না। ঈশ্বর ফরৌনের হৃদয় কঠোর করেছিলেন, আর ফরৌণ ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।

এর পর, ঈশ্বর শিলাবৃষ্টি পাঠালেন যা মিশরের বেশিরভাগ ফসলকে নষ্ট করল আর যে কেউ বাইরে গেল সেই মারা পড়ল।ফরৌণ মোশিকে ও হারোণকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন, “আমি পাপ করেছি।তোমরা যেতে পার।”তাই মোশি প্রার্থনা করলেন, আর আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হওয়া বন্ধ হল।

কিন্তু ফরৌণ পুনরায় পাপ করলেন আর তার হৃদয় কঠোর করলেন।তিনি ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।

তাই ঈশ্বর সারা মিশরে প্রচুর পরিমানে পঙ্গপাল পাঠালেন।এই পঙ্গপালগুলো সকল ফসল খেয়ে ফেলল যা শিলাবৃষ্টিতে বেঁচে গিয়েছিল।

তারপর ঈশ্বর অন্ধকার পাঠালেন যা তিন দিন পর্যন্ত থাকলো।এটা এতটাই ঘন ছিল যে মিশরীয়রা ঘর থেকে বেরোতে পারলেন না। কিন্তু যেখানে ইস্রায়লীয়রা থাকতে সেখানে আলো ছিল।

এমনকি এই নয়টি আঘাতের পরও, ফরৌণ ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।যেহেতু ফরৌণ শুনছিলেন না, তাই ঈশ্বর শেষ আঘাতটিকে পাঠানোর যোজনা করলেন।এটা ফরৌনের মন বদলাতে পারবে।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-যাত্রাপুস্তক ৫-১০

নিস্তারপর্ব্ব

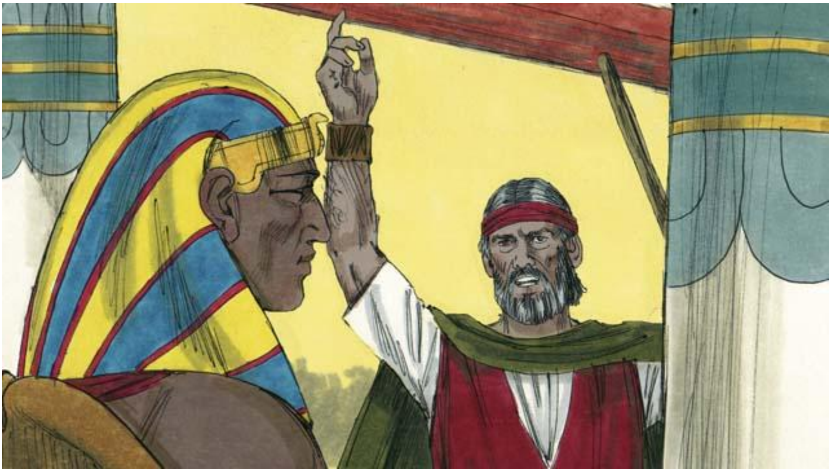

ঈশ্বর ফরৌণকে সাবধান করলেন যে যদি সে ইস্রায়লীয়দের যেতে না দেয়, তাহলে তিনি লোকেদের আর পশুদের দুয়েরই প্রথমজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করবেন। যখন ফরৌণ তা শুনলেন তবুও তিনি তাতে বিশ্বাস ও ঈশ্বরের বাধ্য হতে রাজি হলেন না।

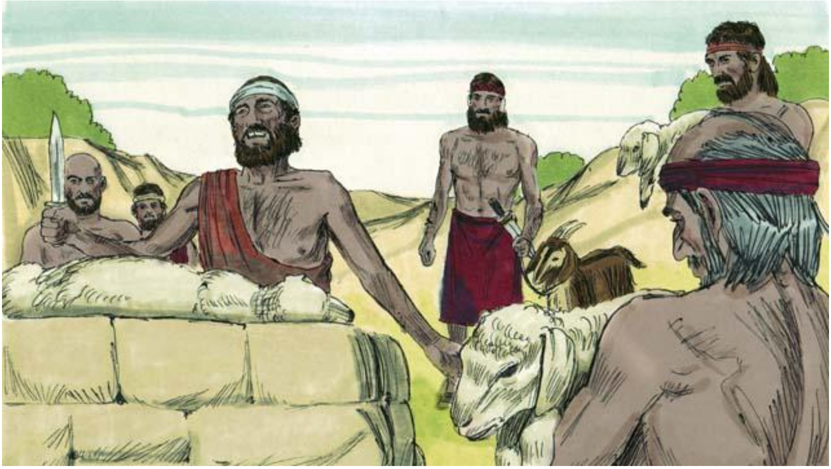

ঈশ্বর একটি পথ প্রদান করলেন তাদের প্রথমজাত সন্তানদের বাঁচাবার জন্য যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতেন | প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি নিখুত মেষ শাবক নিতে হবে ও তা উৎসর্গ করতে হবে।

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের বললেন সেই মেষ শাবকের কিছু রক্ত তাদের ঘরের দরজার চারধারে লাগাতে, আর সেই মাংসকে সেঁকতে আর তাড়াতাড়ি তা ঈস্ট বা তাড়ীশূণ্য রুটির সাথে খেয়ে নিতে৷ তিনি তাদের আরও বললেন যে মিশর ছাড়তে তৈরী থাকতে যখন খাওয়া হয়ে যাবে |

ইস্রায়লীয়রা ঠিক তেমনই করল যেমন ঈশ্বর তাদের করতে বলেছিলেন৷মধ্যরাত্রে, ঈশ্বর প্রত্যেক প্রথমজাতদের হত্যা করে মিশরের মধ্যে দিয়ে গমন করলেন৷

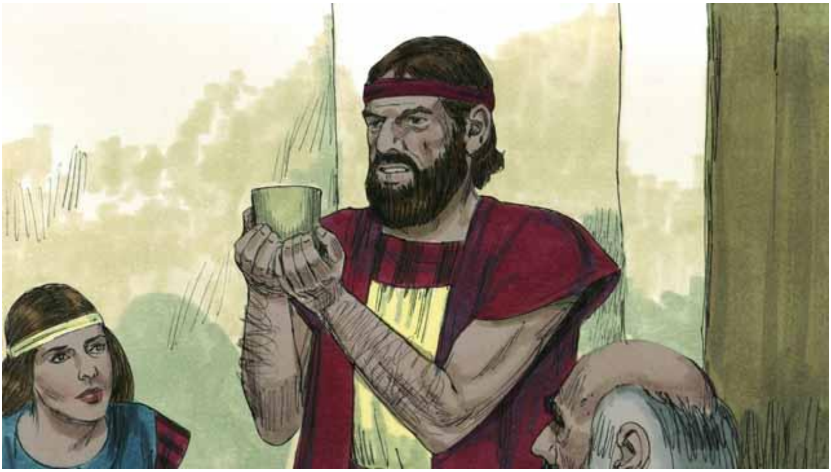

ইস্রায়লীয়দের প্রত্যেক বাড়ির দরজায় রক্ত ছিল, তাই ঈশ্বর সেসব ঘরগুলোকে এড়িয়ে গেলেন।সেগুলোর ভিতরের সকল প্রাণী রক্ষা পেল।তারা মেষ শাবকের রক্তের জন্য রক্ষা পেল।

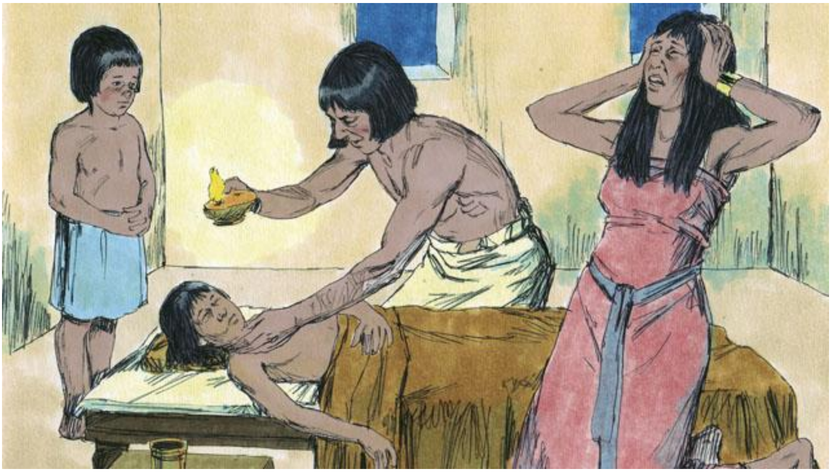

কিন্তু মিশরবাসীরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করল না আর তার বাধ্যও হল না।তাই ঈশ্বর তাদের ঘর গুলোকে উপেক্ষা করলেন।ঈশ্বর মিশরবাসীদের প্রত্যেক প্রথমজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করলেন।

প্রত্যেক মিশরীয় প্রথমজাত পুত্র-সন্তান মারা গেল, জেলে বন্দীদের প্রথমজাত সন্তানদের থেকে ফরৌনের প্রথম পুত্র পর্যন্ত সকলই মারা গেল।মিশরের অনেক লোক তাদের গভীর বেদনার জন্য কাঁদলো আর শোক করল।

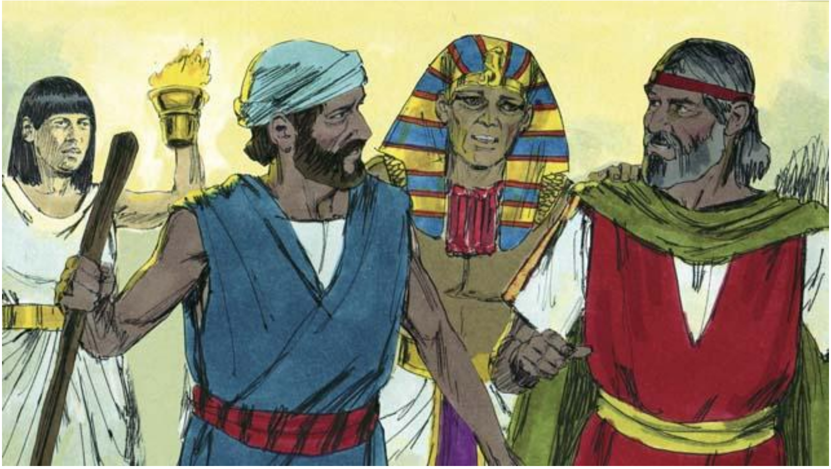

সেই একই রাতে, ফরৌণ মোশী ও হারুনকে ডাকলেন আর বললেন, “ইস্রায়লীয়দের নাও আর এক্ষনি মিশর ছেড়ে চলে যাও!”মিশরবাসীরাও ইস্রায়লীয়দের তক্ষুনি চলে যেতে মিনতি করল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-যাত্রাপুস্তক ১১:১-১২:৩২

ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা

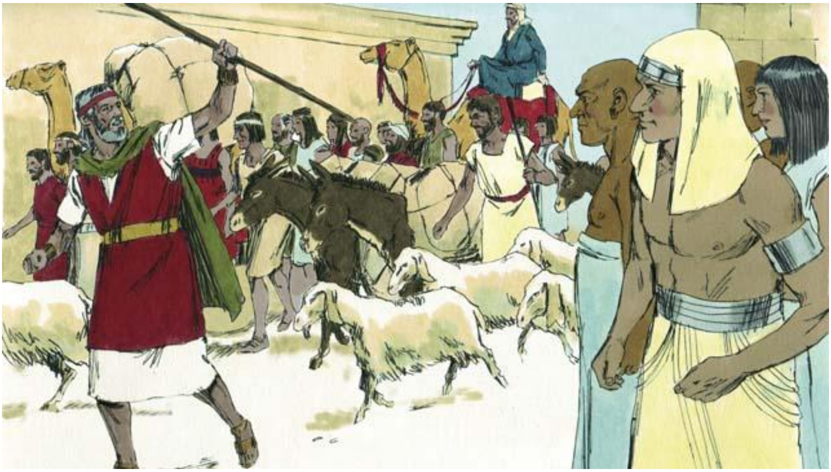

ইস্রায়লীয়রা মিশর ছাড়তে ভীষণ খুশি হল। তারা আর দাস থাকলেন না, এবং তারা প্রতিজ্ঞার ভূমিতে যাচ্ছিল!মিশরবাসীরা ইস্রায়লীয়দের সেসব দিলেন যা তারা তাদের কাছে চেয়েছিল, এমনকি সোনা ও রুপা এবং অন্যান দামী বস্তু।অন্যান্য দেশের কিছু লোক ছিল যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত এবং ইস্রায়লীয়দের মিশর ছাড়ার সময় তারাও সাথে চল।

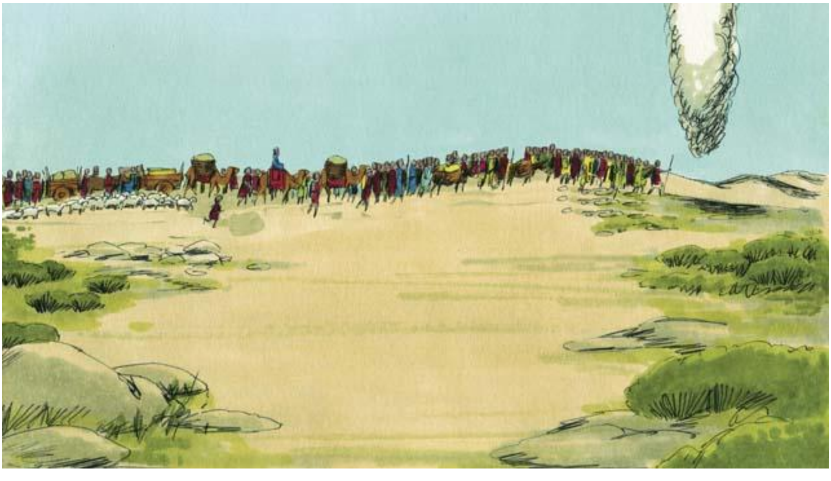

আর দিনের বেলায় ঈশ্বর মেঘের একটি লম্বা স্তম্ভের সাথে আর সেটিই আবার রাতের বেলায় আগুনের একটি লম্বা স্তম্ভের সাথে তাদের আগে আগে গেলেন। ঈশ্বর সবসময় তাদের সাথে ছিলেন আর তাদের নির্দেশনা করতেন। তাদের শুধু ঈশ্বরের অনুসরণ করতে হত।

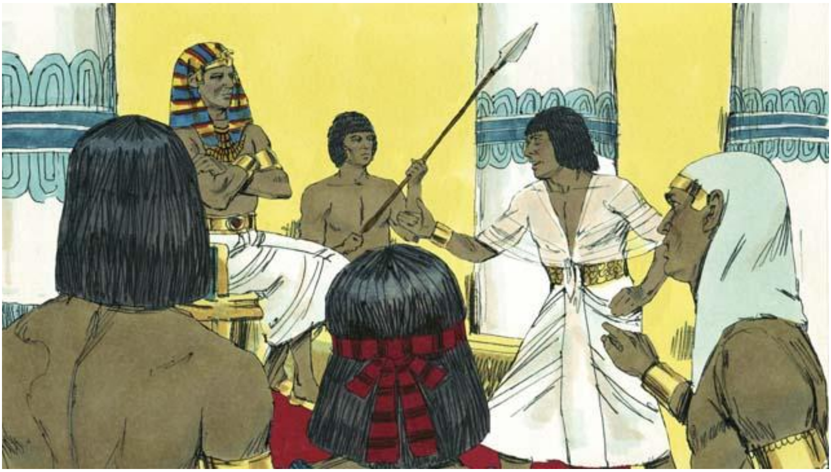

অল্প কিছু সময় পরই, ফরৌণ আর তার লোকেরা তাদের মন বদলালো আর ইস্রায়লীয়দের পূনরায় তাদের দাস করতে চাইল। ঈশ্বর ফরৌনের হৃদয়কে কঠোর করলেন যেন লোকেরা দেখতে পান যে তিনিই সত্য ঈশ্বর, আর যেন বুঝতে পারেন যে, যীহোবা ফরৌনের এবং তার দেবতাদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী।

তাই ফরৌণ আর তার সেনাগন ইস্রায়লীয়দের দাস করতে তাদের ধাওয়া করল।যখন ইস্রায়লীয়রা দেখল যে মিশরের সেনা তাদের পিছনে আসছে, তারা বুঝতে পারল তারা ফাঁদে পড়েছে ফরৌনের সেনা আর লাল সমুদ্রের মাঝে |তারা ভীষণভাবে ভয় পেল আর চিৎকার করল, “কেন আমরা মিশরদেশ ছেড়ে ছিলাম?আমরা মারা পরলাম!”

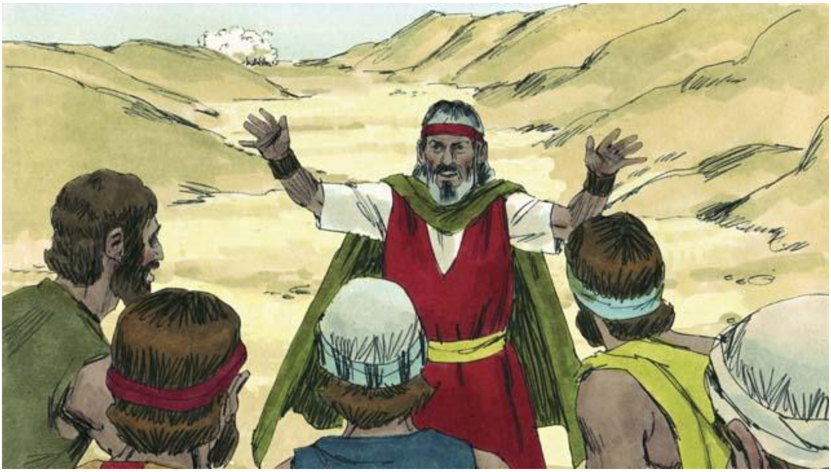

মোশী ইস্রায়লীয়দের বললেন, “ভয় পেয় না!ঈশ্বর তোমাদের জন্য আজ লড়াই করবেন আর তোমাদের রক্ষা করবেন।”তখন ঈশ্বর মোশীকে বললেন, “লোকেদের বল লাল সমুদ্রের দিকে এগোতে।”

তখন ঈশ্বর মেঘের স্তম্ভটিকে সরালেন আর সেটিকে ইস্রায়লীয়দের আর মিশরীয়দের মধ্যে রাখলেন যেন মিশরীয়রা ইস্রায়লীয়দের দেখতে না পায়।

ঈশ্বর মোশীকে বললেন সমুদ্রের দিকে হাত উঠাতে আর জলকে দুভাগ করতে।তারপর ঈশ্বর বাতাসের দ্বারা ডান ও বাম দিকের জলকে ধাক্কা দিলেন, যেন সমুদ্রের মাঝে একটি পথ তৈরী হয়।

ইস্রায়লীয়রা সমুদ্রের দুপাশের জলের দেওয়ালের মাঝখানের শুকনো পথ দিয়ে হেঁটে পার হল।

তার পর ঈশ্বর মেঘের স্থম্ভটিকে পথটি থেকে সরালেন যেন মিশরীয়রা দেখতে পান যে ইস্রায়লীয়রা পালাচ্ছে। মিশরীয়রা ঠিক করল যে তারা তাদের তাড়া করবে।

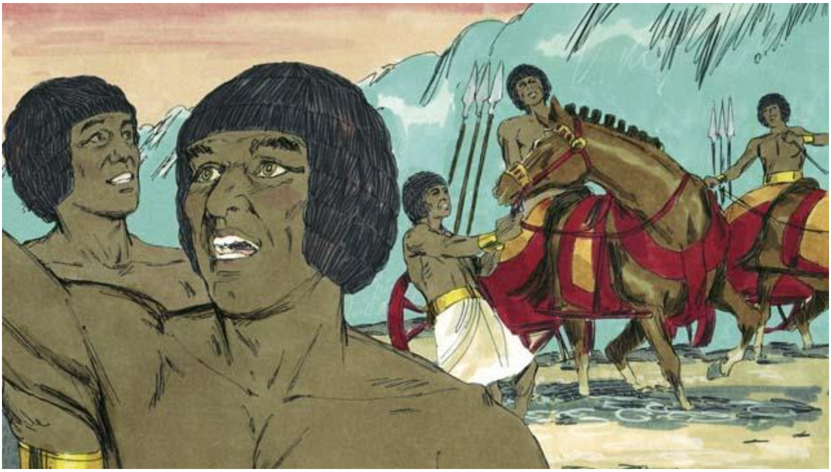

তাই তারা ইস্রায়লীয়দের সমুদ্রের পথটির মাধ্যমে পিছন নিল, কিন্তু ঈশ্বর তাদের ভয়ভীত করলেন আর তাদের রথদের আটকে দিলেন। তারা চিৎকার করলেন, “পালাও!ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের পক্ষে লড়াই করছেন!”

ইস্রায়লীয়দের সুরক্ষিতভাবে ওপারে যাওয়ার পর, ঈশ্বর মোশীকে বললেন তুমি তোমার হাত আবার বাড়াও।যখন তিনি তা করলেন, মিশরীয় সেনার উপর জলরাশি এসে পড়ল আর পুনরায় নিজ জায়গায় চলে এল।সম্পূর্ণ মিশর সেনা ডুবে গেল।

যখন ইস্রায়লীয়রা দেখল যে মিশরীয়রা মারা গিয়েছে, তারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করল এবং বিশ্বাস করল যে মোশী ঈশ্বরের একজন ভাববাদী।

ইস্রায়লীয়রা ভীষণ উৎসাহের সাথে আনন্দ করল কেননা ঈশ্বর তাদের মৃত্যু আর দাসত্বের থেকে রক্ষা করেছেন। এখন তারা ঈশ্বরের সেবার্থে স্বাধীন ছিল।ইস্রায়লীয়রা তাদের নতুন স্বাধীনতার জন্য নানান গান গাইল আর ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করল কেননা তিনি মিশরের সেনাগণদের থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন।

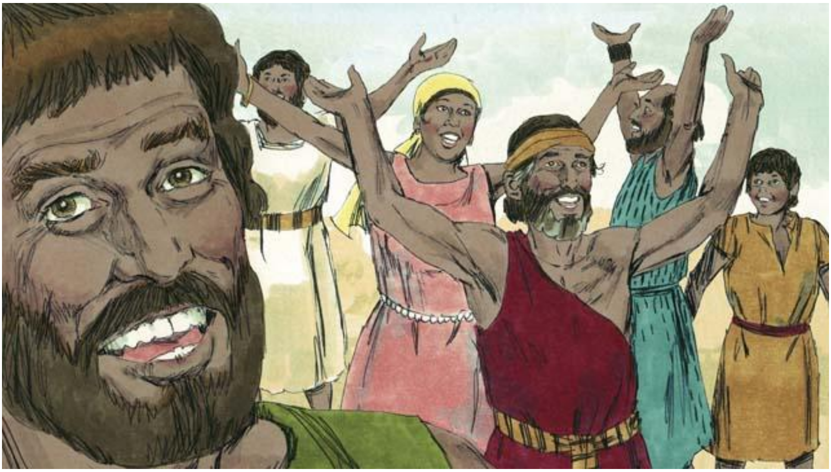

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের প্রতি বছর নিস্তারপর্ব্ব পালন করতে আজ্ঞা দিলেন এটা স্বরণ করার জন্য যে ঈশ্বর কেমন ভাবে মিশরীয়দের উপর বিজয় দিয়েছিলেন আর দাসত্ব থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন। তারা এটাকে পালন করল একটি নিখুঁত ভেড়ার বলি, সেটাকে তাড়ীশূন্য রুটির সাথে আহার করার দ্বারা।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-যাত্রাপুস্তক ১২:৩৩-১৫:২১

ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের লাল সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসার পর, তিনি তাদের নির্জনপ্রদেশ দিয়ে একটি সীনয় নামক পর্বতে নিয়ে এলেন। এটিই হল সেই পর্বত যেখানে মোশী জ্বলন্ত ঝোপ দেখেছিলেন।পর্বতের তলদেশে লোকেরা তাদের তাম্বু বানাল।

ঈশ্বর মোশীকে আর ইস্রায়লীয় লোকেদের বললেন, “যদি তোমরা আমার ও আমার নিয়মের প্রতি আজ্ঞাকারী হও, তবে তোমরা আমার নিজ ভাগ, একটি রাজকীয় যাজকবর্গ এবং একটি পবিত্র জাতি হবে।

তিন দিন পর, আধ্যাত্মিক রূপে লোকেরা নিজেদের প্রস্তুত করার পর, ঈশ্বর সীনয় পর্বতের চূড়ায় মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ, ধুম্র আর অতিশয় উচ্চস্বরে তুরীধ্বনীর সাথে নেমে এলেন। কেবল মোশীরই পর্বতের উপরে চড়ার অনুমতি ছিল।

তখন ঈশ্বর তাদের নিয়ম দিলেন আর বললেন, “আমি সদাপ্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, যিনি মিশর দেশের দাসত্ব থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন।অন্য দেব-দেবীর উপাসনা কর না।”

“কোনো রকম মূর্তি বানিয় না এবং তাদের উপাসনা কর না, কেননা আমি, সদাপ্রভু, আমি স্বগৌরব রক্ষনে উদযোগী ঈশ্বর।আমার নাম অনর্থক বা অসন্মান পদ্ধতিতে ব্যবহার কর না।বিশ্রাম দিন পবিত্র রূপে পালন কর।ছয় দিনে তোমাদের সকল কর্ম কর, সপ্তম দিনটি হল তোমাদের বিশ্রামের ও আমাকে স্বরণ করার দিন।

“তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর।হত্যা কর না। ব্যভিচার কর না।চুরি কর না।মিথ্যা বল না। প্রতিবেশীর স্ত্রীর, তার গৃহের, অথবা তার কোনো কিছুর প্রতি লোভ কর না।”

তার পর ঈশ্বর এই দশ আজ্ঞা দুটি পাথরের ফলকে লিখলেন আর মোশীকে দিলেন।ঈশ্বর আরও অন্যান্য নিয়ম ও বিধি দিলেন অনুসরণ করার জন্য ।যদি লোকেরা এই নিয়মবিধিগুলো পালন করে, তাবে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি তাদের অর্শিবাদ করবেন ও রক্ষা করবেন।যদি তারা অমান্য করে তবে ঈশ্বর তাদের দন্ড দেবেন।

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের একটি তাম্বু বানাবার বিশদ বিবরণও দিলেন যা তিনি চাইতেন যেন তারা সেটির নির্মান করে। এটিকে মিলনতাম্বু বলা হত, আর এটির দুটি কক্ষ ছিল, একটি বিরাট পর্দার মাধ্যমে সেটি ভাগ ছিল ।কেবল মহাযাজকেরই পর্দার পেছনের কক্ষে প্রবেশের অনুমতি ছিল, কেননা সেখানে ঈশ্বর বাস করতেন।

যেকেউ ঈশ্বরের নিয়মের অমান্য করতেন সে একটি পশু মিলন তাম্বুর বেদীর সামনে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতেন। এক যাজক পশুটিকে বলি দিতেন আর তা বেদির অগ্নিতে নিক্ষেপ করতেন।বলি হওয়া পশুটির রক্ত সেই ব্যক্তির পাপকে ঢেকে দিত আর তাকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ করত।ঈশ্বর মোশীর ভাই হারোন এবং হারোনের বংশকে তার যাজক রূপে নির্বাচন করলেন।

লোকেরা ঈশ্বরের দেওয়া সকল নিয়ম মানতে, আর কেবল যীহোবা ঈশ্বরকেই উপাসনা করতে, আর তার বিশেষ প্রজা হতে রাজি হল। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতিজ্ঞা করার অল্প কিছু কাল পর, তারা ভয়ানকভাবে পাপ করল।

বহু দিনের ধরে, মোশী সীনয় পর্বত শৃঙ্গে ঈশ্বরের সাথে কথা বলছিলেন। লোকেরা তার ফিরে আসার অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পরেছিল।তাই তারা হারোনের কাছে সোনা নিয়ে এলো এবং তাকে তাদের জন্য একটি মূর্তি বানাতে বলল।

হারোন একটি বাছুরের আকৃতির একটি সোনার মূর্তি তৈরী করলেন।লোকেরা সেই মূর্তির ঘটা করে পুজো করা আরম্ভ করে দিল আর তার সামনে বলিসমূহ উৎসর্গ করল।ঈশ্বর তাদের পাপের জন্য ভীষণ রেগে গেলেন আর তাদের ধ্বংস করতে চাইলেন।

কিন্তু মোশী তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন আর ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনলেন আর তাদের ধ্বংস করলেন না।যখন মোশী পর্বত থেকে নেমে এলেন আর মূর্তি দেখলেন, তিনি এত বেশি ক্রুদ্ধ হলেন যে তিনি পাথর ফলকগুলো ভেঙ্গে ফেললেন যেগুলোর উপর ঈশ্বর দশ আজ্ঞা লিখেছিলেন।

তারপর মোশী সেই মূর্তিটিকে ধূলিসাৎ হওয়া পর্যন্ত ভাঙ্গলেন, সেই ধূলিকণা জলে মিশিয়ে দিলেন আর তা লোকেদের পান করলেন।ঈশ্বর সেই লোকেদের উপর এক মহামারী পাঠালেন আর বহু লোক মারা গেল।

মোশী পুনরায় পর্বতে উঠলেন আর প্রার্থনা করলেন যেন ঈশ্বর লোকেদের ক্ষমা করেন।ঈশ্বর মোশীর কথা শুনলেন আর তাদের ক্ষমা করলেন।মোশী পুনরায় পাথরের ফলকে দশ আজ্ঞা লিখলেন যা তিনি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।তারপর ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের সীনয় পর্বত থেকে প্রতিজ্ঞার ভূমির দিকে নিয়ে গেলেন।

একটি বাইবেল কাহানি: নেওয়া হয়েছে-যাত্রাপুস্তক ১৯-৩৪

মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের ব্যবস্থা (বা নিয়ম সমূহ) বলার পর তিনি চাইছিলেন যেন তার নিয়মের একটি অংশ হওয়ার জন্য তারা আজ্ঞাকারী হয়, তারা সীনয় পর্বত ছেড়ে চললেন। ঈশ্বর তাদের প্রতিজ্ঞার ভূমির দিকে নেতৃত্ব দিলেন, যাকে কানান বলা হয়।কানানের দিকে মেঘের স্থম্ভ তাদের আগে আগে চলল আর তারা সেটিকে অনুসরণ করল।

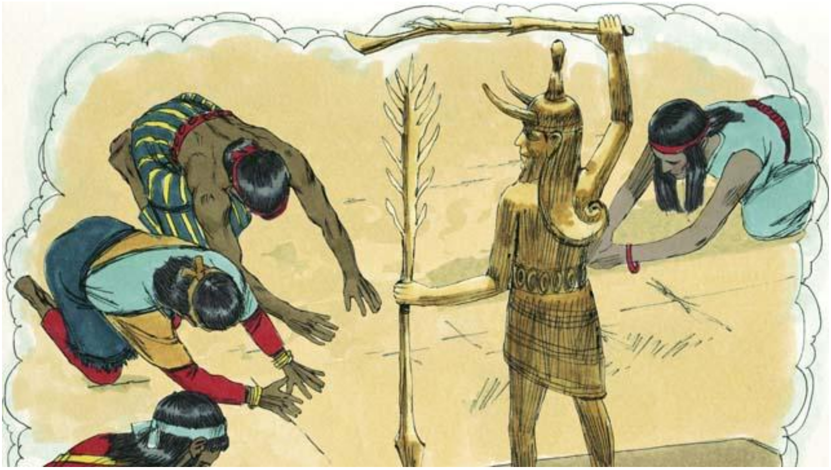

ঈশ্বর আব্রাহাম, ইসহাক আর যাকোবকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাদের উত্তরাধিকারীদের প্রতিজ্ঞার ভূমি দেবেন, কিন্তু এখন সেখানে বহু লোক আগে থেকেই বসবাস করছিলেন।তাদের কানানীয় বলা হত।কানানীয়রা ঈশ্বরের আরাধনা বা আজ্ঞা পালন করত না।তারা মিথ্যে দেবতাদের পূজা করত আর অনেক দুষ্ট কাজ করেছিল।

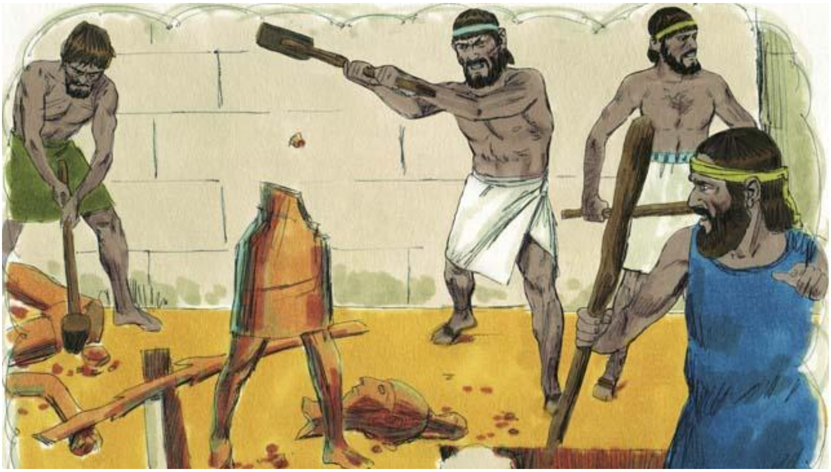

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের বললেন, “প্রতিজ্ঞার ভূমিতে তোমাদের অবশ্যই কানানীয়দের থেকে নিস্তার পেতে হবে। তাদের সাথে শান্তি স্থাপনা কর না এবং তাদের বিবাহ কর না।তোমাদের অবশ্যই তাদের সকল মিথ্যে দেব-মূর্তির সম্পূর্ণ বিনাশ করতে হবে।যদি তোমরা আমার আজ্ঞা অমান্য কর, তাহলে তোমরা আমাকে ছেড়ে তাদের দেবতাদের আরাধনা করবে।

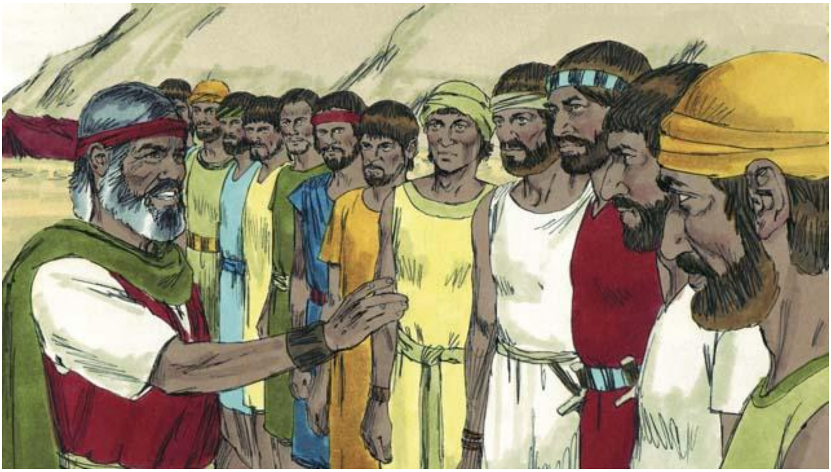

যখন ইস্রায়লীয়রা কানানের সীমানায় পৌঁছালো, মোশী বারোজন পুরুষ বেঁছে নিলেন, ইসরাইলের প্রত্যেক জাতি থেকে একজন করে ।তিনি সেই পুরুষদের সেই ভূমিতে যেতে আর গুপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করতে নির্দেশ দিলেন যেন জানা যায় সেই ভূমিটি কেমন |তারা গুপ্তভাবে কানানীয়দের পর্যবেক্ষণ করতে গেলেন এটা দেখতে যে তারা সবল না দুর্বল।

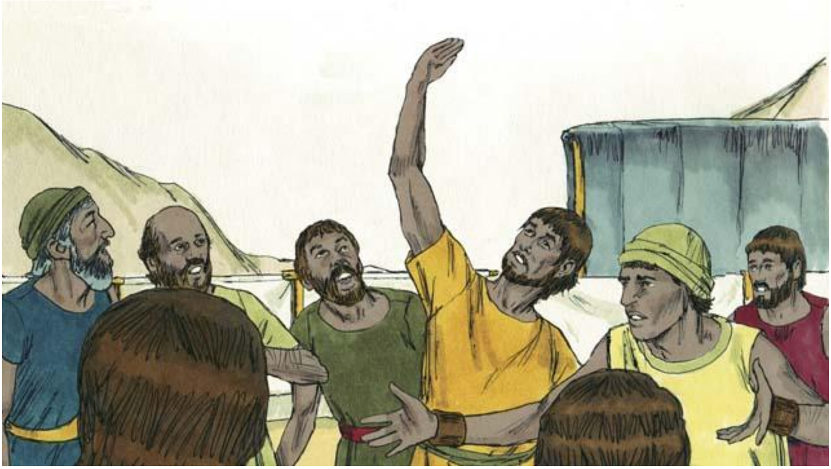

সেই বারোজন চল্লিশদিন ধরে কানান দেশকে পর্যবেক্ষণ করলেন আর তারা ফিরে এলেন।তারা লোকেদের বললেন, “ভূমিটি অতন্ত্য উর্বর আর ফসলও প্রচুর!”কিন্তু তাদের মধ্যে দশজন গুপ্তচর বললেন, “সেখানকার নগরগুলো খুব শক্তিশালী আর সেখানকার জনগণ দানবের মতন! আমরা যদি তাদের আক্রমন করি তবে তারা নিশ্চই আমাদের পরাজিত করবে আর আমাদের মেরে ফেলবে।

তখনই কালেব আর যিহোশূয়, অন্য দুজন গুপ্তচর, বললেন, “এটা সত্য যে কানানবাসীরা লম্বা আর বলবান, কিন্তু আমরা নিশ্চই তাদের পরাজিত করতে পারব!ঈশ্বর আমাদের হয়ে লড়াই করবেন।

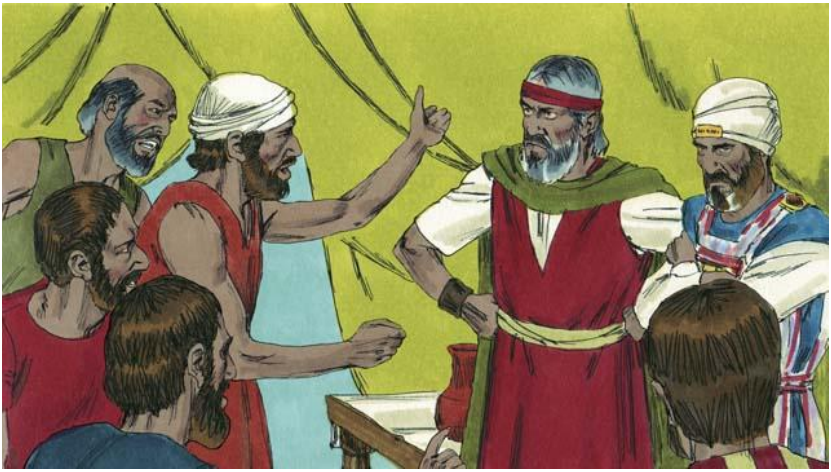

কিন্তু লোকেরা কালেব আর যিহোশূয়ের কথা শুনল না। তারা মোশী আর হারোনের প্রতি রেগে গেলো আর বলল, “কেন আপনি আমাদের এই ভয়ানক জায়গায় নিয়ে এলেন? আমরা এখনে যুদ্ধে মারা যাওয়ার চেয়ে এবং আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দাস হওয়ার চেয়ে বরং আমরা মিশরেই থাকতাম।লোকেরা মিশরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন অন্য নেতা ঠিক করতে চাইল।

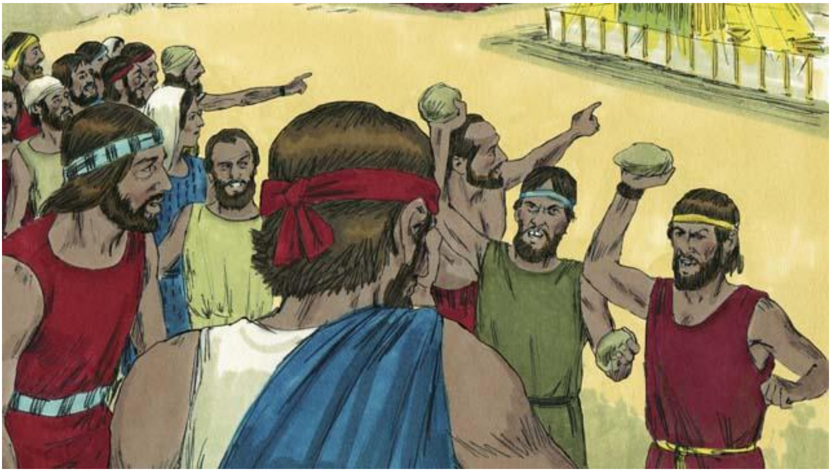

ঈশ্বর অতন্ত্য রেগে গেলেন আর মিলন তাম্বুতে এলেন।ঈশ্বর বললেন, “কেননা তোমরা আমরা বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ, তোমরা সকল লোক এই মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবে।কেবল কালেব আর যিহোশূয়কে ছাড়া, প্রত্যেকে যারা কুড়ি বছর বা তার বেশি সেখানেই মরবে আর কখনও প্রতিজ্ঞার ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না।”

যখন লোকেরা এটা শুনল, তারা দুঃখ করল যে তারা পাপ করেছে।তারা তাদের হাতিয়ার নিল আর কানানবাসীদের আক্রমণের জন্য গেল।মোশী তাদের সতর্ক করে যেতে বারণ করলেন কেননা ঈশ্বর তাদের সাথে ছিলেন না, কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনলনা |

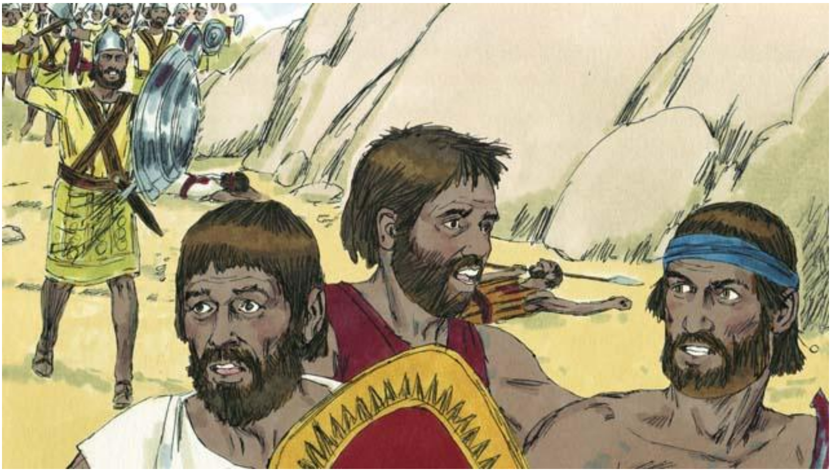

ঈশ্বর যুদ্ধে তাদের সাথে গেলেন না, তাই তারা হেরে গেল আর তাদের অনেকেই মারা গেল।তারপর ইস্রায়লীয়রা কানান থেকে ফিরে এলো আর চল্লিশ বছর মরুভূমিতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল।

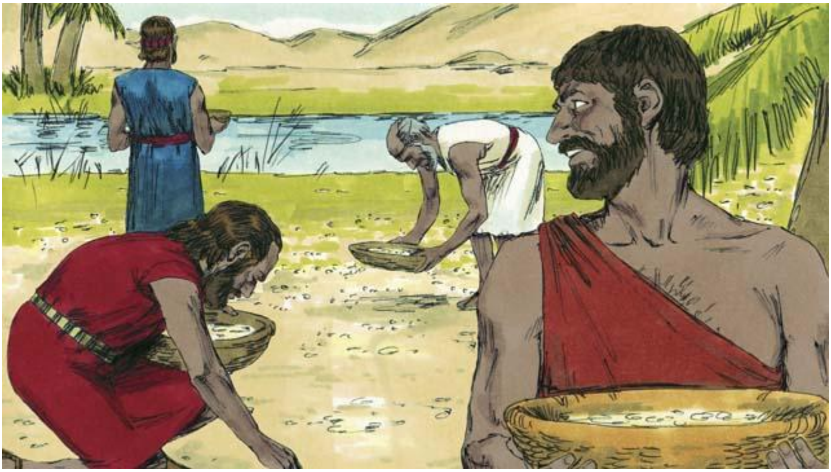

ইস্রায়লীয়দের চল্লিশ বছর মরুভূমিতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর সময় ঈশ্বর তাদের সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগান দিলেন। তিনি তাদের স্বর্গ থেকে খাদ্য দিলেন যাকে বলা হয় “মান্না।”তিনি (মাঝারি আকারের) পাখির ঝাঁকও তাদের তাম্বুতে পাঠিয়ে দিতেন যেন তারা মাংস খেতে পারে। সেই সম্পূর্ণ সময়কালে, ঈশ্বর তাদের পোশাক ও জুতো নষ্ট হতে দেন নি।

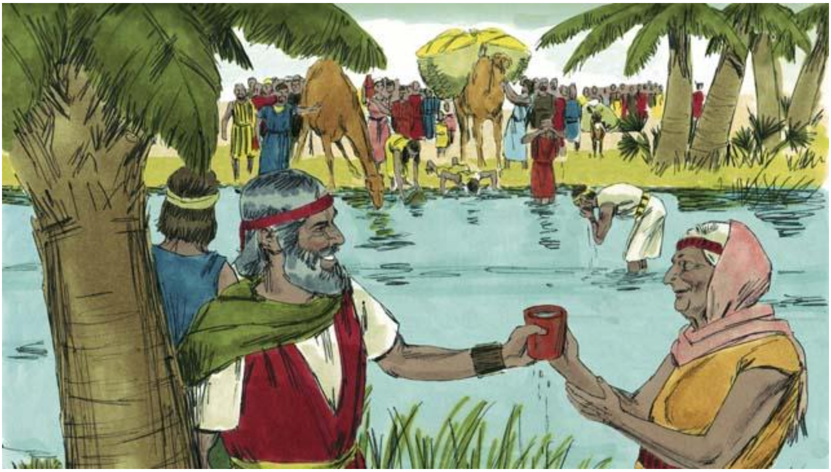

এমনকি আশ্চর্যভাবে ঈশ্বর তাদের একটি পাথর থেকে জলও দিলেন।কিন্তু এ সকল সত্ত্যেও, ইস্রায়লীয়রা ঈশ্বরের ও মোশীর বিরুদ্ধে নালিশ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত।যদিও, ঈশ্বর আব্রাহাম, ইসহাক আর যাকোবের প্রতি করা তার প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

আর একবার যখন লোকেদের কাছে কোনো জল ছিল না, তখন ঈশ্বর মোশীকে বললেন, “পাথরটিকে বল আর সেটার থেকে জল বেরিয়ে পরবে।”কিন্তু মোশী পাথরটিকে আজ্ঞার বদলে লাঠি দ্বারা দুবার আঘাত করে সকল লোকেদের সামনে ঈশ্বরের অসম্মান করলেন। সকল লোকের পান করার জন্য জল বের হল কিন্তু ঈশ্বর মোশীর প্রতি রেগে গেলেন আর তিনি বললেন, “তুমি প্রতিজ্ঞার দেশে প্রবেশ করতে পারবে না।”

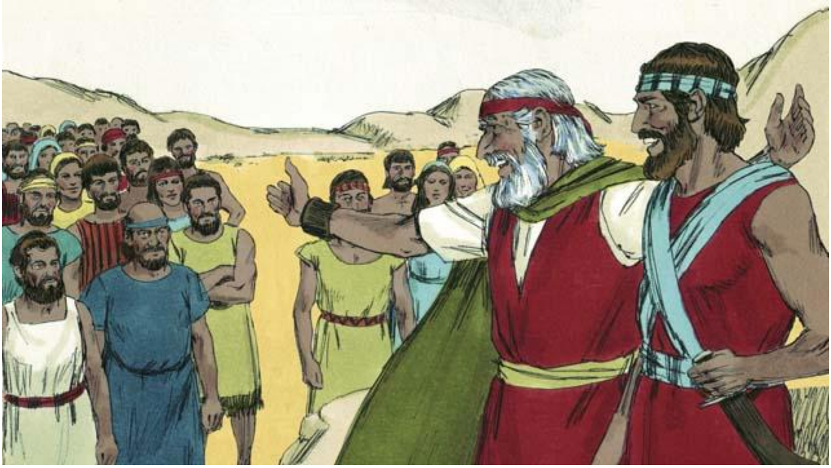

ইস্রায়লীয়রা মরুভূমিতে চল্লিশ বছর ঘুরে বেড়াবার পর, তারা সকলে যারা ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ করেছিল মারা গেল।তারপর ঈশ্বর আবার প্রতিজ্ঞার দেশের সীমান্তে তাদের নিয়ে এলেন।মোশী এখন ভীষণ বৃদ্ধ তাই ঈশ্বর যিহোশূয়কে লোকেদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচন করলেন।ঈশ্বর মোশীকে প্রতিজ্ঞা করলেন যে একদিন তিনি তার মত একজন ভাববাদীকে পাঠাবেন।

তারপর ঈশ্বর মোশীকে বললেন একটি পর্বতের চূড়ায় চড়তে যেন তিনি প্রতিজ্ঞার দেশটিকে দেখতে পান।মোশী প্রতিজ্ঞার দেশটিকে দেখতে পেলেন কিন্তু ঈশ্বর তাকে সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন না।তারপর মোশী মারা যান, আর ইস্রায়লীয়রা চল্লিশ দিন শোক পালন করল।যিহোশূয় তাদের নতুন নেতা হলেন।যিহোশূয় একজন ভালো নেতা ছিলেন কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত আর আজ্ঞাকারী ছিলেন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে- যাত্রাপুস্তক ১৬-১৭; গণনাপুস্তক ১০-১৪; ২০; ২৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪

প্রতিজ্ঞার দেশ

অবশেষে এটা ছিল ইস্রায়লীয়দের কানান প্রবেশ করার সময়, সেই প্রতিজ্ঞার দেশে | যিহোশূয় দুজন গুপ্তচরকে কানান প্রদেশীয় যিরীহো নগরে পাঠালেন যা শক্তিশালী দেওয়াল দিয়ে সুরক্ষিত ছিল।সেই নগরে রাহব নামে একটি বেশ্যা বাস করত যিনি গুপ্তচরদের লুকিয়ে রেখে ছিলেন আর পরে তাদের পালাতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি এমন করেছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন। তারা রাহব আর তার পরিজনদের ইস্রায়লীয়দের যিরীহো ধংস করার সময় রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

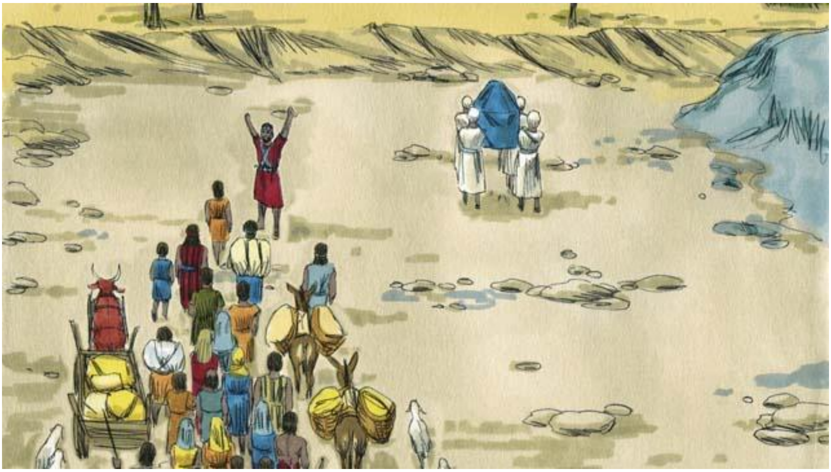

ইস্রায়লীয়দের প্রতিজ্ঞার দেশে প্রবেশ করতে হলে যর্দ্দন নদী পার করতেই হবে। ঈশ্বর যিহোশূয়কে বললেন, "যাজকদের প্রথমে যেতে দাও।"যখন যাজকরা যর্দ্দন নদীতে পা ফেললেন জলের স্রোত থেমে গেল যেন ইস্রায়লীয়রা পার হয়ে নদীর অন্য দিকের শুকনো ভূমিতে যেতে পারে।

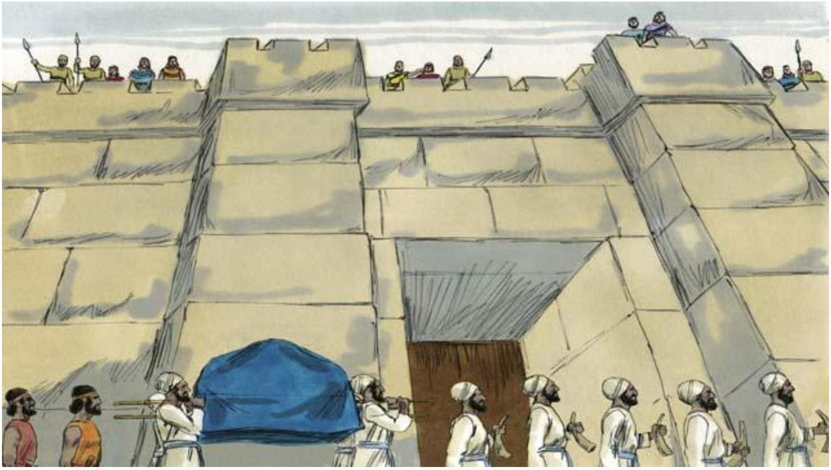

লোকেদের যর্দ্দন নদী পার হওয়ার পর, ঈশ্বর যিহোশূয়কে বললেন কিভাবে যিরীহোর শক্তিশালী নগরটিকে আক্রমন করতে হবে।লোকেরা ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হল।ঠিক যেমনভাবে ঈশ্বর তাদের করতে বলেছিলেন, সৈন্য আর যাজকবর্গরা যিরীহো নগরের দিনে একবার করে ছয় দিন প্রদক্ষিন করল।

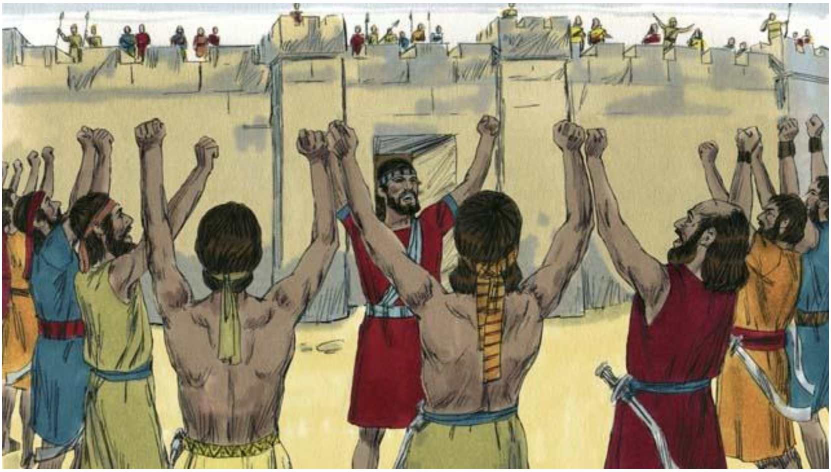

তারপর সাত দিনের দিন ইস্রায়লীয়রা আরও সাত বার নগরটির প্রদক্ষিন করল।তারা যখন শেষ বার প্রদক্ষিন করছিল, সৈন্যরা চিৎকার করল আর যাজকরা তুরীর ধ্বনি করল।

তখন যিরীহোর চারদিকের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ল!ইস্রায়লীয়রা নগরের সবকিছু ধ্বংস করল যেমন ঈশ্বর তাদের আজ্ঞা দিয়েছিলেন৷তারা কেবল রাহব আর তার পরিজনদের রক্ষা করল, যারা ইস্রায়লীয়দের অংশ হল৷ যখন কানানের অন্যান্য লোকেরা শুনল যে ইস্রায়লীয়রা যিরীহো ধ্বংস করেছে, তারা ভয়ভীত হল যে ইস্রায়লীয়রা হয়তো তাদেরও আক্রমন করবে |

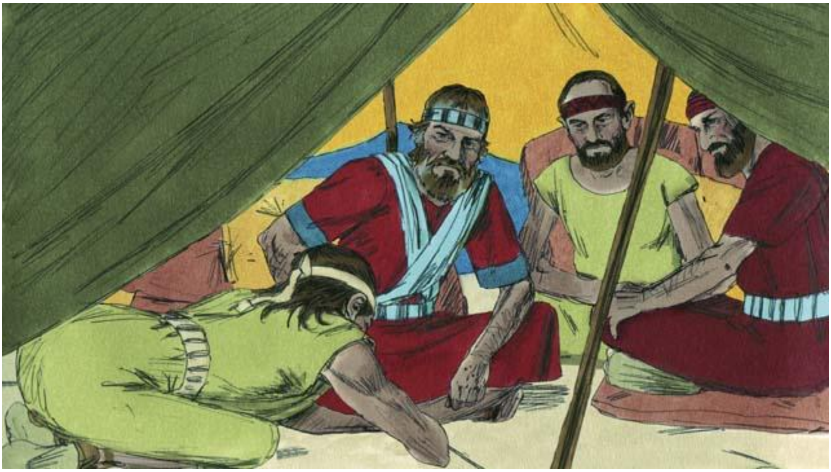

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের আজ্ঞা দিলেন যেন কানানীয়দের সাথে যেন কোনো রকম শান্তির চুক্তি না করে৷ কিন্তু একদল কানানীয়বাসী, যাদের গিবিয়োনীয় বলা হত, যিহোশূয়কে ছল করল আর বলল যে তারা কানানদেশের বহুদূরের নিবাসী৷তারা যিহোশূয়কে বলল যে তাদের সাথে শান্তির চুক্তি করতে৷

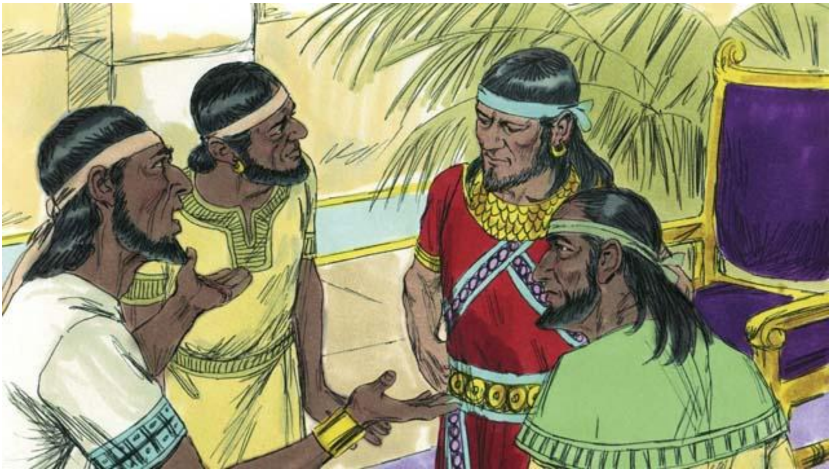

যিহোশূয় আর ইস্রায়লীয়রা ঈশ্বরকে জিজ্ঞেসা করল না যে গিবিয়োনীয়রা কোথাকার নিবাসী৷তাই যিহোশূয় তাদের সাথে শান্তির চুক্তি স্থাপন করলেন৷ইস্রায়লীয়রা ক্রুদ্ধ হল যখন তারা জানতে পারল যে গিবিয়োনীয়রা তাদের সাথে ছলনা করেছে, কিন্তু তারা বজায় রাখলো সেই শান্তির চুক্তি যা তারা তাদের সঙ্গে করেছিল কারণ এটা ছিল ঈশ্বরের সামনে প্রতিজ্ঞা | কিছুকাল পর, কানানের ইমোরীয়দের অন্য দলসমূহের রাজাগন, শুনলেন যে গিবিয়োনীয়রা ইস্রায়লীয়দের সাথে শান্তি চুক্তি করেছে, তাই তারা তাদের সৈন্যদের একত্র করে এক বিশাল দল বানাল আর গিবিয়োনকে আক্রমন করল৷গিবিয়োনীয়রা যিহোশূয়কে সাহায্যের জন্য খবর পাঠাল৷

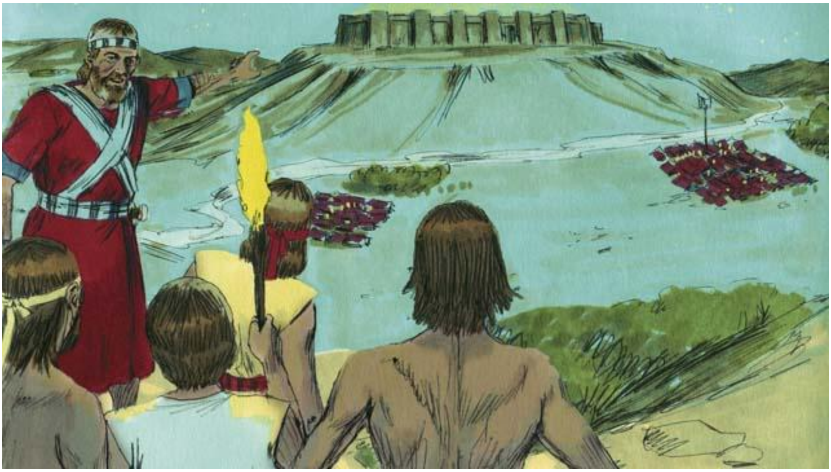

অতএব যিহোশূয় ইস্রায়লীয় সৈন্যদের একত্র করল আর রাতেই তারা গিবিয়োনীয়র দিকে প্রস্থান করল৷খুব ভোরে তারা ইমোরীয়দের সৈন্যদের আকস্মিত করল আর তাদের আক্রমণ করল৷

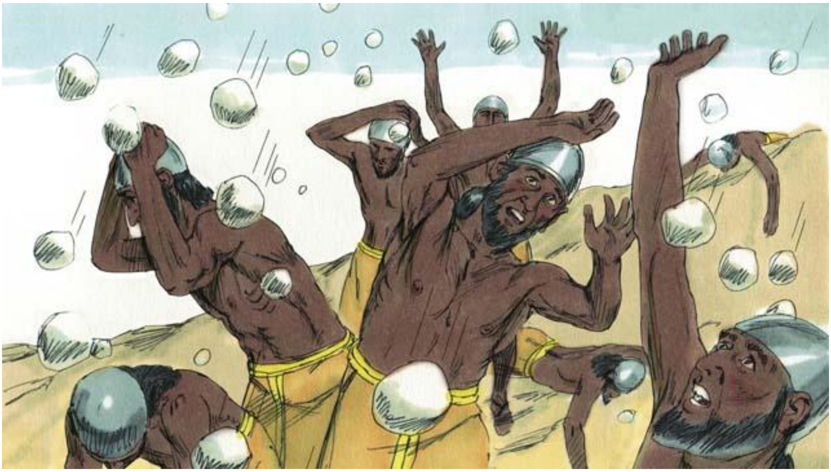

ঈশ্বর ইসরাইলের পক্ষে সেদিন যুদ্ধ করলেন। তিনি ইমোরীয়দের বিভ্রান্ত করল আর তিনি ভীষণভাবে শৈলবৃষ্টি করালেন আর তা ইমোরীয়দের অনেক কেই শেষ করল।

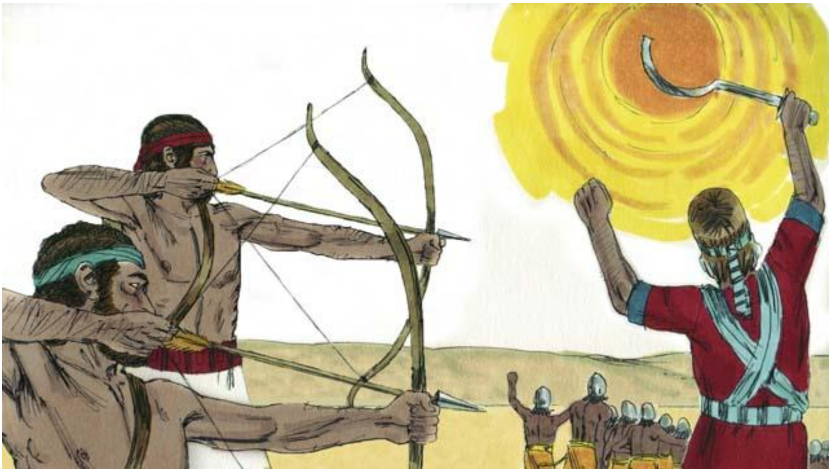

ঈশ্বর আকাশে সূর্যকে এক স্থানেই রাখলেন যেন ইস্রায়লীয়দের কাছে পর্যাপ্ত সময় হয় ইমোরীয়দের সম্পূর্নভাবে ধংস করতে। সেই দিন, ঈশ্বর ইসরাইলের জন্য এক মহান বিজয় দিয়েছিলেন।

ঈশ্বর ইমোরীয়দের পরাজিত করার পর, অন্যান্য কানানীয় লোকের দলসমূহ একত্রিত হয়ে ইসরাইলকে আক্রমণ করল৷যিহোশূয় আর ইস্রায়লীয়রা তাদের আক্রমন করল আর ধংস করল৷

এই যুদ্ধের পর, ঈশ্বর ইসরাইলের প্রত্যেক গোত্রকে প্রতিজ্ঞার দেশ থেকে তাদের নিজস্ব ভাগ দিলেন৷তারপর ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের তাদের সকল সীমান্ত থেকে শান্তি দিলেন৷

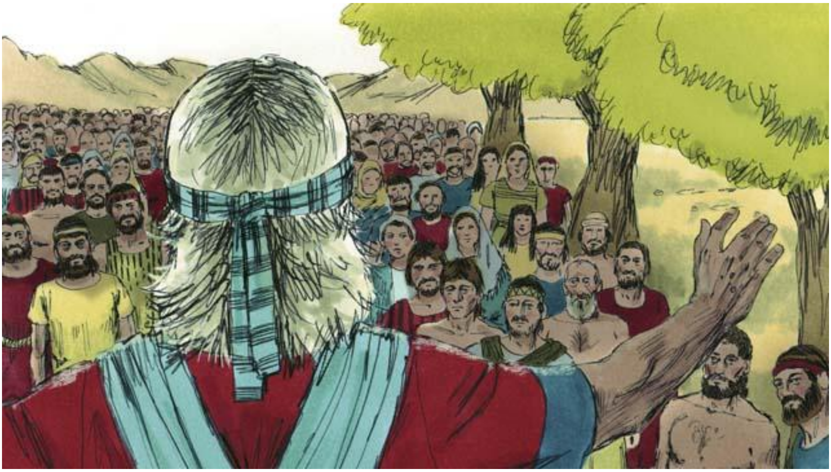

যখন যিহোশূয় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হন, তিনি ইসরাইলের সকল লোকেদের একত্র ডাকলেন। তারপর যিহোশূয় লোকেদের তাদের নিয়মের প্রতি আজ্ঞাবহতা যা ঈশ্বর সীনয় পর্বতে ইস্রালিলীয়দের সাথে স্থাপন করেছিলেন তা স্বরণ করলেন। লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞাকারী থাকার আর তার নিয়ম বা ব্যবস্থা পালন করার প্রতিজ্ঞা করল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-যিহোশূয় ১-২৪

উদ্ধারকর্তাগন

যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর, ইস্রায়লীয়রা ঈশ্বরের অবাধ্য হল এবং কনানীয় বাকি লোকেদের বেরও করল না বা তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাও পালন করল না। ইস্রায়লীয়রা সত্য পরমেশ্বর সদাপ্রভু ঈশ্বরের আরাধনার বদলে কানানীয় দেবতাদের আরাধনা করা শুরু করে দিল। ইস্রায়লীয়দের কোনো রাজা ছিল না, তাই প্রত্যেকে তাদের জন্য যা ভালো মনে করত তাই করত।

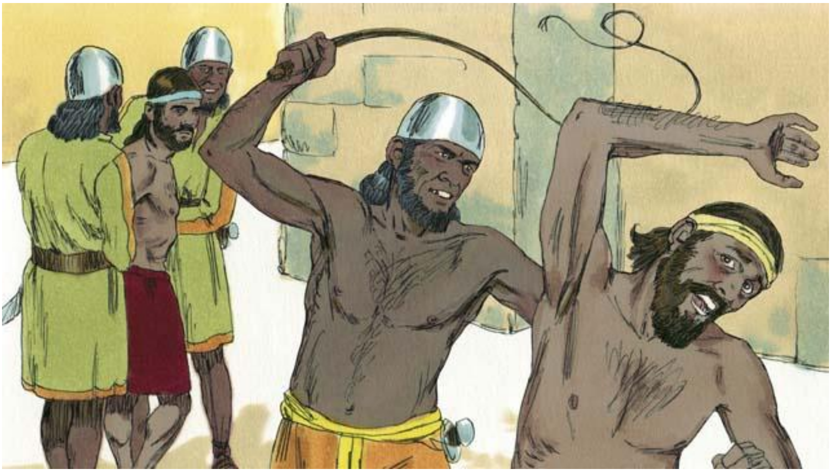

যেহেতু ইস্রায়লীয়রা ঈশ্বরের অবাধ্যতা করে চলেছিল, তাই তিনি তাদের শাস্তি দিলেন তাদের শত্রুর কাছে তাদের পরাজিত করে। এই শত্রুরা ইস্রায়লীয়দের কাছ থেকে জিনিস চুরি করল, তাদের সম্পত্তি নষ্ট করল আর তাদের অনেক কেই হত্যা করল।ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে চলার আর শত্রুদের কাছে দমন হয়ে চলার বহু বছর পর ইস্রায়লীয়রা অনুশোচনা করল আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল যেন তিনি তাদের উদ্ধার করেন।

তখন ঈশ্বর তাদেরকে একজন উদ্ধারকরী প্রদান করলেন যিনি তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করলেন আর সেই ভূমিতে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন।কিন্তু তারপর লোকেরা ঈশ্বরকে ভুলে গেল এবং আবার মূর্তির পুজো শুরু করল।তাই ঈশ্বর মিদিয়নীয়দের, শত্রুদের একটি দল, তাদের পরাজিত করার জন্য অনুমতি দিলেন।

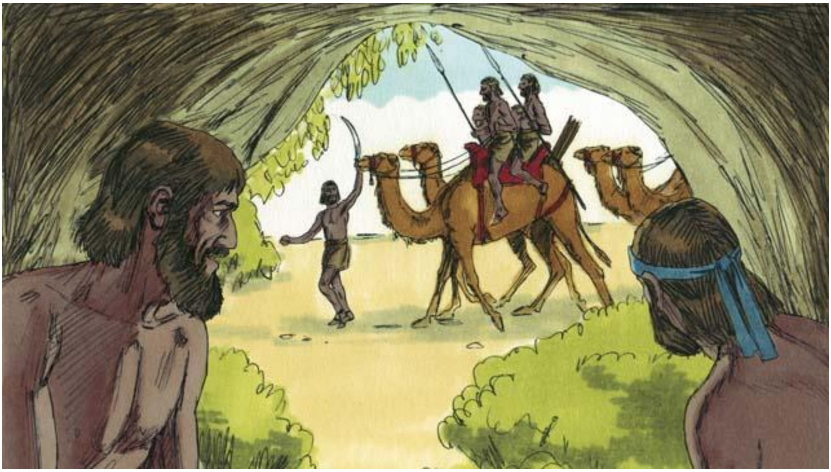

মিদিয়নীয়রা সাত বছরের ইস্রায়লীয়দের সকল ফসল নিয়ে গেল । ইস্রায়লীয়রা খুবই ভীত হল; তারা গুহায় লুকালো যেন মিদিয়নীয়রা তাদের খুঁজে না পায়।শেষে তারা ঈশ্বরের কাছে রোদন করল যেন তিনি তাদের রক্ষা করেন।

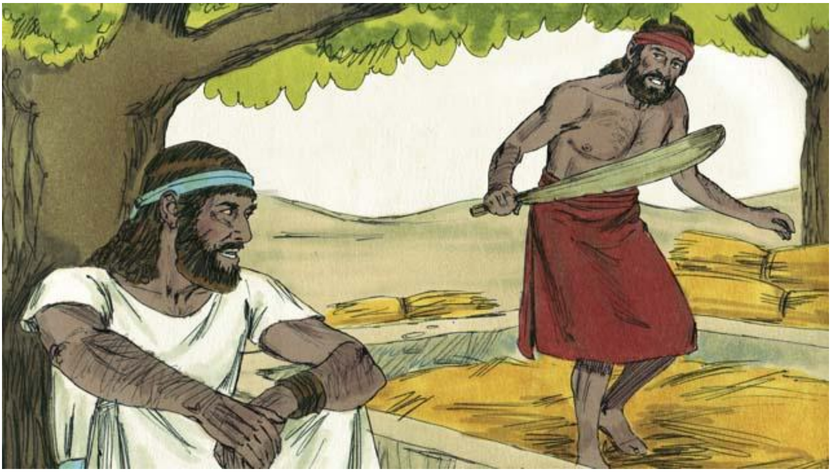

একদিন, ইসরাইলের গিদিয়োন নামক এক ব্যক্তি গোপনে গম ঝার ছিলেন যেন মিদিয়নীয়রা তা চুরি করতে না পারে । সদাপ্রভুর এক স্বর্গদূত গিদিয়োনের কাছে এলেন আর বললেন, “ঈশ্বর তোমার সহবর্তী, হে মহান যোদ্ধা ।যাও আর ইস্রায়লীয়দের মিদিয়নীয়দের হাত থেকে রক্ষা কর।”

গিদিয়োনের পিতার এক মূর্তির প্রতি সমর্পিত একটি বেদী ছিল। ঈশ্বর গিদিয়োনকে সেই বেদিকে নষ্ট করতে বললেন।কিন্তু গিদিয়োনের লোকভয় হল, তাই সে রাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর সে সেই বেদীটিকে নষ্ট করল আর সেটিকে ধূলিসাৎ করল।সে সেই মূর্তির প্রতি সমর্পিত বেদির কাছাকাছি ঈশ্বরের জন্য একটি নতুন বেদী স্থাপন করল আর সেটির উপর ঈশ্বরের নামে বলি উৎসর্গ করল।

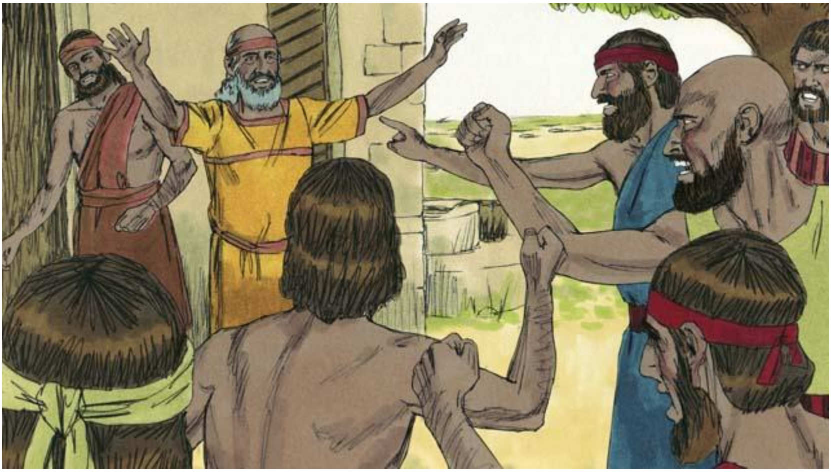

পর দিন সকালে লোকেরা দেখল যে মূর্তির প্রতি সমর্পিত বেদিটিকে কেউ নষ্ট ও ধূলিসাৎ করেছে আর তারা তাতে ক্রুদ্ধ হল৷তারা গিদিয়োনের গৃহে গেল তাকে হত্যা করার জন্য কিন্তু গিদিয়োনের পিতা বললেন, “কেন তোমরা তোমাদের দেবতার সাহায্য করার চেষ্টা করছ? যদি সে এক ঈশ্বর হন তবে সে নিজেকে রক্ষা করুক৷যেহেতু তিনি একথা বললেন তাই তারা গিদিয়োনের হত্যা করলেন না৷

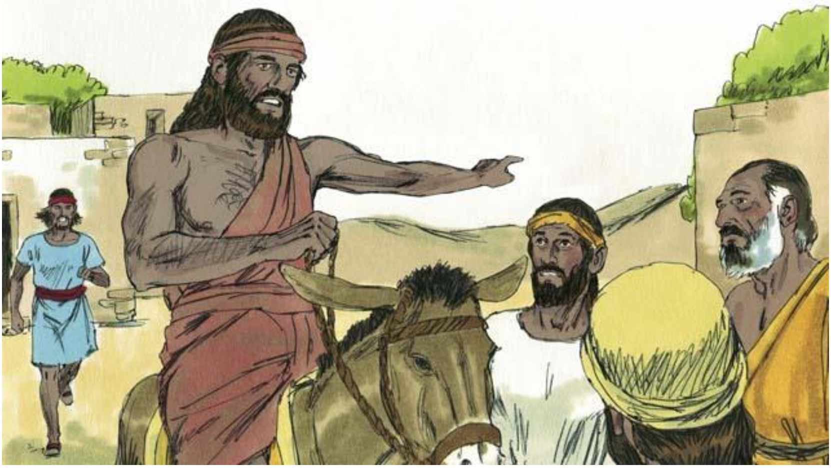

তারপর পুনরায় মিদিয়নীয়রা ইস্রায়লীয়দের কাছ থেকে চুরি করতে এলো৷তারা এত বেশি সংখায় ছিল যে তাদের গণনা করা যায় না৷গিদিয়োন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইস্রায়লীয়দের একত্র ডাকলেন৷গিদিয়োন ঈশ্বরের কাছে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দুটি চিহ্ন চাইলেন যে ঈশ্বর ইসরাইলকে রক্ষা করার জন্য তাকে ব্যবহার করবেন৷

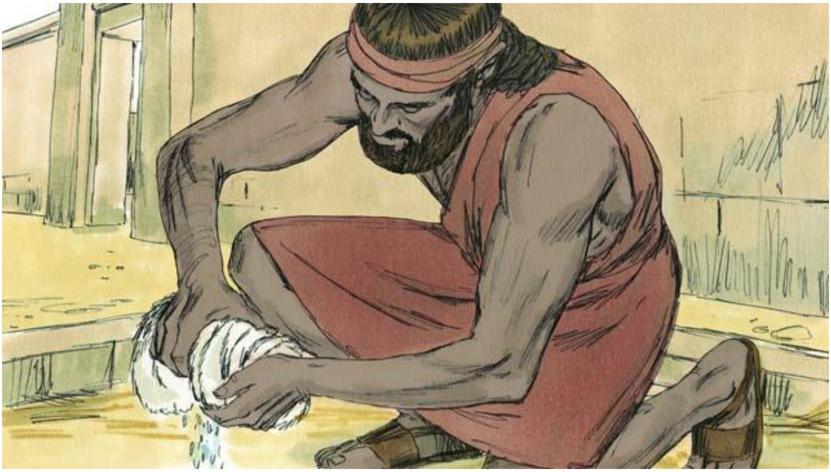

প্রথম চিহ্ন স্বরূপ, গিদিয়োন একটি কাপড় ভূমিতে রাখলেন আর ঈশ্বরের কাছে চাইলেন যেন পর দিন সকালে শিশির শুধু সেই কাপড়টিতেই পড়ে এবং ভূমিতে নয়। ঈশ্বর তাই করলেন।পর রাতে, তিনি চাইলেন যেন ভূমি ভেজে কিন্তু কাপড়টি নয়। ঈশ্বর তাও করলেন।এই দুই চিহ্ন গিদিয়োনকে নিশ্চিত করল যে মিদিয়নীয়দের থেকে ইস্রায়লীয়দের রক্ষা করতে ঈশ্বর তাকে ব্যবহার করবেন।

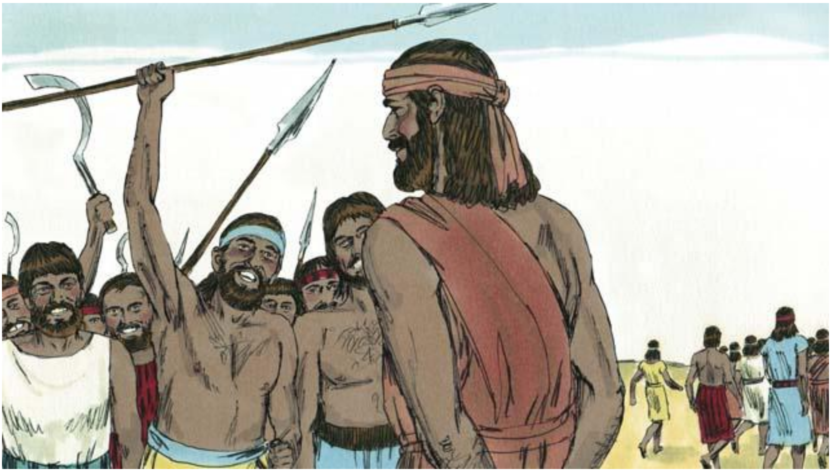

৩২,০০০ ইস্রায়লীয় সৈন্য গিদিয়োনের কাছে এলো, কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন এরা অনেক বেশি।তাই গিদিয়োন যুদ্ধ করতে ভয় পায় এমন ২২,০০০ সৈন্যকে ফিরিয়ে দিলেন। ঈশ্বর গিদিয়োনকে বললেন যে তার কাছে এখনও অনেক বেশি লোক রয়েছে।তাই গিদিয়োন ৩০০ জন সৈন্য ছাড়া সকলকে ফিরিয়ে দিলেন।

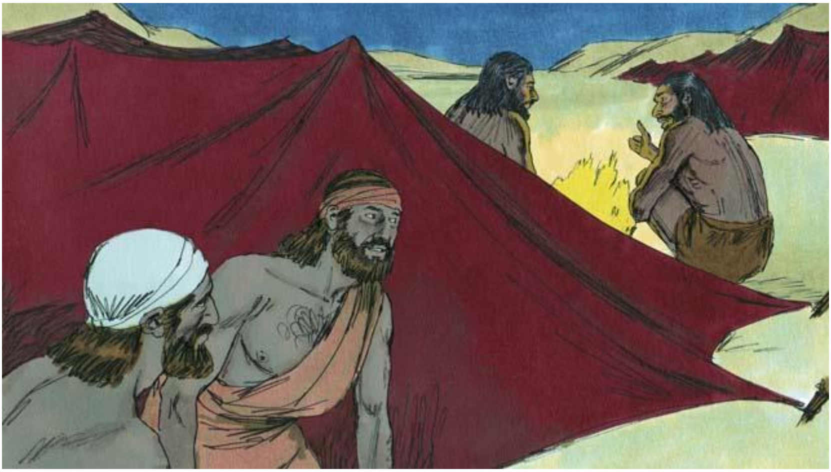

সেই রাতে ঈশ্বর গিদিয়োনকে বললেন, “মিদিয়নীয়দের তাম্বুর দিকে যাও আর যখন তুমি তাদের কথা শুনবে, তুমি আর ভীত হবে না। তাই সে রাতে, গিদিয়োন তাম্বুর দিকে গেলেন আর এক মিদিয়নীয় সৈন্যকে তার এক বন্ধু সৈন্যের কাছে তার কিছু স্বপ্নের বিষয়ে বলতে শুনলেন। সেই পুরুষের বন্ধু তাকে বলল, “এই স্বপ্নের অর্থ হল যে গিদিয়োনের সৈন্য মিদিয়নীয় সৈন্যদের পরাজিত করবে!”যখন গিদিয়োন একথা শুনলেন, সে ঈশ্বরের আরাধনা করলেন।

তারপর গিদিয়োন তার সৈন্যদের কাছে ফিরে এলো আর সকলকে একটি শিঙা, একটি মাটির পাত্র আর একটি মশাল দিলেন। তারা তাম্বুগুলোকে ঘেরাও করল যেখানে মিদিয়নীয় সৈন্যরা ঘুমিয়ে ছিলেন। গিদিয়োনের ৩০০ সৈন্যদের মশাল মাটির পাত্রে ছিল তাই মিদিয়নীয়রা মশালের আলো দেখতে পেল না।

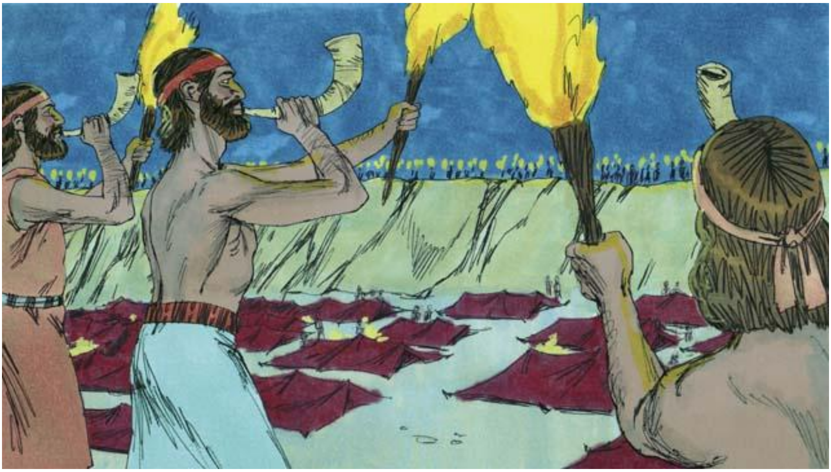

তারপর, গিদিয়োনের সকল সেনা তাদের পাত্র একই সময়ে ভাঙল, হঠাৎ মশালের আলো দেখা গেল। তারা তাদের শিঙা বাজাল আর চিৎকার করল, “ঈশ্বরের আর গিদিয়োনের জন্য এক তলোয়ার!”

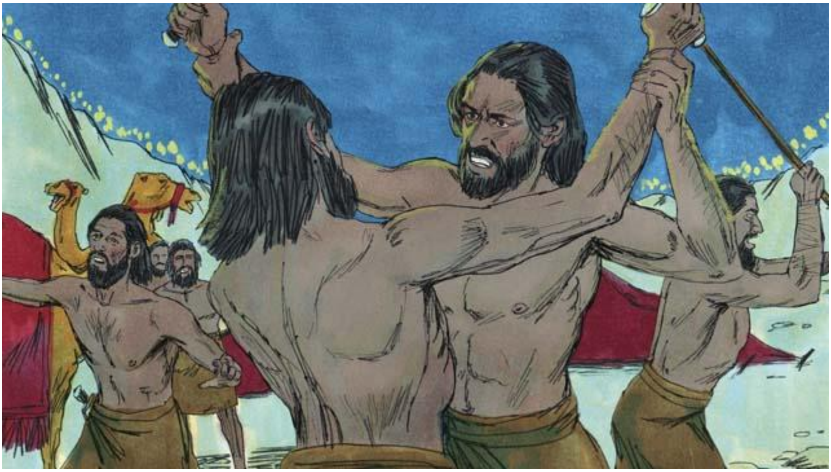

ঈশ্বর মিদিয়নীয়দের ভ্রমিত করলেন, যেন তারা একেঅপরকে আক্রমন ও হত্যা শুরু করে। তক্ষনাৎ, বাকি ইস্রায়লীয়দের তাদের গৃহ থেকে ডাকা হল সাহায্যের জন্য মিদিয়নীয়দের তাড়াতে । তারা তাদের অনেককে হত্যা করল আর ইস্রায়লীয় ভূমি থেকে তাড়িয়ে দিল।১,২০,০০০ মিদিয়নীয় সেদিন মারা যায়। ঈশ্বর ইসরাইলকে রক্ষা করলেন।

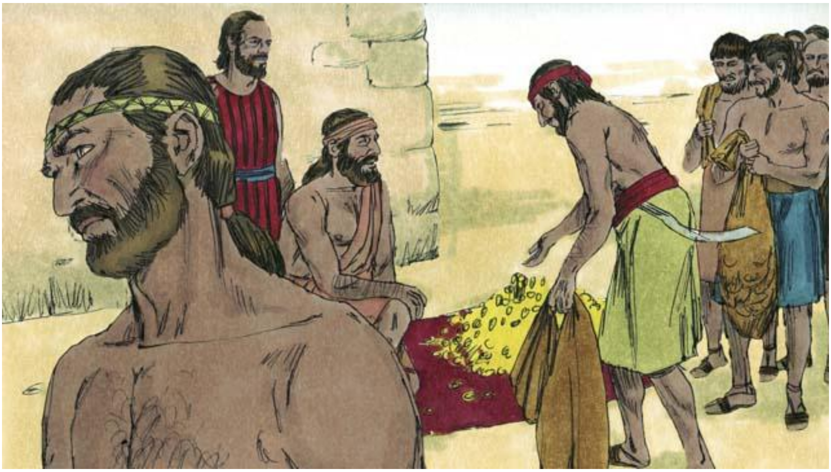

লোকেরা গিদিয়োনকে রাজা বানাতে চাইল।গিদিয়োন তাদের তা করতে অনুমতি দিলেন না, কিন্তু তিনি কিছু সোনার আংটি চাইলেন যা তারা মিদিয়নীয়দের থেকে নিয়েছিলেন। লোকেরা গিদিয়োনকে অনেক পরিমানের সোনা দিলেন।

তারপর গিদিয়োন সেই সোনাকে একটি বিশেষ বস্ত্রে পরিণত করলেন যেমনটি মহা পুরোহিত পরিধান করতেন।কিন্তু লোকেরা সেটি আরাধনা করা শুরু করল যেন সেটি একটি মূর্তি।তাই ঈশ্বর আবার ইস্রায়লীয়দের শাস্তি দিলেন কেননা তারা মূর্তির পুজো করেছিল।ঈশ্বর তাদের শত্রুদের অনুমতি দিয়েছিলেন যেন তাদের পরাজিত করে।শেষে তারা আবার ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইলেন আর ঈশ্বর তাদের আর এক উদ্ধারকারী প্রদান করেন।

এই একই জিনিস বহু বার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল: ইস্রায়লীয় পাপ করবে, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন, তারা অনুশোচনা করবে আর ঈশ্বর তাদের জন্য এক উদ্ধারকারী পাঠাবেন।বহু বছর ধরে, ঈশ্বর বহু উদ্ধারকারী প্রেরণ করেন যে ইস্রায়লীয়দের তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে।

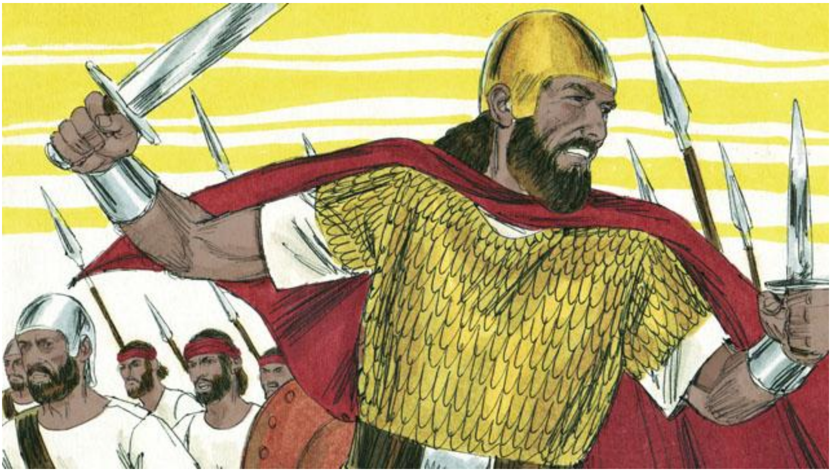

শেষে, লোকেরা ঈশ্বরের কাছে একটি রাজা চাইল যেমনটি অন্যান দেশের ছিল।তারা একটি রাজা চাইত যিনি হবেন লম্বাচওড়া আর শক্তিশালী এবং যিনি তাদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারে।ঈশ্বর তাদের অনুরোধটিকে পছন্দ করলেন না তবুও তিনি তাদের পছন্দ মত রাজা প্রদান করলেন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ১-৩; ৬-৮

দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম

শৌল ইসরাইলের প্রথম রাজা ছিলেন।তিনি লম্বাচওড়া আর সুন্দর ছিলেন, ঠিক যেমনটি লোকেরা চাইতেন।শৌল প্রথম কিছু বছর যখন তিনি ইসরাইলের উপর রাজত্ব করছিলেন ভালো একজন রাজা হয়ে থাকলেন। কিন্তু তারপর তিনি এক দুষ্ট লোক হয়ে গেলেন যিনি ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন, তাই ঈশ্বর এক অন্য ব্যক্তিকে তার জায়গায় একদিন রাজা হওয়ার জন্য নির্বাচন করলেন।

ঈশ্বর শৌলের জায়গায় দায়ূদ নামক এক ইস্রায়লীয় যুবকের নির্বাচন করলেন।দায়ূদ বৈৎলেহম নগরের এক মেষপালক ছিলেন।যখন তিনি তার পিতার মেষ চড়াচ্ছিলেন, একবার দায়ূদ এক সিংহ ও আর একবার এক ভাল্লুক মারেন যারা তার মেষদের আক্রমন করেছিল।দায়ূদ একজন নম্র ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও আজ্ঞাকারী ছিলেন।

দায়ূদ এক মহান যোদ্ধা ও নেতা হলেন।যখন দায়ূদ একটি বালকই ছিলেন, তখন তিনি গলিয়াৎ নামে এক দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।গলিয়াৎ একজন প্রশিক্ষিত সৈন্য, খুবিই শক্তিশালী আর প্রায় তিন মিটার উচ্চ ছিলেন।কিন্তু ঈশ্বর দায়ূদকে সাহায্য করেছিলেন গলিয়াৎকে শেষ করতে ও ইসরাইলকে রক্ষা করতে।এরপর, দায়ূদ বহুবার ইসরাইলের শত্রুদের উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছিলেন, যার জন্যে লোকেরা তার প্রশংসা করতেন।

দায়ূদের প্রতি লোকেদের ভালবাসা দেখে শৌলের হিংসে হল। শৌল বহুবার দায়ূদকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন, তাই দায়ূদ শৌলের কাছ থেকে পালালেন।একদিন, শৌল দায়ূদের অনুসন্ধান করলেন যেন তাকে হতে করতে পারেন।শৌল সেই গুহায় গেলেন যেখানে দায়ূদ শৌলের ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন, কিন্তু শৌল তাকে দেখতে পেলেন না।দায়ূদ তখন শৌলের খুব কাছেই ছিলেন আর তাকে হত্যাও করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না।বরং, দায়ূদ শৌলের পোশাকের এক টুকরো কাটলেন শৌলকে প্রমান করতে যে তিনি রাজা হওয়ার জন্য তাকে হত্যা করতে চান না।

অবশেষে, শৌল যুদ্ধে মারা যান আর দায়ূদ ইসরাইলের রাজা হন।তিনি এক জন ভালো রাজা ছিলেন আর প্রজারা তাকে ভালবাসতেন ।ঈশ্বর দায়ূদকে আর্শিবাদ করলেন আর তাকে সফল করলেন।দায়ূদ অনেক যুদ্ধ লড়লেন আর ঈশ্বর তাকে ইসরাইলের শত্রুদের পরাজিত করতে সাহায্য করলেন।দায়ূদ যেরুশালেম জয় করলেন আর সেটিকে তার রাজধানী শহর করলেন।দায়ূদের রাজত্বকালে, ইসরাইল শক্তিশালী আর সম্পদশালী হল।

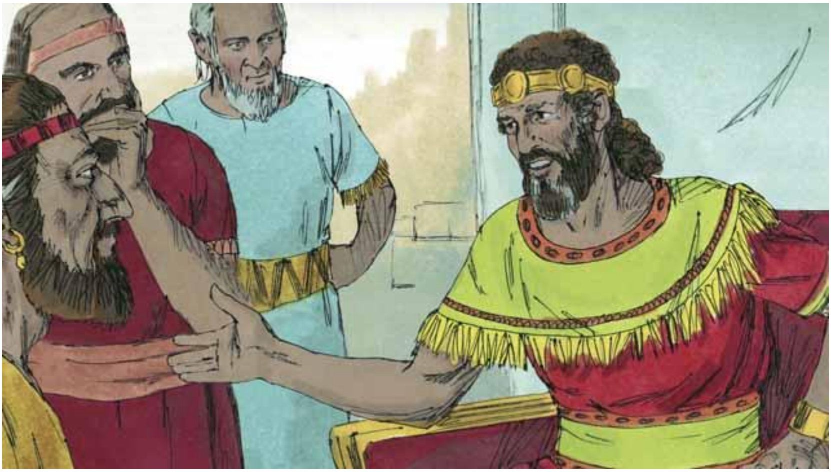

দায়ূদ একটি মন্দির তৈরী করতে চাইলেন যেখানে সকল ইস্রায়লীয় ঈশ্বরের আরাধনা ও তাকে বলি উৎসর্গ করতে পারে। প্রায় ৪০০ বছর ধরে লোকেরা মোশীর দ্বারা তৈরী মিলন তাম্বুতে ঈশ্বরের আরাধনা ও তাকে বলি উৎসর্গ করে আসছিল।

কিন্তু ঈশ্বর ভাববাদী নাথনকে দায়ূদের কাছে প্রেরণ করলেন এই সাংবাদের সাথে, “যেহেতু তুমি একজন যুদ্ধের ব্যক্তি, তুমি আমার জন্য মন্দির তৈরী করবে না।তোমার পুত্র তা তৈরী করবে।কিন্তু আমি তোমাকে মহান রূপে আর্শিবাদ করব।তোমার এক উত্তরাধিকারী আমার প্রজাদের উপর সর্বকাল রাজত্ব করবে!”দায়ূদের একমাত্র উত্তরাধিকারী যিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন তিনি হলেন মশীহ বা খ্রীষ্ট।” খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের অভিষিক্ত জন যিনি পৃথিবীর লোকেদের পাপ থেকে ত্রান করবেন।

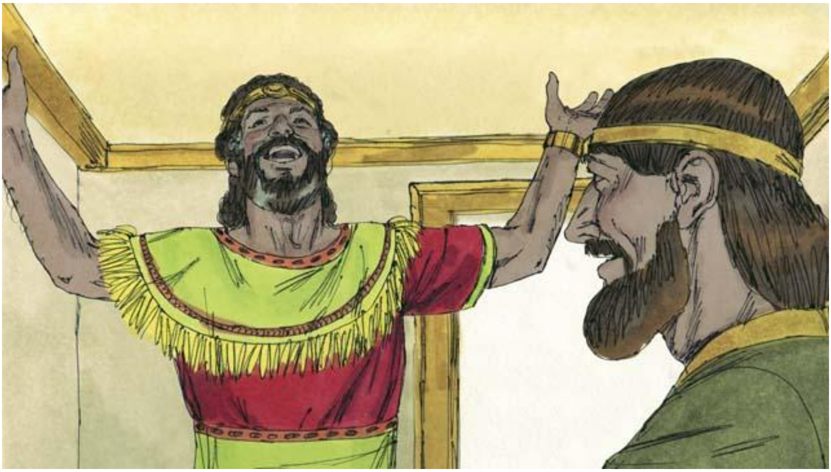

যখন দায়ূদ এই বাক্য শুনলেন, তক্ষনাৎ তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করলেন কেননা তিনি দায়ূদকে এই মহান সম্মান ও প্রচুর আর্শীবাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।দায়ূদ জানতেন না যে ঈশ্বর কবে এগুলো পূর্ণ করবেন।কিন্তু এমনটি হওয়ার জন্য ইস্রায়লীয়দের আরো ১০০০ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

দায়ূদ বহু বছর ন্যায়পরায়ণতার সাথে আর বিশ্বস্ততার সাথে রাজত্ব করলেন আর ঈশ্বর তাকে আর্শিবাদ করলেন৷যাইহোক, তার জীবনের শেষকালে তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মহাপাপ করলেন৷

একদিন, যখন দায়ূদের সমস্ত সৈন্যরা যুদ্ধে গিয়েছিল, তখন তিনি তার রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে দেখছিলেন আর তিনি এক সুন্দরী মহিলাকে স্নান করতে দেখলেন৷তার নাম ছিল বৎশেবা৷

অন্যদিকে তাকাবার চেয়ে বরং তিনি লোক পাঠিয়ে দিলেন তাকে তার কাছে আনতে৷তিনি তার সাথে শয়ন করলেন আর তাকে ঘরে ফিরিয়ে দিলেন৷কিছু কাল পর বৎশেবা দায়ূদকে সংবাদ পাঠালেন যে তিনি গর্ভবতী৷

বৎশেবার স্বামী ছিলেন দায়ূদের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের মধ্যে একজন যার নাম ছিল উরিয়৷দায়ূদ উরিয়কে যুদ্ধ থেকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন তোমার স্ত্রীর কাছে যাও৷কিন্তু উরিয় ঘরে গেলেন না কেননা তার সঙ্গী সৈন্যরা যুদ্ধে রয়েছে৷তাই দায়ূদ উরিয়কে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন আর সেনাপতিকে বললেন তাকে সেখানে রাখতে যেখানে শত্রুরা প্রবল যেন তারা তাকে মেরে ফেলে৷

উরিয়ের হত্যার পর, দায়ূদ বৎশেবাকে বিবাহ করলেন।পরে, তিনি দায়ূদের পুত্রের জন্ম দেন।ঈশ্বর দায়ূদের কর্মে প্রচন্ড রেগে গেলেন, তাই তিনি ভাববাদী নাথনকে পাঠালেন দায়ূদকে বলতে যে তার পাপ কতই না ভয়ানক। দায়ূদ অনুশোচনা করলেন আর ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করলেন।তিনি তার শেষ জীবন, ঈশ্বরকে অনুসরণ করে আর তার বাধ্য হয়ে রইলেন, এমনকি জটিল পরিস্থিতিতেও।

কিন্তু দায়ূদের পাপের শাস্তি স্বরূপ তার পুত্র সন্তানটি মারা গেল।আর দায়ূদের পরিবারেও কলহ লেগে থাকল তার শেষ জীবন পর্যন্ত আর দায়ূদের শক্তিও কমতে থাকল।যদিও দায়ূদ ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসযোগ্য থাকলেন কিন্তু ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞাসমূহের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন।পরে, দায়ূদ আর বৎশেবার অন্য একটি পুত্র হয় আর তারা তার নাম রাখেন শলোমন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-১ শমুয়েল ১০; ১৫-১৯; ২৪; ৩১; ২ শমুয়েল ৫; ৭; ১১-১২

বিভাজিত রাজ্য

বহু বছর পর, দায়ূদ মারা যান আর তার পুত্র শলোমন ইস্রায়েলের উপর রাজ্যত্ব করা আরম্ভ করেন।ঈশ্বর শলোমনকে বললেন আর জিজ্ঞেসা করলেন যে তার সবচাইতে বেশি কি দরকার ।তখন শলোমন বুদ্ধি চাইলেন, ঈশ্বর তাতে সন্তুষ্ট হলেন আর তাকে বিশ্বের সবচাইতে মহান বুদ্ধিমান করলেন। শলোমন অনেক কিছু শিখলেন এবং তিনি একজন জ্ঞানী বিচারক ছিলেন।ঈশ্বর তাকে খুব সম্পদশালীও করলেন।

যেরুশালেমে, শলোমন সেই মন্দির তৈরী করলেন যা তার পিতা দায়ূদ তৈরী করার পরিকল্পনা করেছিলেন আর কাঁচামাল সংগ্রহ করেছিলেন।লোকেরা এখন ঈশ্বরের আরাধনা ও বলিদান উৎসর্গ মিলন তাম্বুর জায়গায় মন্দিরে করত। ঈশ্বর এলেন আর মন্দিরে উপস্থিত হলেন, এবং তিনি সেখানে তার লোকেদের সাথে থাকলেন।

কিন্তু শলোমন অন্যান্য দেশের নারীদের পছন্দ করতেন।তিনি বহু মহিলাদের বিবাহ করে ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন, প্রায় তারা ১০০০ জন ছিলেন!বেশিরভাগ এই মহিলারা ছিল বিদেশী আর তারা তাদের দেবতাদের সঙ্গে করে নিয়ে এলো এবং তাদের নিয়ত পুজো করত।যখন শলোমন বৃদ্ধ হল, তিনিও তাদের দেবতাদের পুজো করল।

ঈশ্বর শলোমনের উপর রেগে গেলেন আর, শলোমনের অবিশ্বাসযোগ্যতার শাস্তি স্বরূপ, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে শলোমনের মৃত্যুর পর ইস্রায়েল দেশকে দুটি রাজ্যে বিভাজিত করবেন।

শলোমনের মৃত্যুর পর, তার পুত্র রহবিয়াম রাজা হন।রহবিয়াম একজন মূর্খতাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন।ইস্রায়েল দেশের সকল লোক একসাথে তাকে রাজা রূপে রাজ্যাভিষেক করতে এলো। তারা রহবিয়ামকে অভিযোগ করল যে শলোমন তাদের প্রচুর ভারী কাজ করতে ও প্রচুর খাজনা দিতে বাধ্য করেছিলেন।

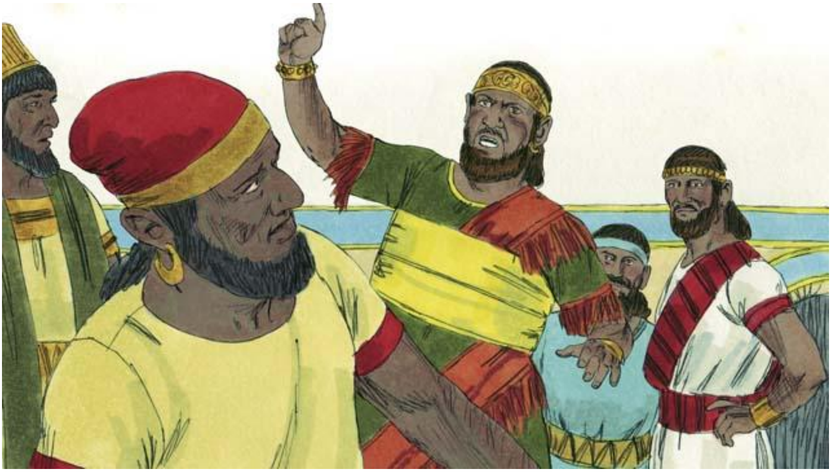

রহবিয়াম মূর্খতাপূর্ণভাবে তাদের উত্তর দিলেন, “তোমরা মনে কর যে আমার পিতা শলোমন তোমাদের ভারী কাজ করিয়েছেন, কিন্তু আমি তোমাদের তার চেয়েও অনেক ভারী কাজ করাব, আর তার চেয়েও বেশি কঠোরভাবে শাস্তি দেব।

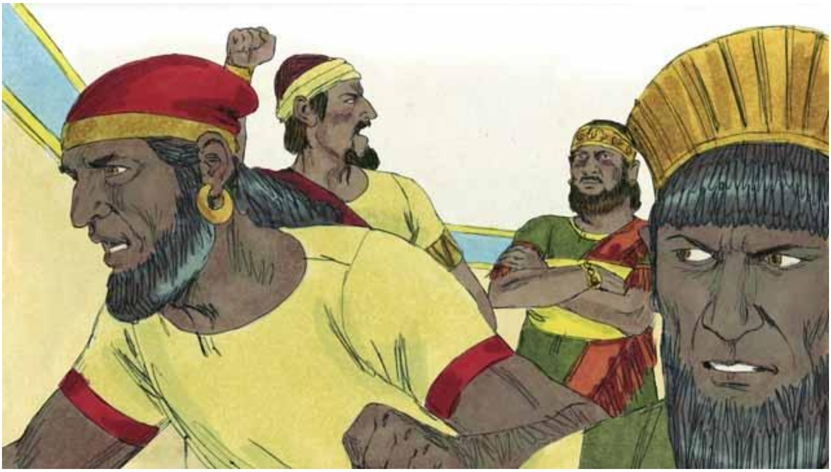

ইস্রায়েল দেশের দশ গোত্র রহবিয়ামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।কেবল দুটো গোত্র তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে রইল।এই দুই গোত্র হল যিহুদা রাজ্য।

ইস্রায়েল দেশের অন্য দশ গোত্র যারা রহবিয়ামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তারা তাদের উপর রাজা হওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল যার নাম হল যারবিয়াম।তারা দেশের উত্তর ভাগে তাদের রাজ্য স্থাপনা করল আর সেটিকে বলা হত ইস্রায়েল রাজ্য।

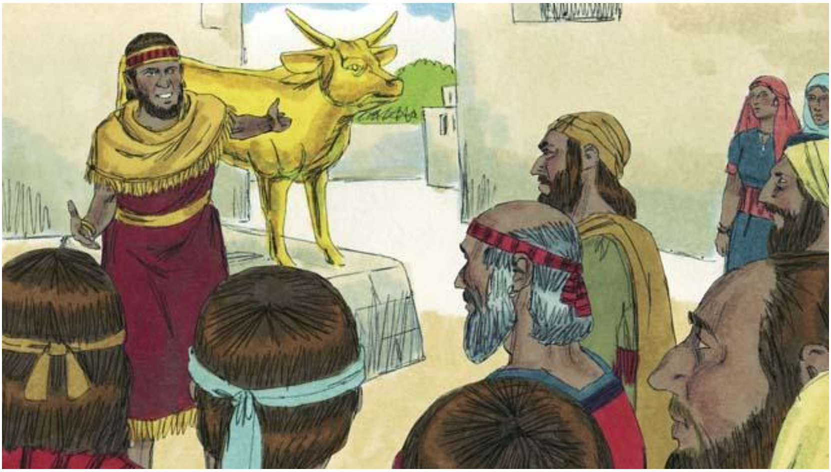

যারবিয়াম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন আর লোকেদের পাপ করলেন।তিনি তার লোকেদের জন্য যিহুদা রাজ্যের মন্দিরের যীহোবা ঈশ্বরের জায়গায় পুজো করার জন্য দুটি মূর্তি তৈরী করলেন।

যিহুদা রাজ্য ও ইসরাইল রাজ্য একেঅপরের শত্রু হল আর প্রায়ই একেঅপরের সাথে লড়াইও করত।

ইস্রায়েলের নতুন রাজ্যে সকল রাজারাই ছিল দুষ্ট।বেশিরভাগ রাজারাই অন্য ইসরাইলবাসীর দ্বারা মারা পড়ল যারা তার জায়গায় রাজা হতে চাইত।

ইস্রায়েল রাজ্যের সকল রাজা আর প্রজা মূর্তি পুজো করত। তাদের মূর্তি পূজায় প্রায়ই যৌন অনৈতিকতা আর শিশু বলিও সন্মিলিত হত।

যিহুদার রাজারা ছিলেন দায়ূদের বংশ।এদের মধ্যে কিছু রাজারা ছিল ভালো মানুষ যারা ন্যায়পূর্বক রাজত্ব ও ঈশ্বরের আরাধনা করেছিল। কিন্তু যিহুদার বেশিরভাগ রাজারাই ছিলেন দুষ্ট, ভ্রষ্ট আর তারা মূর্তি পুজো করত। এমনকি কিছু রাজারা তাদের সন্তানদের মিথ্যে দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গও করেছিল।যিহুদার বেশিরভাগ লোকেরাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল আর অন্য দেব-দেবীর আরাধনা করেছিল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-১ রাজাবলি ১-৬; ১১-১২

ভাববাদিগণ

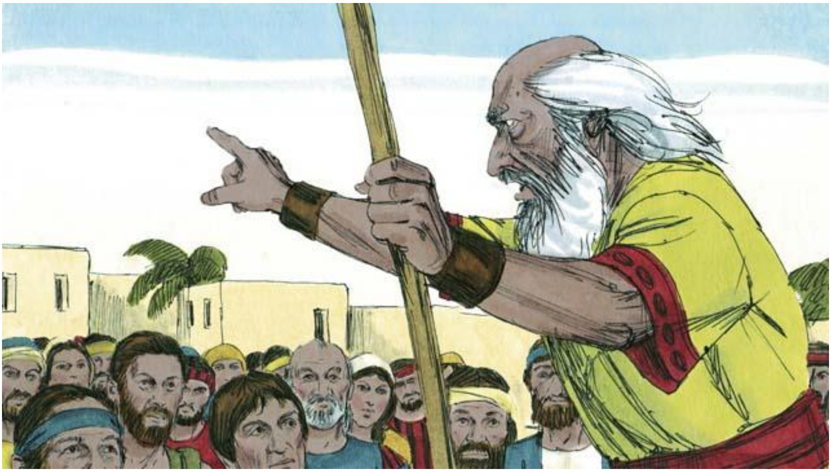

ইস্রায়েলের ইতিহাস কালে ঈশ্বর তাদের কাছে ভাববাদীগণদের পাঠিয়েছেন। ভাববাদীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনতেন আর তারপর লোকেদের কাছে ঈশ্বরের সংবাদ শুনাতেন।

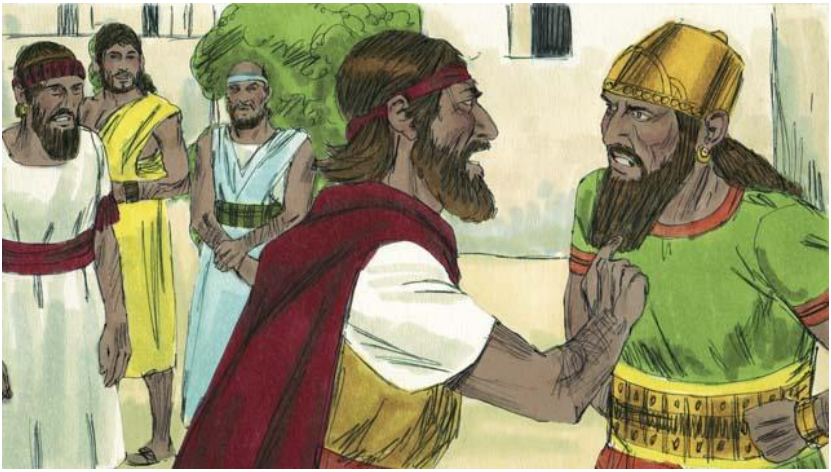

এলিয় ছিলেন ইস্রায়েল রাজ্যের আহাব রাজার রাজত্ব কালের এক ভাববাদী। আহাব ছিলেন এক দুষ্ট লোক যিনি লোকেদের বালদেব নামক এক মিথ্যে দেবতার আরাধনা করতে উৎসাহ দিতেন।এলিয় আহাবকে বললেন, “ইস্রায়েল রাজ্যে তত দিন কোনো বৃষ্টি হবে না যত দিন না আমি আজ্ঞা দিই।”এটি আহাবকে ভীষণ রাগিয়ে দিয়েছিল ।

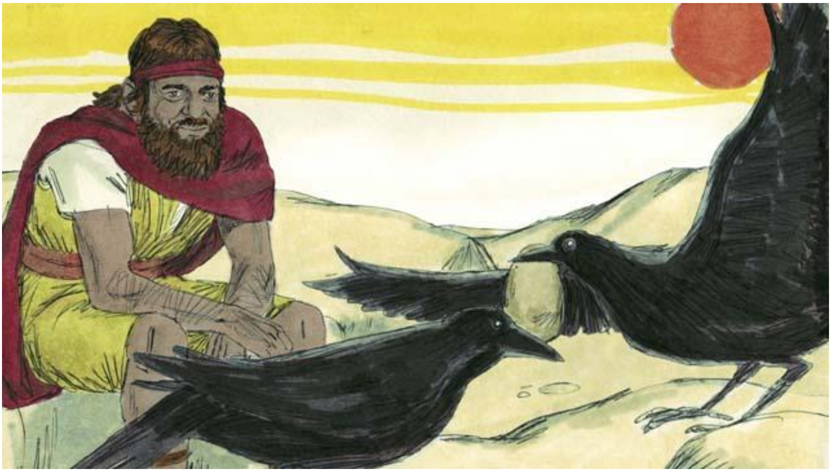

ঈশ্বর এলিয়কে বললেন আহাব যে তোমাকে হত্যা করতে চায় তার কাছ থেকে লুকিয়ে মরুভূমির এক ঝর্ণার কাছে যাও। প্রতি সকালে ও বিকেলে, পাখিরা তার জন্য রুটি আর মাংস এনে দিত।আহাব ও তার সৈন্য এলিয়কে খুঁজল কিন্তু পেল না।দুর্ভিক্ষটি এতই প্রবল ছিল যে শেষপর্যন্ত ঝর্ণাটিও শুকিয়ে গেল।

তাই এলিয় প্রতিবেশী দেশে চলে গেলেন।সে দেশের এক বিধবা ও তার ছেলের খাবার প্রায় ফুরিয়ে গেল দুর্ভিক্ষের জন্য। কিন্তু তারা এলিয়র দেখাশুনা করল আর ঈশ্বর তাদের খাদ্যের যোগান দিলেন যেন তাদের বয়েমের আটা ও শিশির তেল না ফুরায়।সম্পূর্ণ দুর্ভিক্ষতে তাদের কাছে খাদ্য ছিল।এলিয় সেখানে কিছু বছর কাটালেন।

সাড়ে তিন বছর পর, ঈশ্বর এলিয়কে ইস্রায়েল রাজ্যে ফিরে যেতে বললেন এবং আহাবকে বলতে বললেন যে তিনি আবার বৃষ্টি পাঠাচ্ছেন। যখন আহাব এলিয়কে দেখলেন তিনি বললেন, “এই যে তুমি গোলযোগকারী!”এলিয় প্রতিউত্তরে বললেন, “তুমিই গোলযোগকারী!তুমি সত্য ঈশ্বর সদাপ্রভুকে পরিত্যাগ করেছ আর বালদেবের আরাধনা করেছ। ইস্রায়েল রাজ্যের সকল লোকেদের কর্ম্মিল পর্বতে নিয়ে এসো।”

ইসরাইল রাজ্যের সকল লোক যার মধ্যে বালদেবের ৪৫০জন ভাববাদীরাও ছিল কর্ম্মিল পর্বতে এলো। এলিয় লোকেদের বললেন, “কত কাল তোমরা তোমাদের মন বদলাতে থাকবে?যদি সদাপ্রভু ঈশ্বর হন তাহলে তার সেবা কর!যদি বালদেব ঈশ্বর হয় তবে তার সেবা কর!”

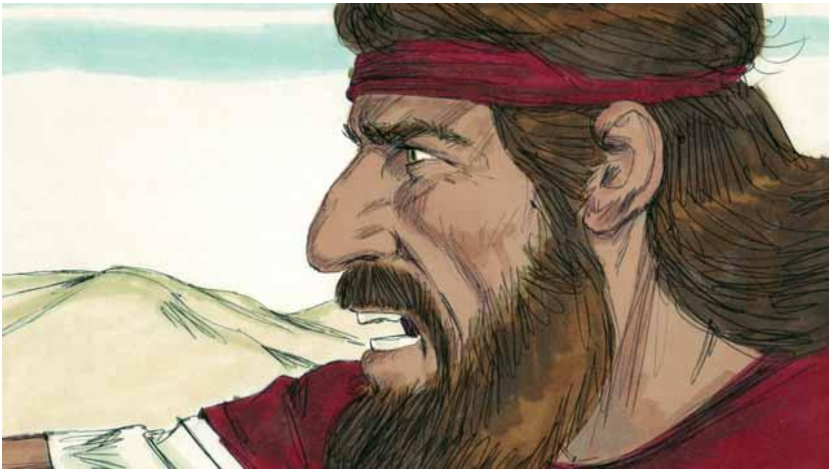

তারপর এলিয় বালদেবের ভাববাদীদের বললেন, “এক বৃষের বলি দাও আর তা উৎসর্গের প্রস্তুতি কর কিন্তু তাতে আগুন দেবে না।আমিও ঠিক তেমনই করব।যে ঈশ্বর আগুন দ্বারা উত্তর দেবেন তিনিই সত্য ঈশ্বর।তাই বালদেবের যাজকগন একটি বলি প্রস্তুত করল কিন্তু তাতে আগুন ধরালো না।

তারপর বালদেবের ভাববাদীরা বালদেবের কাছে প্রার্থনা করল, “আমাদের প্রার্থনায় কান দাও, হে বালদেব!”সারাদিন ধরে তারা প্রার্থনা আর চিৎকার করল আর এমনকি নিজেদের ছুরি দিয়ে আঘাতও করল, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।

দিনের শেষে এলিয় ঈশ্বরের জন্য এক বলিদান প্রস্তুত করলেন।তারপর তিনি লোকেদের বললেন বারোটি বিরাট জলের পাত্র বলিদানের উপর ঢালতে যতক্ষণ না মাংস, কাঠ আর এমনকি বেদির চারপাশের মাটি জলমগ্ন না হয়।

তারপর এলিয় প্রার্থনা করলেন, “হে প্রভু সদাপ্রভু, আব্রাহাম, ইসহাক আর যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের আজ দেখান যে আপনিই ইসরায়েলের ঈশ্বর আর আমি আপনার দাস।আমাকে উত্তর দিন যেন এই লোকেরা জানতে পারে যে আপনি সত্য ঈশ্বর।”

তক্ষনাৎ, আকাশ থেকে আগুন নেমে এলো আর মাংস, কাঠ, পাথর, মাটি আর এমনকি বেদীর চারধারের জলকেও পুড়িয়ে ফেলল।যখন লোকেরা তা দেখল, তারা ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল আর বলল, “সদাপ্রভুই হলেন ঈশ্বর!সদাপ্রভুই হলেন ঈশ্বর!”

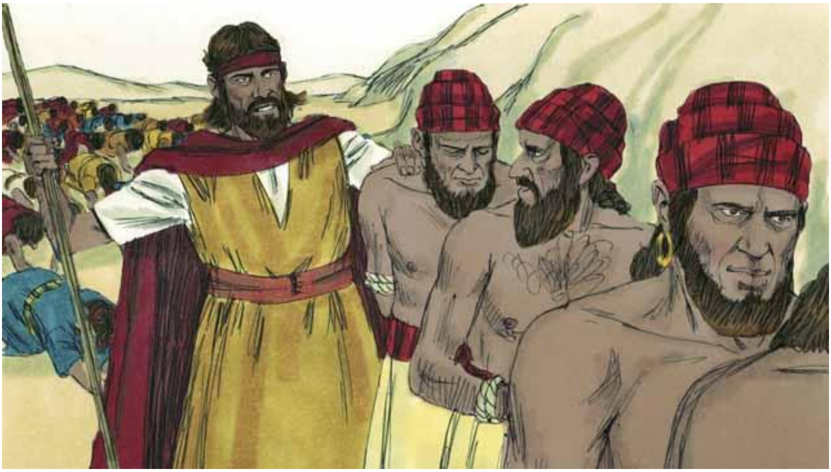

তখন এলিয় বললেন, “বালদেবের একজনও ভাববাদিকে পালাতে দিও না!”তাই লোকেরা বালদেবের ভাববাদীদের ধরল আর সেখান থেকে দুরে নিয়ে গেল আর তাদের মেরে ফেলল।

তারপর এলিয় আহাবকে বললেন, “নগরে এক্ষনি ফিরে যাও, কেননা বৃষ্টি আসছে।”শীঘ্রই আকাশ কালো হল আর প্রচন্ড বৃষ্টি আরম্ভ হল।সদাপ্রভু দুর্ভিক্ষ শেষ করলেন আর প্রমান করলেন যে তিনিই সত্য ঈশ্বর।

এলিয়ের সময়ের পর, ঈশ্বর তার ভাববাদী হওয়ার জন্য ইলীশায় নামক এক ব্যক্তির নির্বাচন করলেন।ঈশ্বর বহু চমৎকার ইলীশায়ের দ্বারা করলেন।একটি চমৎকার নামানের সাথে ঘটল, যিনি একজন শত্রু সেনাপতি ছিলেন আর যার ভীষণ চর্মরোগ হয়েছিল।তিনি ইলীশায়ের বিষয়ে শুনেছিলেন তাই তিনি তার কাছে গেলেন আর তাকে সুস্থ করার জন্য ইলীশায়কে মিনতি করলেন। ইলীশায় নামানকে বললেন যর্দ্দন নদীতে সাত বার ডুব দিতে।

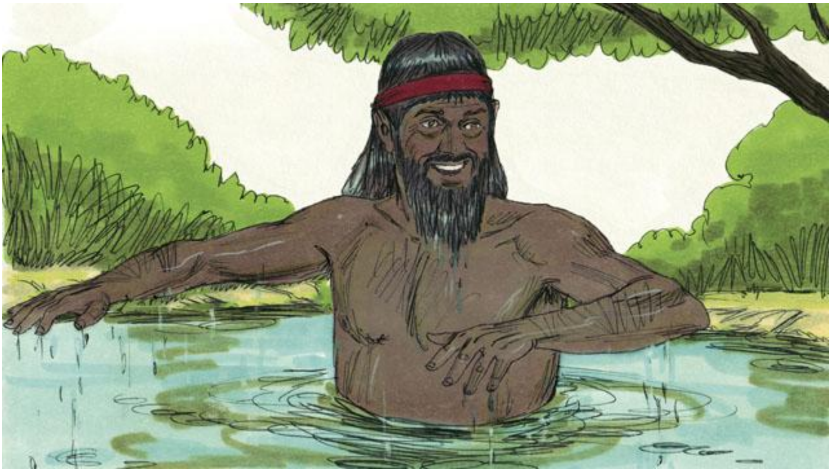

প্রথমে নামান রেগে গেলেন আর তা করতে চাইলেন না কেননা তা মূর্খতাপূর্ণ দেখাচ্ছিল।কিন্তু পরে তিনি তার মন বদলালেন আর নিজেকে যর্দ্দন নদীতে সাত বার ডুব দেওয়ালেন।যখন তিনি অন্তিম বার ডুব দিয়ে উঠে এলেন, তার চম্র সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হল।ঈশ্বর তাকে সুস্থতা দিয়েছিলেন।

ঈশ্বর আরো অনেক ভাববাদীদের পাঠিয়েছিলেন।তারা সকলে লোকেদের মূর্তি পূজা বন্ধ করতে আর অন্যদের ন্যায়পরায়ণতা আর দয়া দেখাতে বলেছিলেন । ভাববাদীরা লোকেদের সতর্ক করেছিল যে যদি তারা দুষ্টতা করা বন্ধ না করে আর ঈশ্বরের বাধ্য না হয় তাহলে ঈশ্বর তাদের দোষ বিচার করে তাদের শাস্তি দেবেন।

বেশিরভাগ সময়ই লোকেরা ঈশ্বরের বাধ্য হয়নি। তারা প্রায়ই ভাববাদীদের সাথে দূর্ব্যবহার করত এবং এমনকি কখনও মেরেও ফেলত।একবার, যিরমিয় ভাববাদিকে এক শুকনো কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল আর সেখানেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মরে যাওয়ার জন্য। তিনি কুয়োর তলের কাঁদায় ডুবে যান, কিন্তু তখন তার প্রতি রাজার দয়া হয় আর তিনি তার দাসেদের আদেশদেন যিরমিয়কে কুয়ো থেকে তুলতে মরা যাওয়ার আগে।

ভাববাদীরা নিরন্তর ঈশ্বরের সংবাদ শুনাতেন যদিও লোকেরা তাদের ঘৃণা করত।তারা লোকেদের সতর্ক করত যে যদি তারা অনুশোচনা না করে তবে ঈশ্বর তাদের বিনাশ করবেন।তারা লোকেদের আরও মনে করিয়ে দিত যে ঈশ্বরের খ্রীষ্ট আসবেন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-১ রাজাবলি ১৬-১৮; ২ রাজাবলি৫; যীরমিয় ৩৮

নির্বাসন আর ফিরে আসা

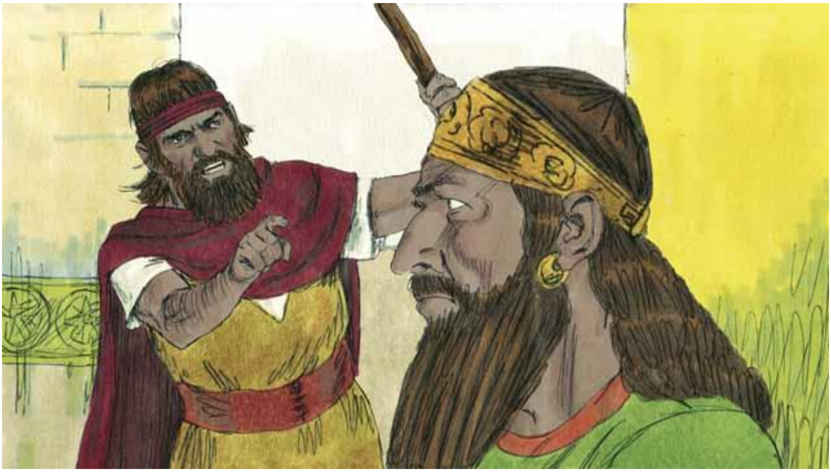

ইস্রায়েল রাজ্য আর যিহুদা রাজ্য দুজনেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল।তারা সেই নিয়ম ভাঙ্গলো যা ঈশ্বর সীনয় পর্বতে তাদের সাথে স্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বর তার ভাববাদীদের পাঠালেন তাদের সতর্ক করে অনুশোচনা করতে ও ঈশ্বরের আরাধনা পুনরায় করার জন্য, কিন্তু তারা তা মানতে রাজি হল না।

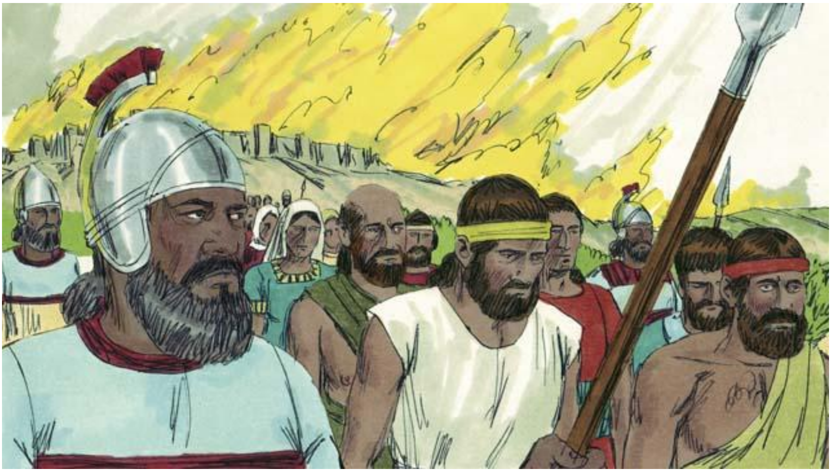

তাই ঈশ্বর দু রাজ্যকেই শাস্তি স্বরূপ তাদের শত্রুদের অনুমতি দিলেন তাদের ধ্বংস করতে । অশুরীয় সাম্রাজ্য, এক শক্তিশালী, নিষ্টুর দেশ, ইস্রায়েল রাজ্যকে ধ্বংস করল। অশুরীয়রা ইস্রায়েল রাজ্যের বহু লোকেদের মেরে ফেলল, সকল দামী সামগ্রী লুট করল আর দেশের অধিকাংশ জ্বালিয়ে দিল।

অশুরীয়রা সকল নেতাদের, ধনী ব্যক্তিদের আর কলাকৌশলে নিপুন ব্যক্তিদের একত্র করে অশুরদেশে নিয়ে গেল।কেবল কিছু খুব গরিব ইস্রায়লীয় যারা মারা যায় নি তারা ইস্রায়েল রাজ্যে রয়ে গেল।

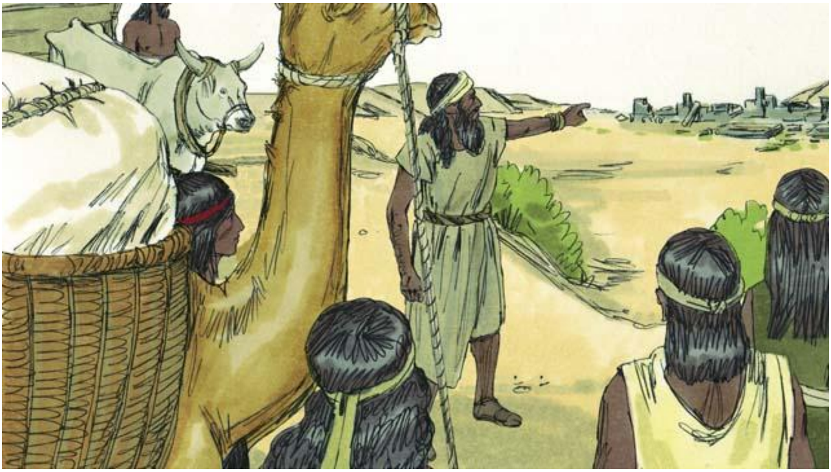

তারপর অশুরীয়েরা বিদেশীদের সে দেশে নিয়ে এলো বসবাস করার জন্য যেখানে ইস্রায়েল রাজ্য ছিল ।বিদেশীরা সেই ধ্বংস প্রাপ্ত নগরকে আবার স্থাপিত করল এবং সেখানকার বাকি ইস্রায়লীয়দের সাথে বিবাহ করল।ইস্রায়েলিয়দের সন্তানসন্ততি যারা বিদেশীদের বিয়ে করল তাদের সন্তানদের বলা হয় শমরিয়াবাসী।

যিহুদা রাজ্যের লোকেরা দেখল যে কিভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েল রাজ্যের লোকেদের অবিশ্বাস্যতার ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তারা তবুও মূর্তির পুজো করতে থাকল, যার মধ্যে কানানের দেব-দেবীও ছিল।ঈশ্বর ভাববাদীদের পাঠালেন তাদের সতর্ক করার জন্য কিন্তু তারা তা শুনতে রাজি হলেন না।

১০০ বছর পর অশুরবাসীরা ইসরাইলের রাজ্যকে নষ্ট করে, ঈশ্বর নবূখদনিৎসরকে পাঠান যিহুদার রাজ্যকে আক্রমন করতে, তিনি হলেন ব্যাবিলনের রাজা ।ব্যাবিলন একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল।যিহুদার রাজা, নবূখদনিৎসরের দাসত্ব করতে আর তাকে প্রত্যেক বছর এক বিরাট রাশির টাকা দিতে রাজি হন।

কিন্তু অল্প কিছু বছর পর, যিহুদার রাজা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল৷তাই, বাবিলিয়রা ফিরে এলো আর যিহুদার রাজ্যকে আক্রমন করল৷তারা যেরুশালেমের নগর ঘেরাও করল, মন্দির ধ্বংস করল আর নগরের আর মন্দিরের সকল সম্পত্তি নিয়ে গেল৷

বিদ্রোহের জন্য যিহুদা রাজাকে শাস্তি দিতে, নবূখদনিৎসরের সৈন্য তার সামনেই তার ছেলেদের হত্যা করে আর তারপর তাকে অন্ধ করে দেয়৷তারপর, তারা রাজাকে ব্যাবিলনের জেলে মরার জন্য নিয়ে গেল৷

নবূখদনিৎসর আর তার সৈন্য যিহুদার প্রায় সকল লোকেদের ব্যাবিলনে নিয়ে যায়, কেবল খুব গরিবদের চাষাবাদ করতে ছেড়ে দেয়।এই সময় কালটিকে যখন ঈশ্বরের লোকেদের বলপূর্বক প্রতিজ্ঞার দেশকে ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল সেটিকে বলা হয় নির্বাসন।

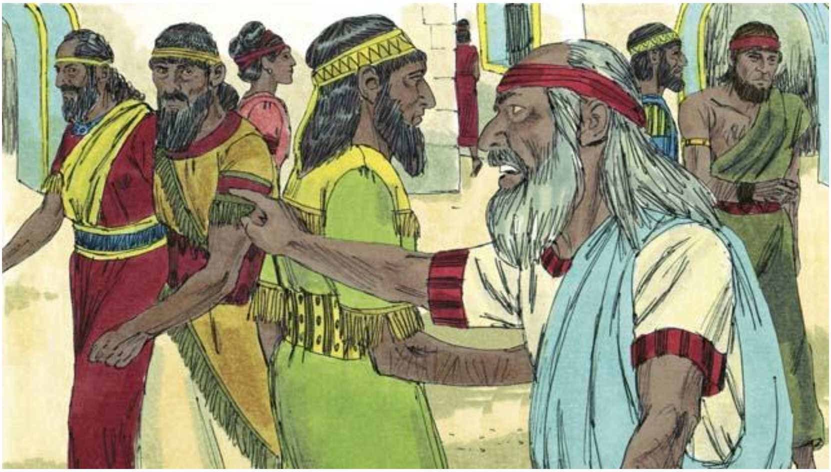

যদিও ঈশ্বর তার লোকেদের তাদের পাপের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন তবুও তিনি তাদের এবং তার প্রতিজ্ঞাগুলোকে ভুললেন না।ঈশ্বর নিরন্তর তার লোকেদের উপর দৃষ্টি রাখতেন আর তার ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সত্তর বছর পর, তারা আবার প্রতিজ্ঞার দেশে ফিরে আসতে পারবে।

প্রায় সত্তর বছর পর, পারস্য-রাজ কোরস, ব্যাবিলনকে পরাজিত করেন, তাই ব্যাবিলনের জায়গায় পারস্য দেশ হল। ইস্রায়লীয়দের এখন ইহুদি বলা হত আর বেশিরভাগ লোকেরাই তাদের সম্পূর্ণ জীবন ব্যাবিলনে কাটালেন। কেবল কিছু পুরনো ইহুদি লোকেরাই যিহুদা দেশের কথা মনে রাখল।

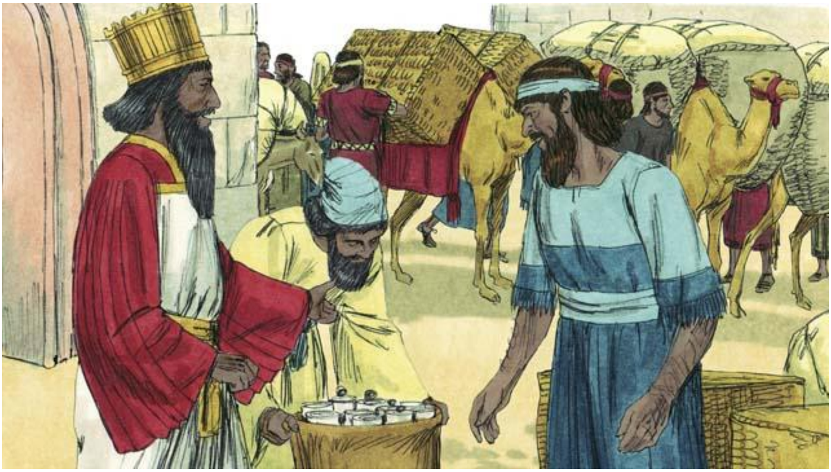

পারস্যের সাম্রাজ্য শক্তিশালী ছিল কিন্তু তাদের জয়প্রাপ্ত লোকেদের প্রতি দয়াবান ছিল।পারস্যে কোরসের রাজা হওয়ার কিছু সময় পরে, তিনি এক আদেশ দেন যে কোনো ইহুদি যে যিহুদাতে ফিরতে চায় সে পারস্য ছাড়তে পারে আর যিহুদাতে ফিরতে পারে।তিনি এমনকি তাদের টাকাও দিলেন মন্দিরটিকে পুনরায় বানাতে। তাই, নির্বাসনের সত্তর বছর পর, ইহুদিদের একটি ছোট দল যিহুদার যেরুশালেমে ফিরে এলো।

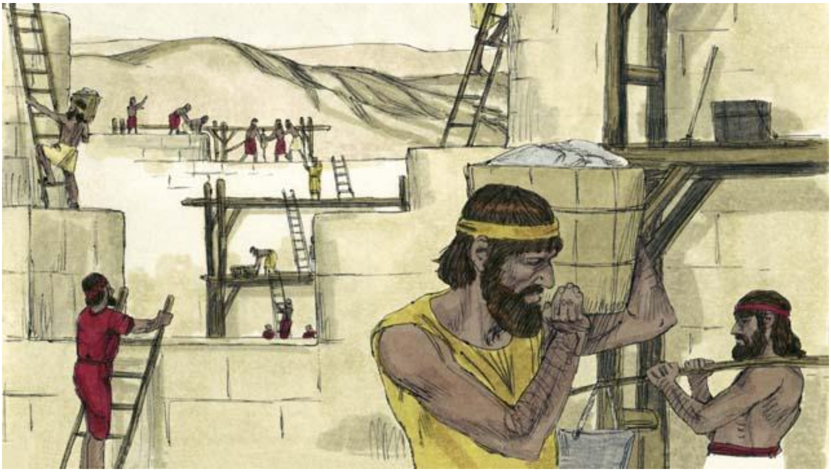

যখন লোকেরা যেরুশালেমে পৌঁছালো, তারা মন্দিরটিকে আবার বানালো আর নগরের চারপাশে দেওয়াল বানালো।যদিও তারা অন্যদের দ্বারা শাসিত হল, তবুও আবার একবার তারা প্রতিজ্ঞার দেশে থাকতে আরম্ভ করল আর মন্দিরে আরাধনা করা শুরু করল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-২ রাজাবলি ১৭; ২৪-২৫; ২ বংশাবলি ৩৬; ইষ্রা ১-১০; নহিমিয় ১-১৩

ঈশ্বর খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রতিজ্ঞা করেন

শুরু থেকেই, ঈশ্বর খ্রীষ্টকে পাঠাবার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রতিজ্ঞা প্রথমে আদম আর হবার কাছে করা হয়েছিল।ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে হবার এক উত্তরাধিকারী জন্মাবেন যিনি সাপের মাথা থেতলে ধ্বংস করবেন।যে সাপটি হবাকে ছলনা করেছিল সে হল শয়তান।প্রতিজ্ঞাটির অর্থ হল যে খ্রীষ্ট শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবেন।

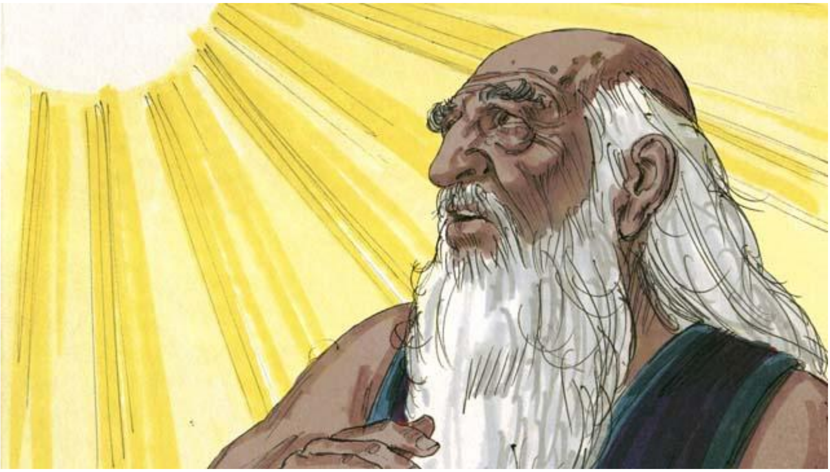

ঈশ্বর আব্রাহামকে প্রতিজ্ঞা করেন যে তার দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতি অশির্বাদিত হবে।এই আশির্বাদ তখনই ফলিত হবে যখন ভবিষ্যতে কোনো কালে খ্রীষ্ট আসবেন।তিনি এসব সম্ভব করবেন যেন পৃথিবীর সকল জাতির লোকেরা উদ্ধার পায়।

ঈশ্বর মোশীকে প্রতিজ্ঞা করেন যে ভবিষতে তিনি মোশীর মত একজন ভাববাদী উৎপন্ন করবেন। এটা ছিল খ্রীষ্ট বিষয়ক আর একটি প্রতিজ্ঞা যিনি কিছুকাল পরই আসবেন।

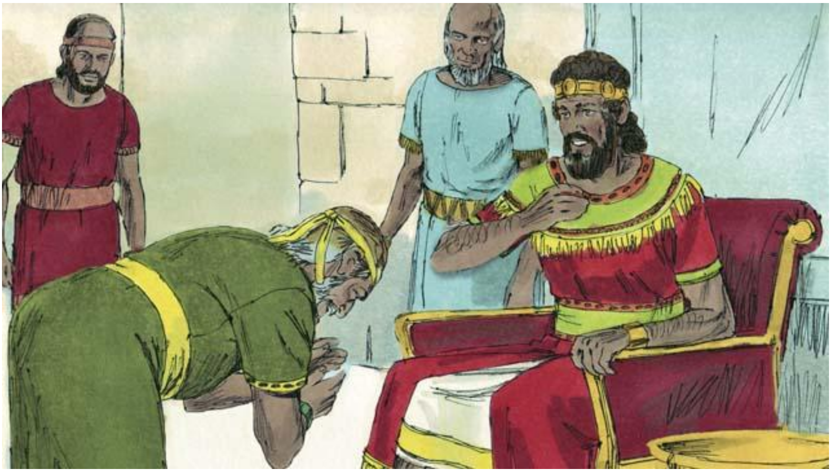

ঈশ্বর রাজা দায়ূদকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার আগামী বংশের একজন ঈশ্বরের লোকেদের উপর চিরকালের জন্য রাজত্ব করবেন। এটির অর্থ হল যে খ্রীষ্ট দায়ূদের নিজকুলেরই উত্তরাধিকারী হবেন।

ভাববাদী যিরমিয়ের দ্বারা, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি একটি নতুন নিয়ম স্থাপন করবেন, কিন্তু তা সীনয় পর্বতে ইস্রায়লীয়দের সাথে ঈশ্বরের করা নিয়মের মত নয়। নতুন নিয়মে, ঈশ্বর লোকেদের হৃদয়ে তার ব্যবস্থা লিখবেন, যেন লোকেরা ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারে, তারা হবে তার প্রজা, আর ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করবেন।খ্রীষ্টই নতুন নিয়ম স্থাপন করবেন।

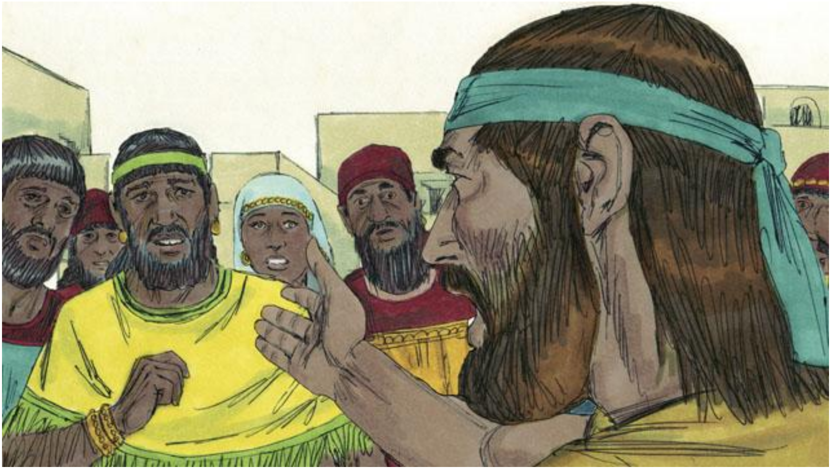

ঈশ্বরের ভাববাদিগণরাও বলেছে যে খ্রীষ্ট একজন ভাববাদী, একজন যাজক, আর একজন রাজা হবেন।ভাববাদী হলেন এমন একজন যিনি ঈশ্বরের বাক্য শোনেন আর তারপর লোকেদের ঈশ্বরের কাছ থেকে শোনা বাক্যগুলো ঘোষণা করেন।খ্রীষ্ট যাকে পাঠাবার বিষয়ে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনিই হবেন সর্বত্তোম ভাববাদী।

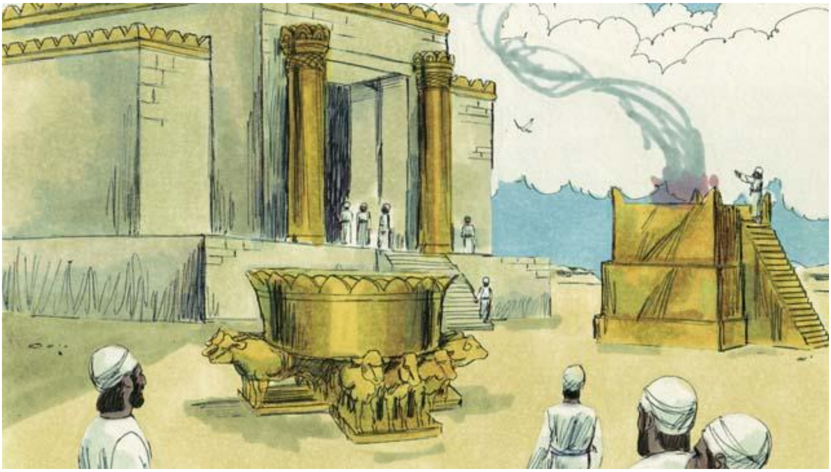

ইস্রায়লীয় যাজকেরা লোকেদের হয়ে তাদের পাপের শাস্তির এক পরিপূরকরূপে ঈশ্বরের কাছে বলি উৎসর্গ করত।যাজকেরা লোকেদের জন্য প্রার্থনাও করত।খ্রীষ্ট হবেন সেই সর্বোৎকৃষ্ট মহাযাজক যিনি নিজেকে একটি পূর্ণ বলিরূপে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করবেন।

একজন রাজা হলেন যিনি একটি রাজ্য রাজত্ব করেন আর লোকেদের ন্যায় করেন।খ্রীষ্ট হবেন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহারাজ যিনি তার পূর্বপুরুষের সিংহাসনে বিরাজমান হবেন।তিনি সম্পূর্ণ পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবেন, আর চিরকাল সততার সাথে ন্যায়বিচার করবেন আর সঠিক নির্ণয় নেবেন।

ঈশ্বরের ভাববাদীরা অন্য আরও অনেক কথা খ্রীষ্টের বিষয়ে বলেছিলেন।মালাখি ভাববাদী ভাববাণী করেছেন যে এক মহান ভাববাদী আসবেন খ্রীষ্টের পূর্বে।যিশাইয় ভাববাদী ভাববাণী করেছেন যে খ্রীষ্ট এক কুমারীর দ্বারা জন্মাবেন।মীখা ভাববাদী বলেছেন যে তিনি বৈৎলেহম নগরে জন্মাবেন।

যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন যে খ্রীষ্ট গালীল প্রদেশে বসবাস করবেন, চূর্ণ হৃদয়ী লোকেদের সান্তনা দেবেন, আর বন্দিদের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন আর বন্দিদের মুক্ত করবেন।তিনি আরও বলেছেন যে খ্রীষ্ট রোগীদের সুস্থ করবেন আর তাদের যারা শুনতে, দেখতে, বলতে বা হাঁটতে পারেনা।

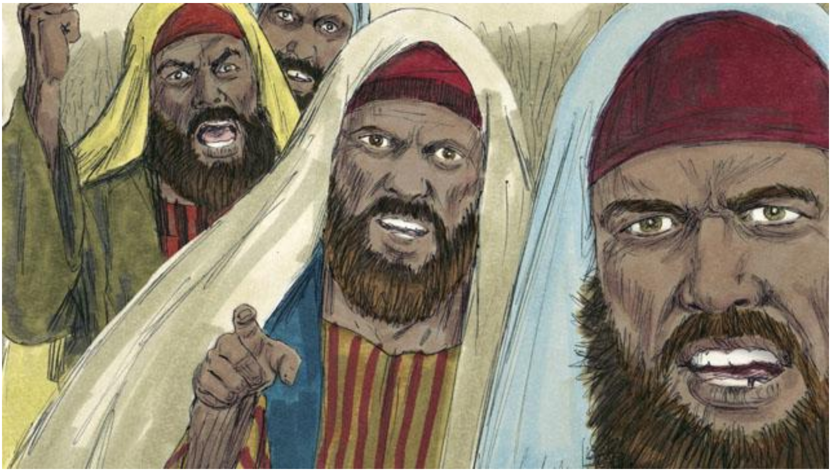

যিশাইয় ভাববাদী আরও ভাববাণী করেছেন যে খ্রীষ্টকে কোনো কারণ ছাড়া অন্যদের দ্বারা ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হতে হবে। অন্য ভাববাদিগণ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে যারা খ্রীষ্টকে হত্যা করবে তারা তার পোশাকের জন্য জুয়া খেলবে আর তার এক বন্ধুই তাকে প্রতারণা করবে।সখরিয় ভাববাদী ভাববাণী করেছেন যে সেই বন্ধুকে তিরিশটি রুপার মুদ্রা দেওয়া হবে খ্রীষ্টকে প্রতারণা করার জন্য।

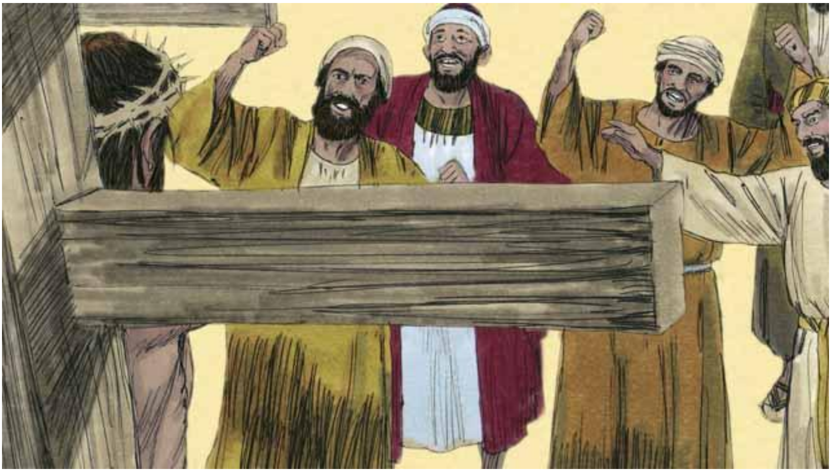

ভাববাদীরা আরো বলেছেন যে কিভাবে খ্রীষ্ট মারা যাবেন।যিশাইয় ভাববাণী করেছেন যে লোকেরা খ্রীষ্টের উপর থুতু ফেলবে, তাকে ঠাট্টা করবে ও থাকে আঘাত করবে। তারা তাকে বিদ্ধ করবে আর তিনি অনেক কষ্টে ও শোকে মারা যাবেন, যদিও তিনি ভুল কিছুই করে থাকবেন না।

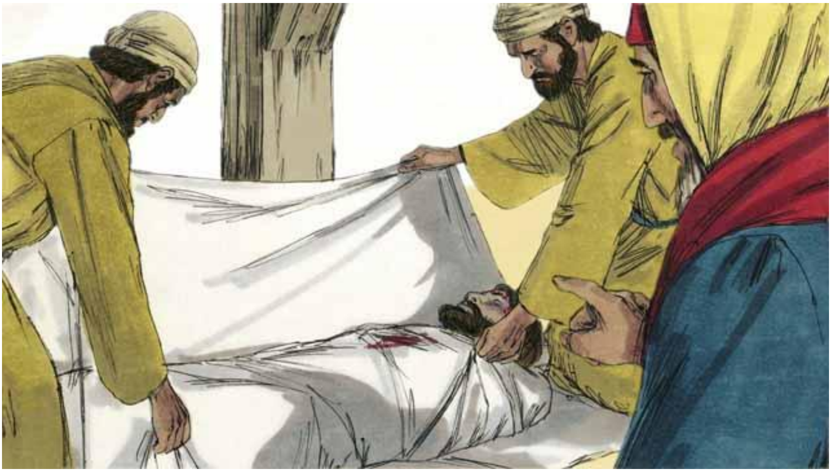

ভাববাদী আরো বলেছেন যে খ্রীষ্ট সর্বসিদ্ধ হবেন, কেননা তার মধ্যে কোনো পাপ থাকবে না।তিনি মারা যাবেন অন্যদের জন্য পাপের শাস্তি গ্রহণ করে। তার শাস্তি গ্রহণ লোকেদের আর ঈশ্বরের মধ্যে শান্তি স্তাপন করবে।এই কারণে, খ্রীষ্টকে চুর্ন করাটা ছিল ঈশ্বরের যোজনা।

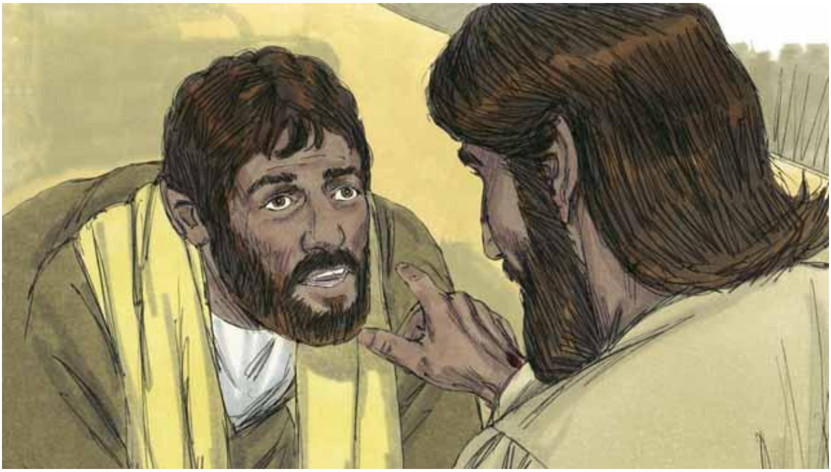

ভাববাদীরা ভাববাণী করেছে যে খ্রীষ্ট মরবেন আর ঈশ্বর তাকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিতও করবেন।খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা, ঈশ্বর পাপীদের উদ্ধারের যোজনা পূর্ণ করবেন আর নতুন নিয়ম আরম্ভ করবেন।

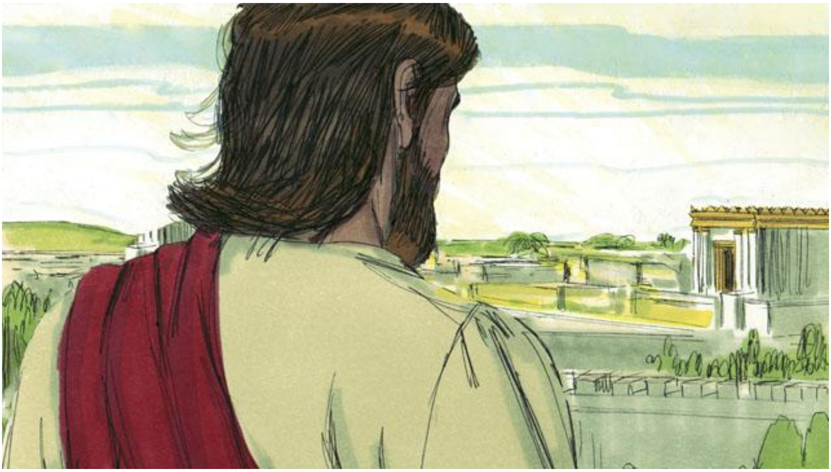

ঈশ্বর লোকেদের কাছে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কিছু প্রকাশিত করেছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট সেই ভাববাদীদের করোও সময়কালে আসেননি৷ শেষ ভাববাণী বলার প্রায় ৪০০ বছরেরও বেশি সময়ের পর, ঠিক সঠিক সময়ে, ঈশ্বর খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে পাঠাবেন৷

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-আদিপুস্তক ৩:১৫; ১২:১-৩; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫; ২ শমূয়েল ৭; যিরমিয় ৩১; যিশাইয় ৫৯:১৬; দানিয়েল ৭; মালাখি ৪:৫; যিশাইয় ৭:১৪; মীখা ৫:২; যিশাইয় ৯:১-৭; ৩৫:৩-৫; ৬১:৫৩; গীতসংহিতা ২২:১৮; ৩৫:১৯; ৬৯:৪; ৪১:৯; সখরিয় ১১:১২-১৩; যিশাইয় ৫০:৬; গীতসংহিতা ১৬:১০-১১

যোহনের জন্ম

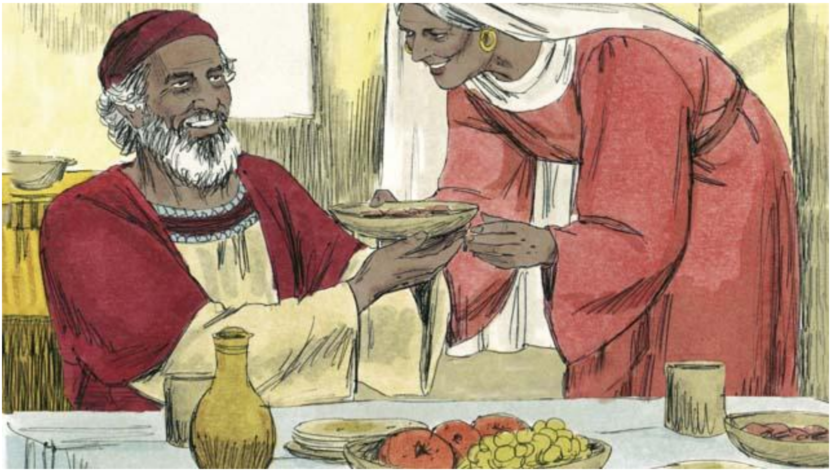

অতীতে, ঈশ্বর তার লোকেদের মাধমে, তার স্বর্গদূতদের দ্বারা আর ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলেছেন।কিন্তু তখন প্রায় ৪০০ বছর পেরিয়ে গিয়েছিল যখন তিনি তাদের সাথে কোনো কথা বলেননি।হঠাৎ ঈশ্বরের এক দূত ঈশ্বরের এক সংবাদ নিয়ে এক বৃদ্ধ যাজকের কাছে এলো যার নাম ছিল সখরিয়। সখরিয় ও তার স্ত্রী ইলীশাবেত ভক্তিশীল মানুষ ছিলেন, কিন্তু তারা কোনো সন্তান জন্মাবার জন্য সক্ষম ছিলেন না।

স্বর্গদূত সখরিয়কে বললেন, “তোমার স্ত্রী একটি সন্তান জন্মাবেন। তুমি তার নাম রেখো যোহন।তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবেন, আর খ্রীষ্টের জন্য পথ প্রস্তুত করবেন!”সখরিয় উত্তর দেন, “সন্তান জন্মাবার জন্য আমার স্ত্রী আর আমি খুবিই বৃদ্ধ! আমি কি করে জানব যে এ সকল ঘটবে?”

সর্গদুত সখরিয়কে উত্তর দেন, “আমাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তোমাকে এই সুখবর দেওয়ার জন্য। যেহেতু তুমি আমায় বিশ্বাস করলে না, তাই শিশুটির জন্ম পর্যন্ত তুমি কথা বলতে পারবে না।”তক্ষনাৎই , সখরিয় আর কথা বলতে পারলেন না। তারপর সখরিয়কে ছেড়ে স্বর্গদূত চলে গেলেন।এর পর, সখরিয় বাড়ি ফিরে এলেন আর পরে তার স্ত্রী গর্ভবতী হলেন।

যখন ইলীশাবেতের গর্ভ ছয় মাস হল, সেই স্বর্গদূত ইলীশাবেতের আত্মীয় মরিয়মের কাছে আভির্ভূত হলেন।তিনি এক কুমারী ছিলেন আর যোষেফ নামক এক ব্যক্তির সাথে বিবাহের জন্য বাগদত্তা ছিলেন। স্বর্গদূত বললেন, “তুমি গর্ভবতী হবে আর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে।তুমি তার নাম যীশু রেখো।তিনি মহান ঈশ্বর সদাপ্রভুর পুত্র হবেন আর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

মরিয়ম উত্তর দিলেন, “এ কি করে সম্ভব, আমি যে একজন কুমারী?”তারপর স্বর্গদূত বর্ণনা দেন, “পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসবেন আর সদাপ্রভুর পরাক্রম তোমার উপর ছায়া করবে৷অতএব সেই শিশুটি হবেন, ঈশ্বরের পুত্র৷”মরিয়ম স্বর্গদূতের কথা গ্রহণ ও বিশ্বাস করলেন৷

মরিয়ম স্বর্গদূতের সাথে কথা বলার পরই, তিনি ইলীশাবেতের সাথে দেখা করতে চলে যান৷যে ক্ষণে ইলীশাবেত মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনলেন, ইলীশাবেতের গর্ভের শিশুটি লাফিয়ে উঠল৷ঈশ্বর তাদের জন্য কি করেছেন সে বিষয়ে সেই স্ত্রীলোকেরা একত্র মিলে আনন্দ করল৷ তিন মাস মরিয়ম ইলীশাবেতের কাছে থেকে, মরিয়ম ঘরে ফিরলেন৷

ইলীশাবেত তার শিশুটিকে জন্ম দেওয়ার পর, সখরিয় ও ইলীশাবেত শিশুটির নাম যোহন রাখলেন, যেমনটি স্বর্গদূত আদেশ দিয়েছিলেন।তারপর ঈশ্বর সখরিয়ের বাণী ফিরিয়ে দেন।সখরিয় বললেন, “ঈশ্বরের স্তুতি হোক, কেননা তিনি তার লোকেদের স্বরণ করেছেন! হে আমার পুত্র, তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভাববাদী হবে যে লোকেদের বলবে যে তারা কি করে তাদের পাপ থেকে রক্ষা পেতে পারে!”

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-লুক ১

প্রভু যীশুর জন্ম

মরিয়ম যোষেফ নামক এক ধার্মিক ব্যক্তির বাগদত্তা ছিলেন।যখন তিনি শুনলেন যে মরিয়ম গর্ভবতী, তখন তিনি জানতেন যে শিশুটি তার দ্বারা নয়। তিনি মরিয়মকে অসম্মানিত করতে চাইলেন না, তাই তিনি যোজনা করলেন যে তাকে গুপ্তভাবে বিবাহবিচ্ছেদ পত্র দেবেন। তার তা করবার পূর্বেই, এক স্বর্গদূত এলেন আর তাকে স্বপ্নে কথা বললেন।

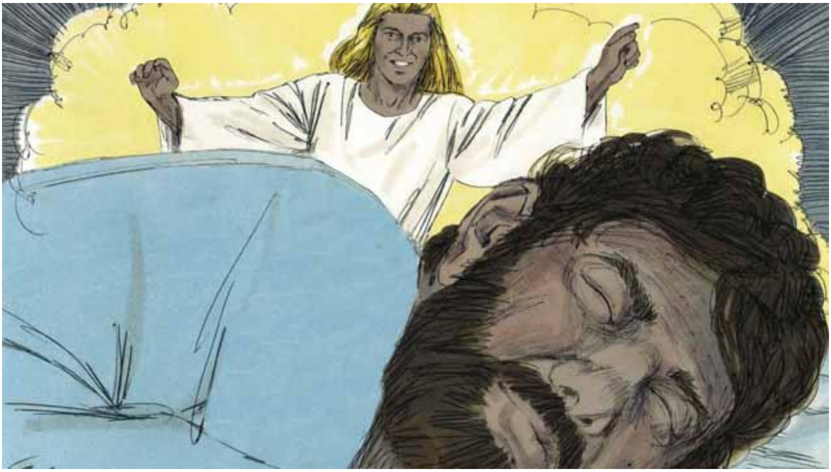

স্বর্গদূত বললেন, "যোষেফ, মরিয়মকে বিবাহ করে তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে ভয় কর না।তার গর্ভের শিশুটি পবিত্র আত্মার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে।সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে।তার নাম রেখো যীশু (যার অর্থ হল, যীহোবা বা সদাপ্রভু উদ্ধার করেন), কেননা তিনি লোকেদের পাপ থেকে উদ্ধার দেবেন।"

তাই যোষেফ মরিয়মকে বিবাহ করলেন আর তাকে তার স্ত্রী রূপে ঘরে নিয়ে গেলেন, কিন্তু তার সাথে একসাথে শুলেন না যতদিন না তিনি শিশুটির জন্ম দেন।

মরিয়মের জন্ম দেওয়ার দিন যখন কাছে এলো, রোমান সাম্রাজ্য সকলকে তাদের পূর্বপুরুষদের এলাকায় জনগণনার জন্য যেতে বলল। যোষেফ আর মরিয়মকে বহু দূরের যাত্রা করতে হবে, তাদের বাসস্থান নাসরৎ থেকে বৈৎলেহমে যেতে হবে কেননা তাদের পূর্বপুরুষ ছিল দায়ূদ যার বাসস্থান ছিল বৈৎলেহম।

যখন তারা বৈৎলেহমে পৌঁছাল তখন সেখানে থাকার কোনো জায়গা তারা পেল না।একটি জায়গা তারা পেল সেটা হল পশুদের থাকার জায়গা।শিশুটির জন্ম সেখানেই হয় আর তার মা তাকে পশুর খাওয়ার পাত্রে শুইয়ে দেন কেননা তাদের কাছে তার জন্য কোনো বিছানা ছিল না। তারা তার নাম রাখলেন যীশু।

সেই রাতে, কিছু মেষপালক ধারে কাছের ময়দানে তাদের মেষদের চরাছিলেন। হঠাৎ, এক উজ্জ্বল স্বর্গদূত তাদের কাছে আভির্ভূত হন আর তাতে তারা ভয় পায়।স্বর্গদূত তাদের বললেন, “ভয় পেয় না, কেননা আমার কাছে তোমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। সেই খ্রীষ্ট, প্রভুর জন্ম বৈৎলেহমে হয়েছে!”

“যাও শিশুটির অনুসন্ধান কর আর তোমরা তাকে একটি কাপড়ে পেচানো আর পশুদের খাওয়ার পাত্রে শুয়ানো পাবে।হঠাৎ, আকাশ ঈশ্বরের স্তুতি গান গাওয়া স্বর্গদূতের দ্বারা ভরে গেল, যারা বলছিল, “ঈশ্বরের মহিমা স্বর্গলোকে হোক আর তার অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকেদের উপর পৃথিবীতে শান্তি হোক।

মেষপালকেরা শীগ্রই পৌছালো সেই জায়গায় যেখানে যীশু ছিলেন আর তারা তাকে পশুদের খাওয়ার পাত্রে শুয়ানো পেল, যেমনটি স্বর্গদূত তাদের বলেছিলেন।তারা খুবিই উৎসাহিত হল।মরিয়মও খুব আনন্দিত ছিলেন।মেষপালকেরা মাঠে ফিরে এলেন যেখানে তাদের মেষরা ছিল, যাকিছু তারা শুনেছিল আর দেখেছিল তার জন্য ঈশ্বরের স্তুতি করল।

কিছু সময় পর, পূর্ব দেশসমূহ থেকে জোতিষীরা এলেন আকাশে একটি অস্বাভাবিক তারাকে অনুস্বরণ করে৷ তারা অনুভব করেছিলেন যে এর অর্থ হল যে ইহুদিদের এক নতুন রাজা জন্ম নিয়েছেন৷তাই, তারা এক বিরাট দূরত্ব যাত্রা করেছিলেন এই রাজার দর্শন করতে৷তারা বৈৎলেহমে এলেন আর সেই গৃহ খুঁজে বের করলেন যেখানে যীশু ও তার অভিভাবকরা ছিলেন৷

যখন জোতিষীরা যীশুকে দেখলেন তার মায়ের সাথে, তখন তারা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন আর তাকে আরাধনা করলেন৷তারা যীশুকে দামী দ্রব্য সকল উপহার দিলেন৷তারপর তারা বাড়িতে ফিরে গেলেন৷

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ১; লুক ২

যোহন প্রভু যীশুকে বাপ্তিস্ম দেন

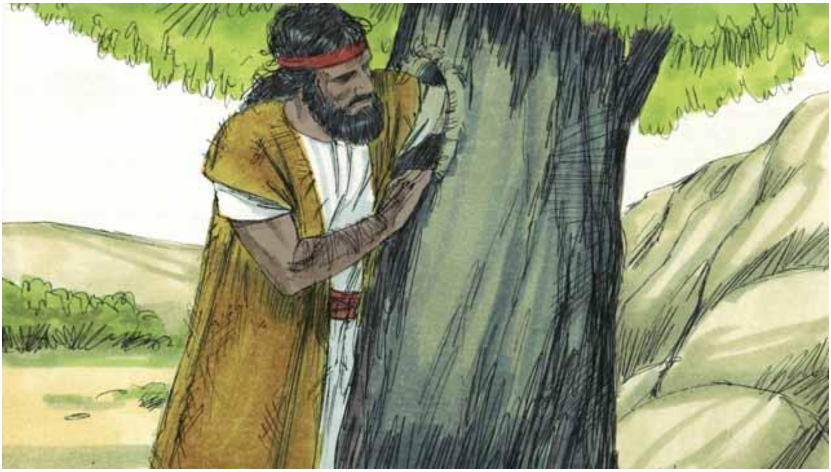

যোহন, সখরিয় আর ইলীশাবেতের পুত্র, বেড়ে উঠলেন আর একজন ভাববাদী হলেন।তিনি নির্জনপ্রদেশে থাকতেন, বন্য মধু ও পঙ্গপাল খেতেন, আর উঠের লোমের পোশাক পরতেন।

অনেক লোক নির্জন প্রদেশে উপস্থিত হত যোহনের বাক্য শোনার জন্য।তিনি তাদের প্রচার করতেন, বলতেন, “অনুশোচনা কর, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য নিকট!”

যখন লোকেরা যোহনের বাক্য শুনত, তখন অনেকেই তাদের পাপ থেকে অনুশোচনা করত, আর যোহন তাদের বাপ্তিস্ম দিতেন।অনেক ধর্মগুরুরাও যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম পেতে এসেছিল, কিন্তু তারা অনুশোচনা বা তাদের পাপ স্বীকার করত না।

যোহন ধর্মগুরুদের উত্তর দিলেন, "হে বিষাক্ত কালসাপেরা!অনুশোচনা কর আর নিজেদের ব্যবহার পরিবর্তন কর।প্রত্যেক গাছ যেটিতে ভালো ফল ধরে না সেটিকে কাটা হবে আর তা আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।যা ভাববাদীরা বলেছিলেন যোহন তা পূর্ণ করলেন, "দেখো , আমি আমার দূতকে তোমার আগে পাঠাচ্ছি, যে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।"

কিছু ইহুদিরা যোহনকে প্রশ্ন করল যে তিনিই কি খ্রীষ্ট৷যোহন উত্তর দিলেন, “আমি খ্রীষ্ট নই, কিন্তু একজন আমার পরে আসবেন৷তিনি এতই মহান যে আমি তার জুতোর বন্ধনী খুলবারও যোগ্য নই৷”

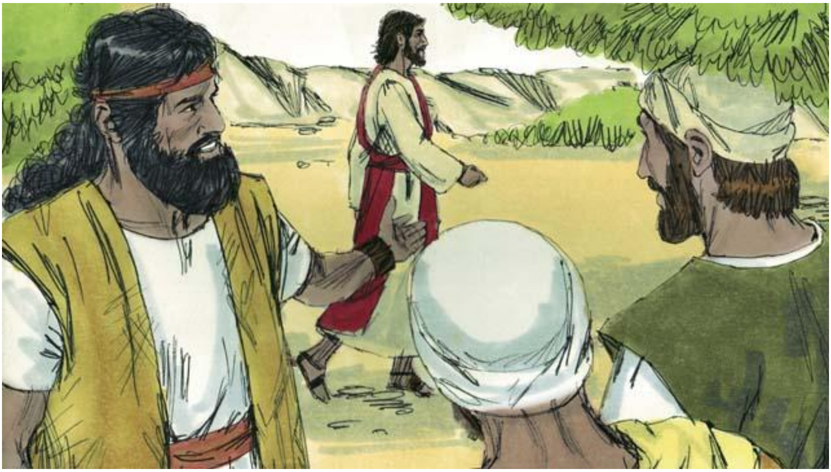

পর দিন, যীশু যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে এলেন৷যখন যোহন তাকে দেখলেন, তিনি বললেন, ওই দেখো!ওই সেই মেষ শাবক যিনি পৃথিবীর পাপ নিয়ে নেবেন৷”

যোহন যীশুকে বললেন, “আমি আপনাকে বাপ্তিস্ম দিতে যোগ্য নই।বরং আপনাকে আমায় বাপ্তিস্ম দেওয়া উচিত।”কিন্তু যীশু বললেন, “আপনাকে আমায় বাপ্তিস্ম দেওয়া উচিত, কেননা এটাই করাটা সঠিক হবে।” তাই যোহন তাকে বাপ্তিস্ম দিলেন, যদিও প্রভু যীশু কোনো পাপ করেননি।

বাপ্তিস্মের পর যখন প্রভু যীশু জল থেকে উঠে এলেন, তখন ঈশ্বরের আত্মা পায়রার রূপ নিয়ে আবির্ভাব হলেন আর তার উপর এসে বসলেন।আর সেই একই সময়ে, আকাশ থেকে ঈশ্বরের বাণী হল, বললেন, “তুমি আমার পুত্র যাকে আমি ভালোবাসি, আর আমি তোমার কারণে আনন্দিত।”

ঈশ্বর যোহনকে বলেছিলেন, “পবিত্র আত্মা আসবেন আর একজনের উপর বসবে যাকে তুমি বাপ্তিস্ম দেবে।সেই ব্যক্তি হল ঈশ্বরের পুত্র।” ঈশ্বর হলেন অদ্বিতীয়। কিন্তু যখন যোহন প্রভু যীশুকে বাপ্তিস্ম দিলেন, তিনি ঈশ্বর পিতাকে বলতে শুনলেন, ঈশ্বর পুত্রকে দেখলেন যিনি হলেন প্রভু যীশু, আর তিনি পবিত্র আত্মাকে দেখলেন।

একটি বাইবেল কাহিনী; নেওয়া হয়েছে-মথি ৩; মার্ক ১:৯-১১; লুক ৩:১-২৩

শয়তান প্রভু যীশুকে প্রলোভিত করে

যীশুর বাপ্তিস্ম হওয়ার পরই, পবিত্র আত্মা তাকে নির্জনপ্রদেশে নিয়ে যান, যেখানে তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করেন। শয়তান যীশুর কাছে এলো আর তাকে পাপ করতে প্রলোভিত করল।

শয়তান যীশুকে এই বলে প্রলোভিত করল, "যদি আপনি ঈশ্বরের পুত্র হন, এই পাথরগুলোকে রুটিতে পরিবর্তন করেন যেন আপনি তা খেতে পারেন।

যীশু উত্তর দিলেন, “ঈশ্বরের বাক্যে এটা লেখা আছে, ‘লোকেদের কেবল রুটিরই প্রয়োজন নেই বেঁচে থাকার জন্য, কিন্তু সেই প্রত্যেক বাক্য যা ঈশ্বর বলেন!’”

তারপর শয়তান যীশুকে মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় নিয়ে গেল আর বলল, “যদি আপনি ঈশ্বরের পুত্র হন তবে নিজেকে উপর থেকে ফেলে দেন, কেননা লেখা আছে, ‘ঈশ্বর তার স্বর্গদূতদের আদেশ দেবেন আপনাকে ধরে নিতে যেন আপনার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।’”

কিন্তু কিছু শাস্ত্র বাক্য উল্লেখ করে যীশু উত্তর দিলেন।তিনি বললেন, “ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে, তিনি তার লোকেদের আজ্ঞা দিয়েছেন, ‘তুমি প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা নিও না।’”

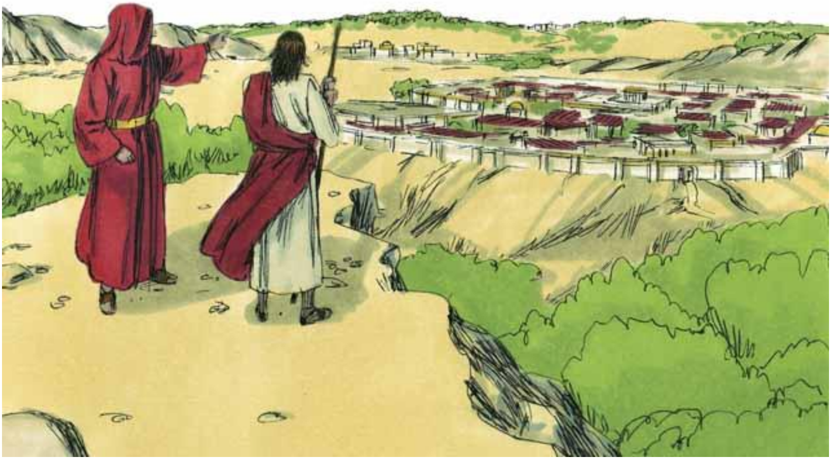

তারপর শয়তান যীশুকে পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্য আর সেগুলোর সকল ঐশ্বর্য দেখালো আর বলল, “আমি আপনাকে এসকল দেব যদি আপনি আমায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রনাম করেন আর আমার আরাধনা করেন।”

যীশু উত্তর দিলেন, “আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান! ঈশ্বরের বাক্যে তিনি তার লোকেদের আজ্ঞা দিয়েছেন, ‘কেবল প্রভু তোমার যীহোবা ঈশ্বরেরই আরাধনা কর আর তারই সেবা কর।”’

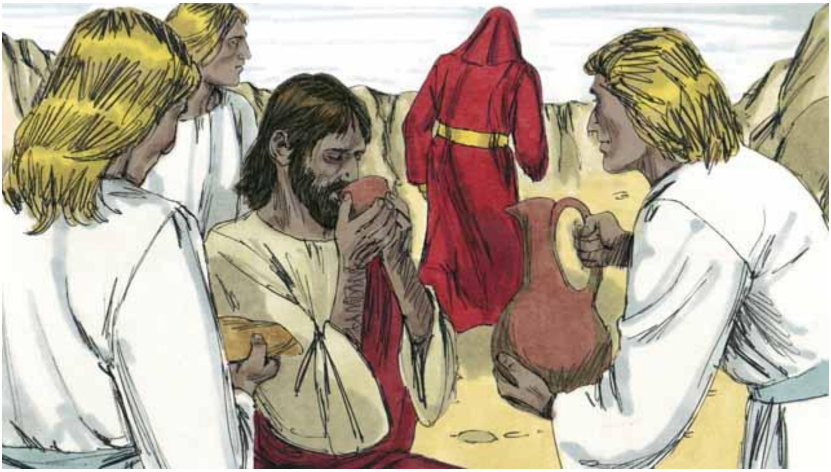

যীশু শয়তানের প্রলোভনে পড়লেন না তাই শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল।তারপর স্বর্গদূতেরা এলো আর তার সেবা করল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে- মথি ৪:১-১১; মার্ক ১:১২-১৩; লুক ৪:১-১৩

যীশু তার সেবাকার্য আরম্ভ করেন

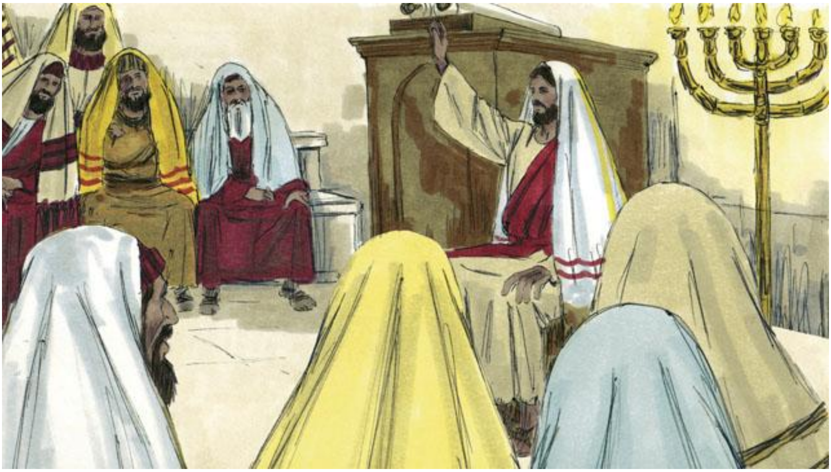

শয়তানের প্রলোভনে বিজয়ী হওয়ার পর, যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গালীল প্রদেশে ফিরে আসেন যেখানে তিনি বসবাস করতেন।যীশু শিক্ষা দিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেন ।সবাই তাঁর বিষয়ে ভালো বলত।

যীশু নাসরৎ নগরে যেখানে তিনি তাঁর বাল্যকালে বসবাস করতেন, সেখানে গেলেন।বিশ্রাম দিনে তিনি আরাধনালয়ে গেলেন।তারা তাকে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকটি দিল যেন তিনি সেখান থেকে পড়েন।যীশু সেই পুস্তকটিকে খুললেন আর লোকেদের কাছে সেখান থেকে এক অংশ পড়লেন।

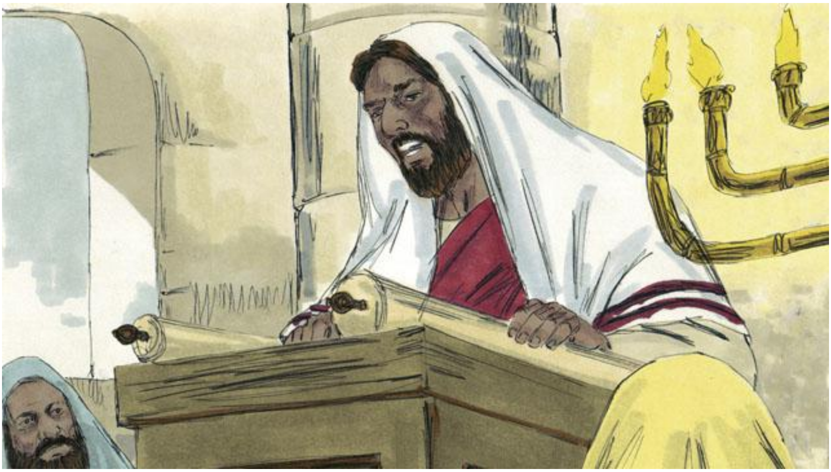

যীশু পড়লেন, “ঈশ্বর তার আত্মা আমাকে দিয়েছেন যেন আমি গরিবদের কাছে সুসমাচার ঘোষণা করতে, বন্দিদের স্বাধীনতা দিতে, অন্ধদের দৃষ্টি দিতে আর দলিতদের মুক্ত করতে পারি। এটা হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের বছর।

তার পর যীশু বসে পরেনন।সকলেই তার প্রতি একাগ্র দৃষ্টি রাখছিল ।যা তিনি পড়লেন সেই অনুচ্ছেদটিকে তারা জানত যে তা খ্রীষ্টকে নির্দেশ দিচ্ছে । যীশু বললেন, “যে বাক্য সকল আমি তোমাদের কাছে পড়েছি সে সকল এখন থেকে পূর্ণ হচ্ছে।”সকল লোক আশ্চর্য হল।“এ যোষেফের ছেলে নয় কি?” তারা বললেন।

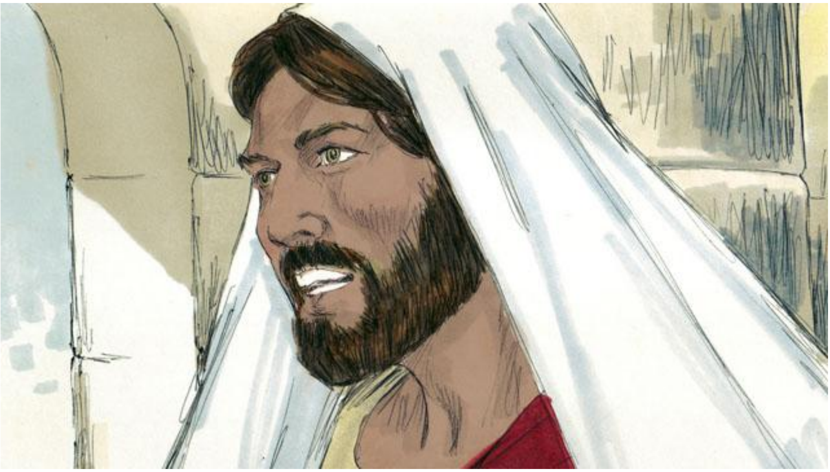

তারপর যীশু বললেন, "এ সত্য যে কোনোও ভাববাদী তার নিজ এলাকায় গ্রহণ হন না।এলিয় ভাববাদীর সময়কালে, ইসরাইলে প্রচুর বিধবারা ছিল। কিন্তু যখন সাড়ে তিন বছর বৃষ্টি হয়নি, তখন ঈশ্বর এলিয়কে সাহাযার্থে ইসরাইল থেকে একটিও বিধবাকে পাঠাননি কিন্তু বরং এক ভিন্ন দেশ থেকে এক বিধবাকে পাঠিয়েছিলেন।

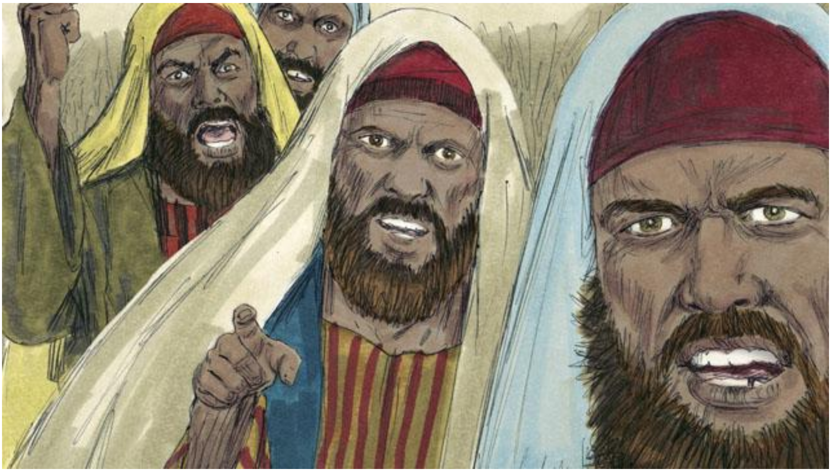

যীশু আরও বললেন, "ইলীশায় ভাববাদীর সময়কালে, ইসরাইলে চর্মরোগী প্রচুর ছিল।কিন্তু ইলীশায় তাদের একটিকেও সুস্থ করেননি।তিনি কেবল নামানকে যিনি ইসরাইলের শত্রু পক্ষের সেনাপতি ছিলেন সুস্থ করেলেন। যে লোকেরা যীশুকে শুনছিল তারা ইহুদি ছিল।তাই যখন তারা সেসব শুনলো, তারা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হল।

নাসরতের লোকেরা আরাধনালয় থেকে যীশুকে টেনে বের করে দিল আর পাহাড়ের প্রান্তে নিয়ে এলো যেন তাকে হত্যা করতে পারে।কিন্তু যীশু ভিড়ের মধ্যে থেকে চলে গেলেন আর নাসরৎ নগর ছেড়ে দিলেন।

তারপর যীশু গালীল প্রদেশের সব অঞ্চলে গেলেন, আর এক বড় ভিড় তার কাছে এলো। তারা বহু লোকেদের তার কাছে নিয়ে এলো যারা রোগী ও পঙ্গু ছিল, তাদের মধ্যে অন্ধ, খোঁড়া, বোবা, ও বধিরও ছিল আর যীশু সকলকে সুস্থ করলেন।

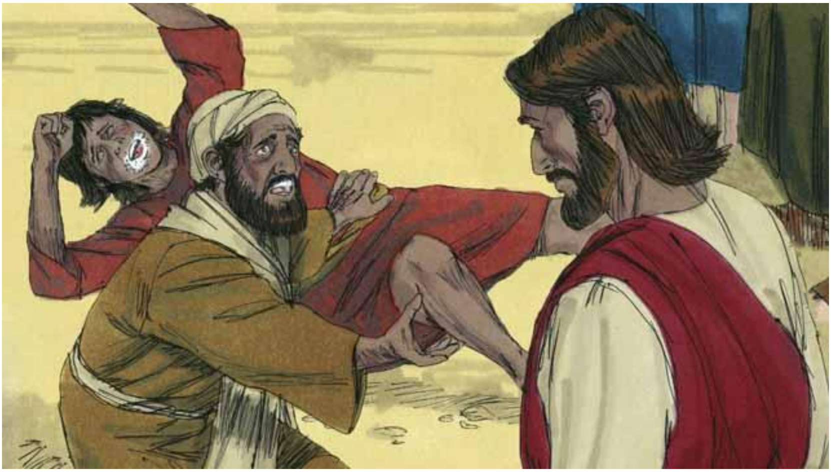

বহু ভূতগ্রস্ত লোকেদেরও যীশুর কাছে নিয়ে আসা হল।যীশুর আদেশে, লোকেদের ভিতর থেকে ভূত বেরিয়ে আসলো আর কখনো কখনো তারা চিৎকার করত, “আপনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র!”লোকেদের ভিড় আশ্চর্য হল আর ঈশ্বরের আরাধনা করল।

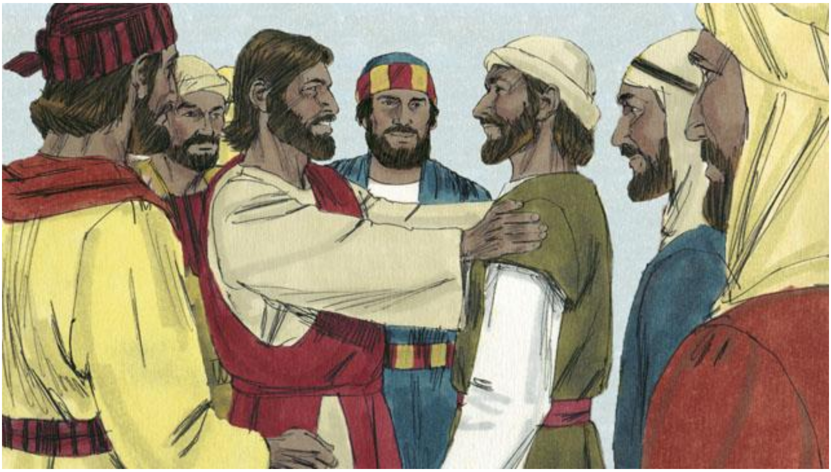

তারপর যীশু বারো জন লোকেদের নির্বাচন করলেন যাদের তার প্রেরিত বলা হয়।প্রেরিতরা যীশুর সাথে ভ্রমন করত আর তার কাছ থেকে শিক্ষা নিত।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ৪:১২-২৫; মার্ক ১:১৪-১৫, ৩৫-৩৯; ৩:১৩-২১; লুক ৪:১৪-৩০, ৩৮-৪৪

ভালো শমরীয়ের কাহিনী

একদিন, ইহুদি ব্যবস্থার নিপুন এক গুরু এলেন যীশুকে পরীক্ষা করতে, বললেন, “গুরু, অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে?”যীশু উত্তর দিলেন, “ঈশ্বরের বাক্যে কি লেখা আছে?”

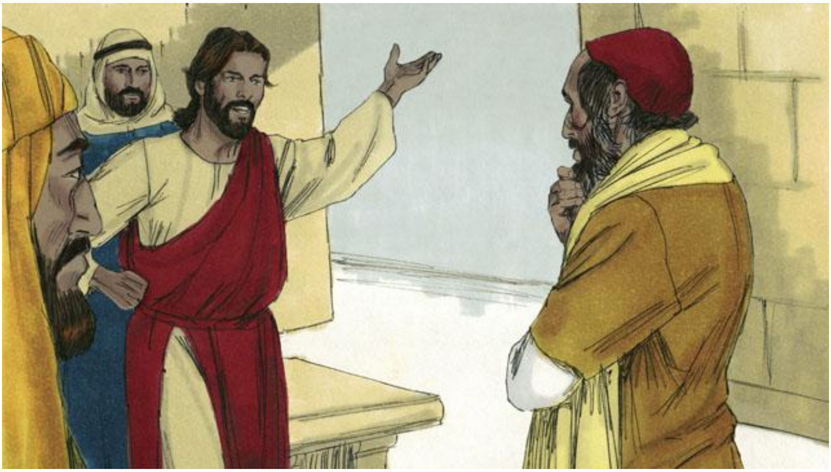

ব্যবস্থার নিপুন গুরু উত্তর দিলেন, “তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তোমার সম্পূর্ণ হৃদয়, প্রাণ, শক্তি, আর মন দিয়ে প্রেম কর। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের সমান প্রেম কর।”যীশু উত্তর দিলেন, “তুমি সঠিক বলেছ! এমনটাই কর আর তুমি বাঁচবে।”

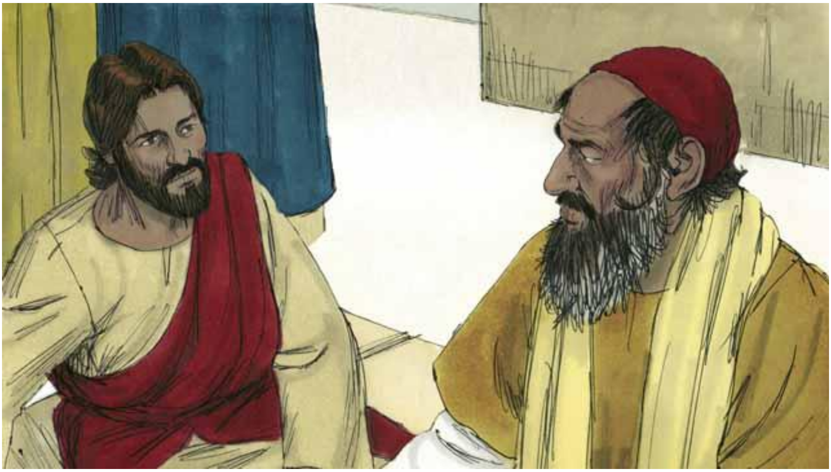

কিন্তু সেই ধর্মগুরু প্রমান করতে চাইলেন যে তিনি ধার্মিক, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার প্রতিবেশী কে?”

ব্যবস্থার-গুরুকে যীশু এক দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তর দিলেন।“এক ইহুদি ব্যক্তি ছিলেন যিনি যেরুশালেমের রাস্তা দিয়ে যিরীহোতে যাচ্ছিলেন।”

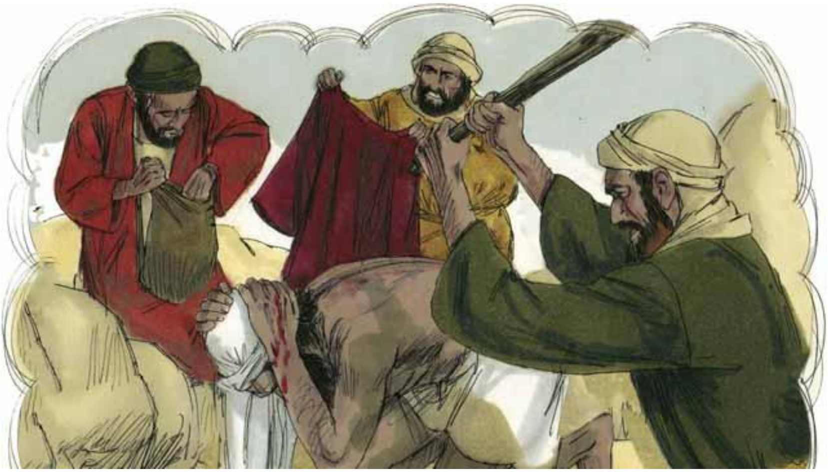

যখন সেই ব্যক্তি যাত্রা করছিলেন তখন একদল ডাকাত তাকে আক্রমন করে।যা কিছু তার কাছে ছিল তারা তা লুট করল আর প্রায় আধমরা অবস্থা পর্যন্ত পেটালো।তারপর তারা সেখান থেকে চলে গেল।”

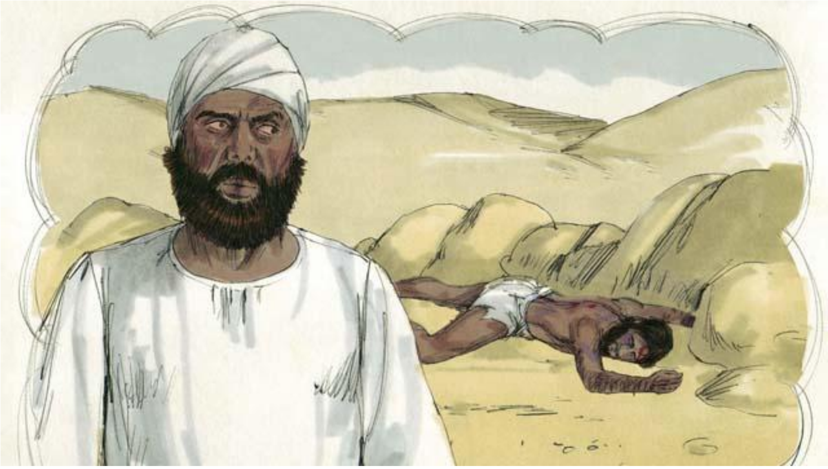

“তার পর পরই, এক ইহুদি যাজক সেই পথ দিয়ে আসছিলেন। যখন সেই ধার্মিক-নেতা সেই ডাকাতগ্রস্ত ও আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে দেখলেন, তখন তিনি রাস্তার অন্য ধার দিয়ে চলে গেলেন, সেই সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিটিকে উপেক্ষা করলেন আর চলতেই থাকলেন।

“আরও কিছু সময় পর, এক লেবীয় সেই পথ দিয়ে এলেন।(লেবীয়রা হলেন ইহুদিদের একটি গোত্র যারা মন্দিরে যাজকদের সাহায্য করতেন।)সেই লেবীয়টিও রাস্তার অন্য ধার দিয়ে চলে গেলেন, সেই ডাকাতগ্রস্ত ও আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে উপেক্ষা করে।

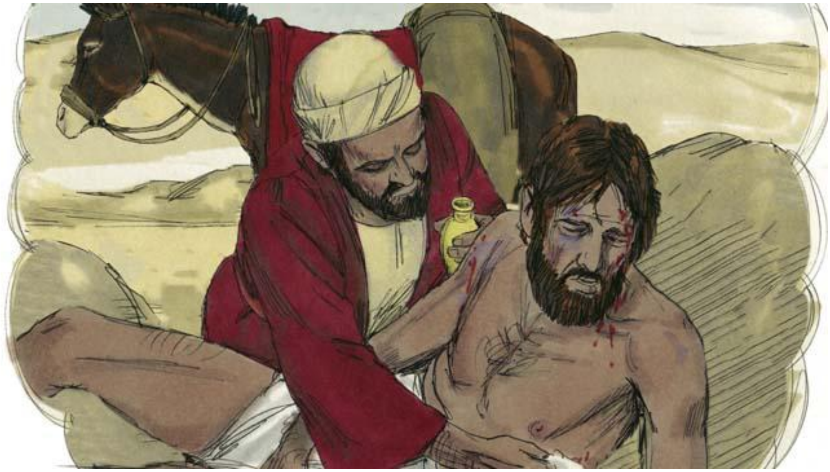

“আগামী ব্যক্তি যিনি সেই পথ দিয়ে এলেন সে হল একজন শমরীয়।(শমরীয়রা হল ইহুদিদেরই বংশের লোকসমূহ যারা অন্য রাষ্ট্রের মানুষদের বিবাহ করেছিল।শমরীয়রা আর ইহুদিরা একে অপরকে ঘৃণা করত।)কিন্তু যখন সেই শমরীয় সেই ইহুদি ব্যক্তিকে দেখলেন তখন তিনি তার প্রতি খুবই সহানুভূতি অনুভব করলেন। তাই তিনি তার যত্ন নিলেন আর তার আঘাত বেঁধে দিলেন।”

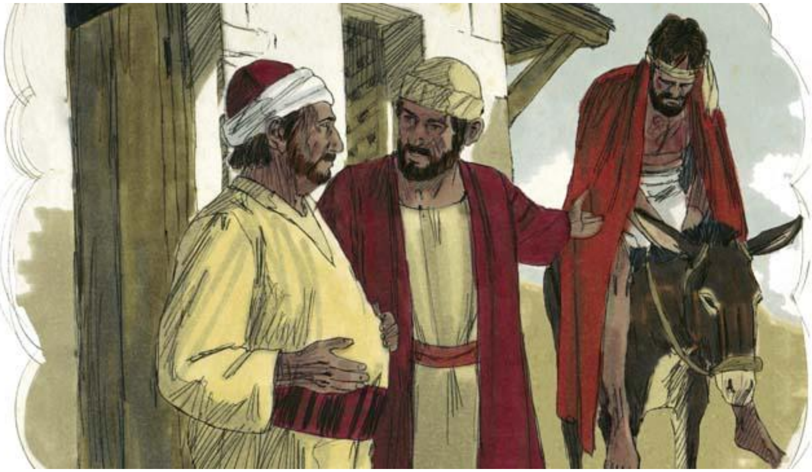

“শমরীয় সেই ব্যক্তিটিকে নিজের গাধার উপর চড়ালেন আর তাকে এক সরাই খানায় নিয়ে এলেন যেখানে তিনি তার যত্ন নিলেন।”

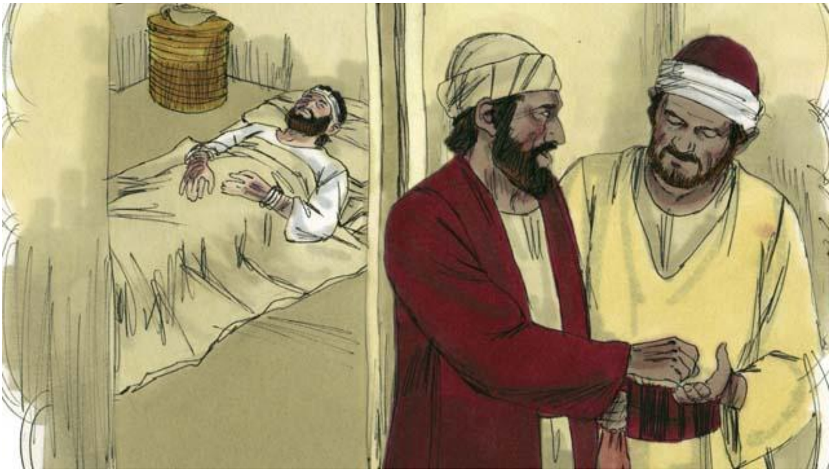

“আগামী দিন, সেই শমরীয়কে তার যাত্রা পুনরায় বহাল করতে হত।তাই তিনি সরাইখানার মালিককে কিছু টাকা দিলেন আর বললেন, ‘ইহুদি ব্যক্তিটির সেবা-যত্ন করতে, আর যদি আপনি বেশি টাকা তার উপর খরচা করে থাকেন তাহলে যখন আমি এই পথ দিয়ে ফিরব তখন আমি তা শোধ করে দেব।’"

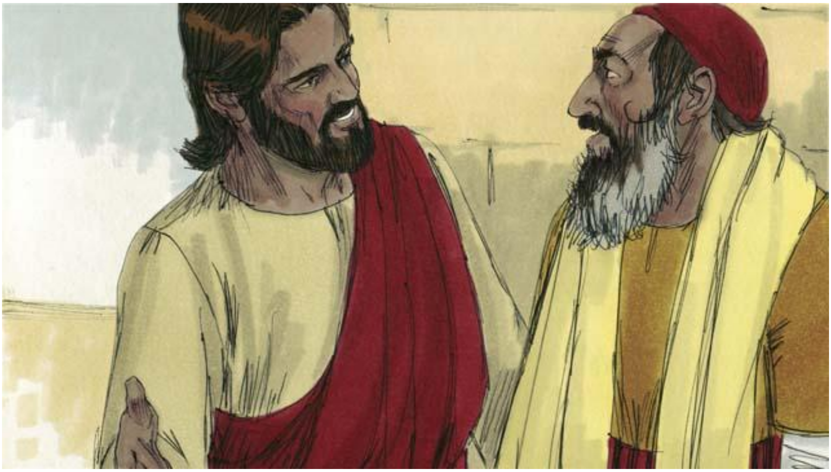

তখন যীশু সেই ধর্মগুরুকে প্রশ্ন করেন, “আপনি কি মনে করেন?সেই তিন ব্যক্তিদের মধ্যে কে সেই ডাকাতগ্রস্থ আর আঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিটির প্রতিবেশী?”তিনি উত্তর দিলেন, “সে যিনি তার উপর দয়াশীল ছিল।”যীশু উত্তর দিলেন, “তুমিও যাও আর একই রকম কর।”

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-লুক ১০:২৫-৩৭

ধনী-শাসক যুবক

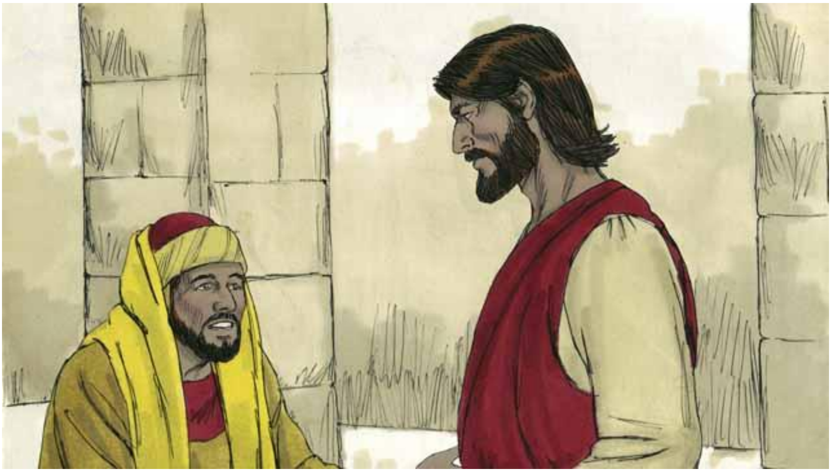

একদিন, এক ধনী যুবক যিনি সেখানকার শাসক ছিলেন, যীশুর কাছে এলেন আর প্রশ্ন করলেন, “হে সৎ গুরু, অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে?”যীশু তাকে বললেন, “আপনি আমায় কেন “সৎ” বলছেন?একজনই মাত্র সৎ রয়েছেন আর তিনি হলেন ঈশ্বর।কিন্তু আপনি যদি অনন্ত জীবন চান, তবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করুন।”

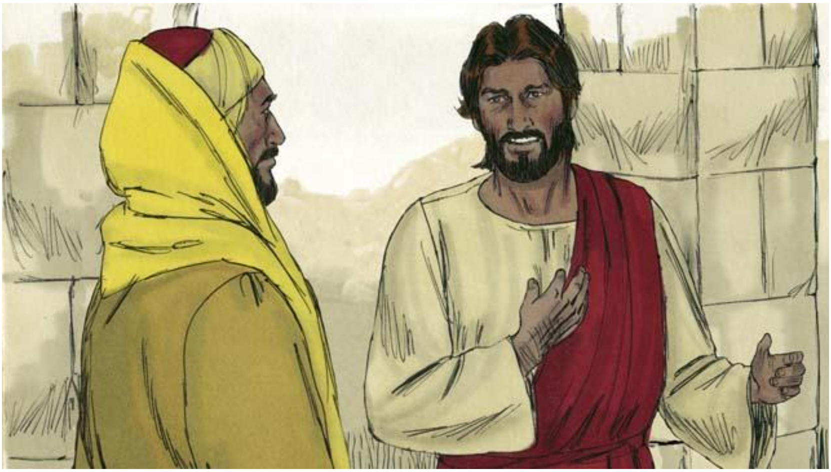

“কোনগুলো আমাকে পালন করতে হবে?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।যীশু উত্তর দিলেন, “হত্যা কর না।ব্যভিচার কর না। চুরি কর না।মিথ্যা বল না।নিজ পিতামাতাকে আদর কর, আর নিজ প্রতিবেশীকে নিজ সমান প্রেম কর।”

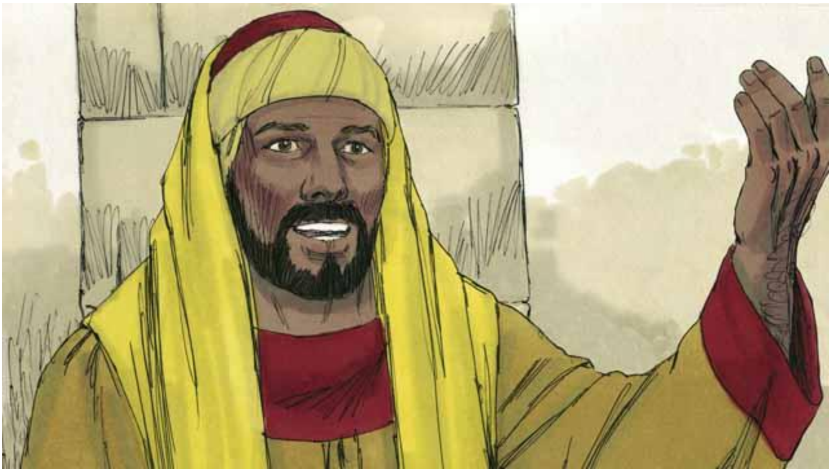

কিন্তু সেই যুবক বললেন, “আমি এই সকল ব্যবস্থা আমার বাল্যকাল থেকে পালন করে আসছি।অনন্তকাল বাঁচবার জন্য আমাকে আরো কি করতে হবে?”যীশু তাকে দেখলেন ও স্নেহ করলেন।

যীশু উত্তর দিলেন, “যদি আপনি সিদ্ধ হতে চান তবে আপনার যা কিছু বিষয়বস্তু আছে তা বিক্রি করুন আর সেই টাকা গরিবদের বিতরণ করুন আর স্বর্গে আপনার বিষয়-সম্পত্তি হবে। তারপর, আসুন আর আমার অনুকরণ করুন।”

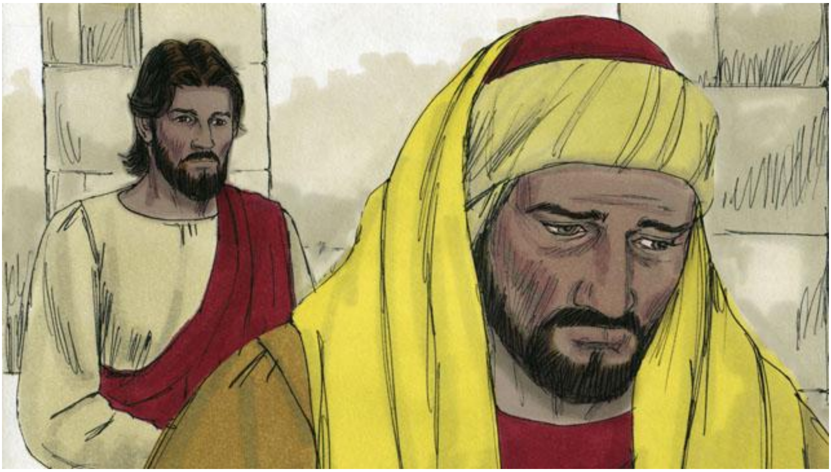

যখন সেই যুবক, যা কিছু যীশু বললেন, শুনলেন, তিনি খুবই দুঃক্ষিত হলেন, কেননা তিনি খুবই ধনী ছিলেন আর যা কিছু তার ছিল সেগুলো দিতে চাইতেন না।তিনি ফিরলেন আর যীশুর কাছে থেকে চলে গেলেন।

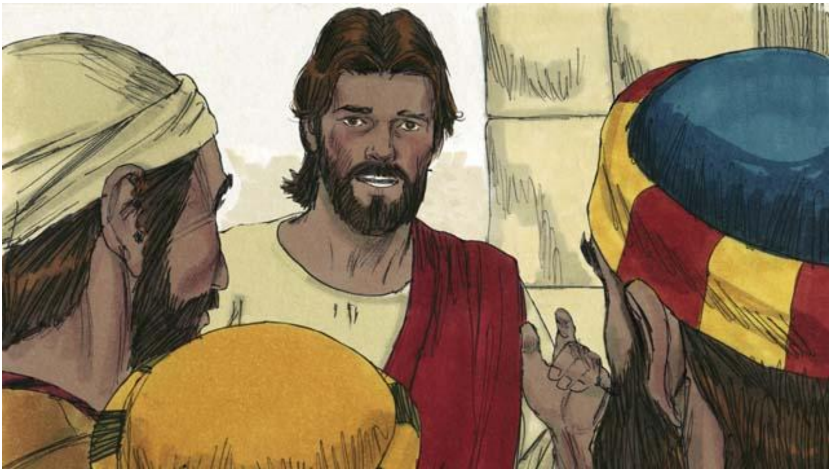

তারপর যীশু তার শিষ্যদের বললেন, “ধনীদের জন্য এটি খুবই কঠিন ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা!হ্যাঁ, সুঁচয়ের ছিদ্র থেকে প্রবেশ করে পার হওয়া একটি উটের জন্যও সহজ কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে একজন ধনী ব্যক্তির প্রবেশ ততটাই কঠিন।

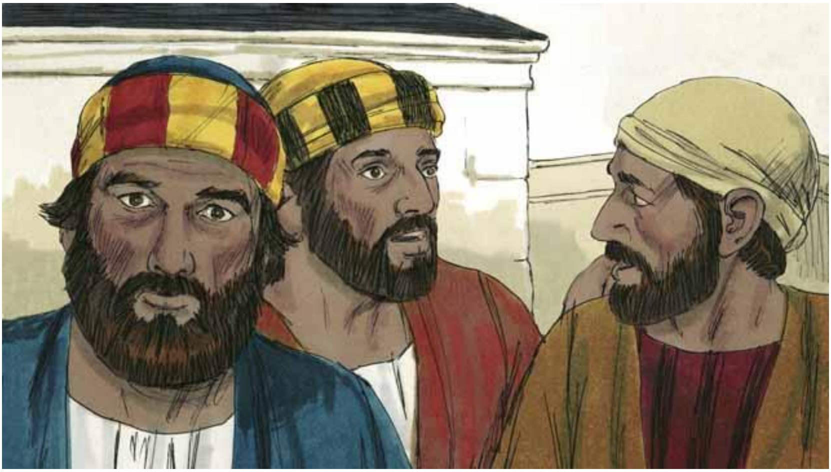

যখন শিষ্যরা শুনলেন যা যীশু বললেন তখন তারা আশ্চর্য করল আর বলল, “তাহলে করা উদ্ধার পেতে পারে?”

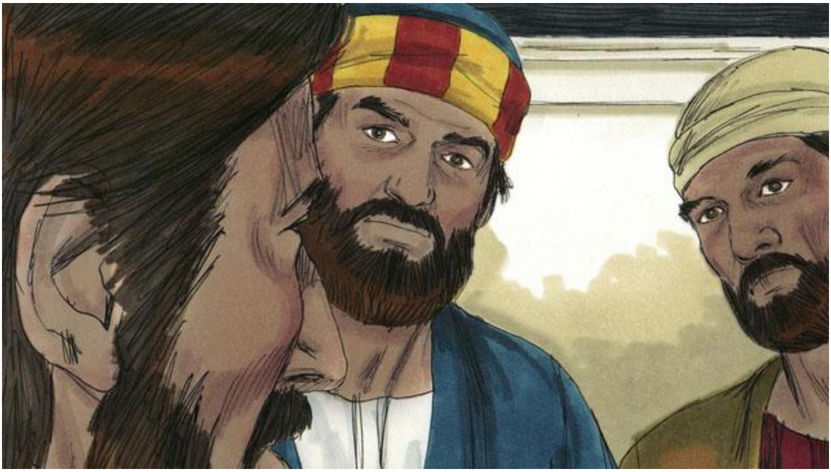

যীশু শিষ্যদের দেখলেন আর বললেন, “লোকেদের জন্য এ অসম্ভব কিন্তু ঈশ্বরের জন্য সকল কিছুই সম্ভব।”

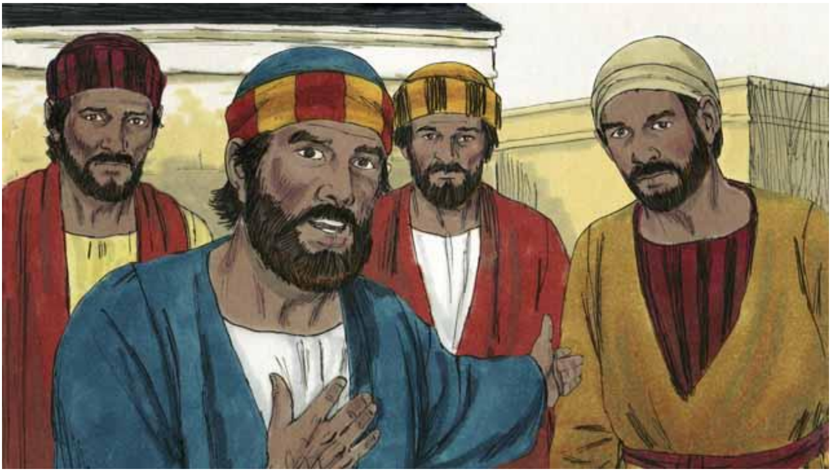

পিতর যীশুকে বললেন, “আমরা সকল কিছু পরিত্যাগ করেছি আর আপনাকে অনুস্বরণ করেছি।আমাদের পুরষ্কার কি হবে?”

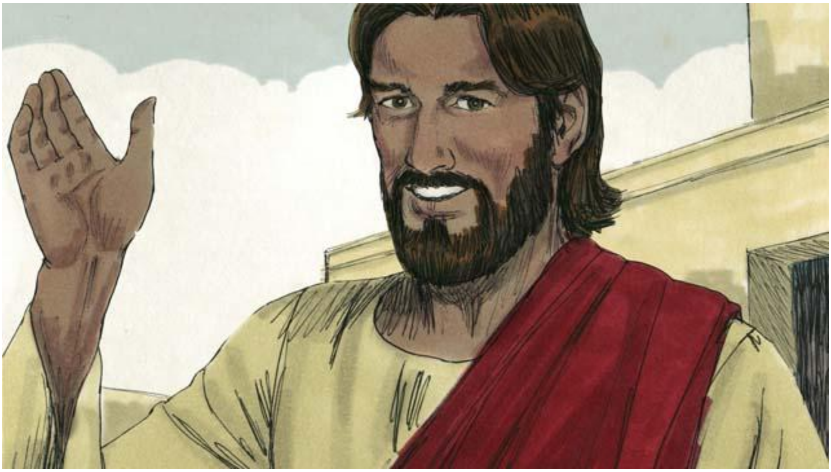

যীশু উত্তর দিলেন, “প্রত্যেকে যারা ঘর, ভাই, বন, পিতা, মাতা, সন্তান, বা সম্পত্তি আমার জন্য ত্যাগ করেছে, তারা তার ১০০গুনেরও বেশি পাবে আর অনন্ত জীবনও পাবে।কিন্তু অনেকে যারা প্রথম তারা অন্তিম হবে আর অনেকে যারা অন্তিম তারা প্রথম হবে।”

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে:মথি ১৯: ১৬-৩০; মার্ক ১০:১৭-৩১; লুক ১৮:১৮-৩০

নির্দয় চাকরের কাহিনী

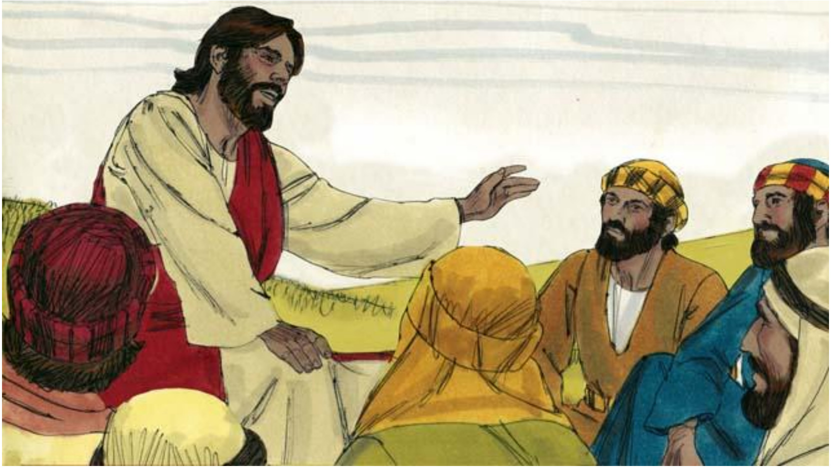

একদিন, পিতর যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, আমি আমার ভাইকে কত বার ক্ষমা করব যখন কি সে আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে? সাতবার পর্যন্ত কি?”যীশু বললেন, “সাতবার নয়, বরং সাত গুন সত্তর বার পর্যন্ত!”এর দ্বারা যীশু বলছেন যে আমাদের সবসময়ই ক্ষমা করা দরকার।তারপর যীশু একটি দৃষ্টান্ত বললেন।

যীশু বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য হল একটি রাজার তুল্য যিনি তার চাকরদের কাছে হিসাব নিকাশ নিতে চাইলেন।একজন চাকর তার কাছে এক বিরাট ঋণের দায়ে ছিল প্রায় ২,০০,০০০ বছরের শ্রমের দেনা।”

“যেহেতু সেই চাকর তার দেনা মেটাতে পারলনা তাই রাজা বললেন, “এই ব্যক্তিকে আর তার পরিবারকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রি কর আমার দেনা মেটাবার জন্য।”

“সেই চাকর রাজার সামনে তার হাঁটু পেতে মিনতি করল আর বলল, ‘আমার উপর ধৈর্য্য ধরুন আর আমি আমরা সকল ঋণ মিটিয়ে দেবো।’সেই চাকরটির জন্য রাজার করুনা হল, তাই তিনি তার সকল দেনা ক্ষমা করলেন আর তাকে যেতে দিলেন।”

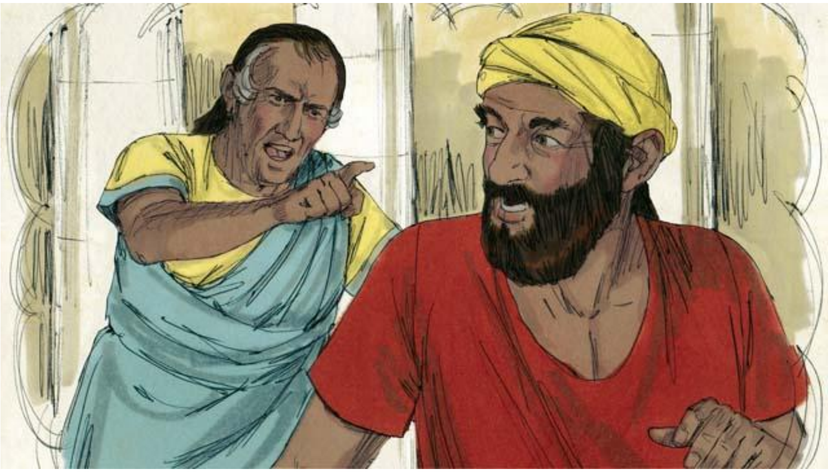

“কিন্তু সেই চাকর যখন রাজার কাছ থেকে চলে গেল তখন সে তার সহকর্মী এক চাকরকে দেখতে পেল যে তার কাছে চার মাসের শ্রমের দেনার দায়ী ছিল। সেই চাকরটি তার সহ-চাকরকে খপ করে ধরল আর বলল, ‘আমার টাকা ফিরিয়ে দে যা তুই আমার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিস!”

“সেই সহ-চাকর তার পায়ে পড়ল আর বলল, ‘আমার প্রতি ধৈর্য্য ধরো, আর আমি সকল দেনা মিটিয়ে দেবো।’ কিন্তু তার বিপরীতে, সেই চাকর তার সহ-চাকরকে জেলে পাঠিয়ে দিল যত দিন না সে তার দেনা চুকিয়ে দেয়।”

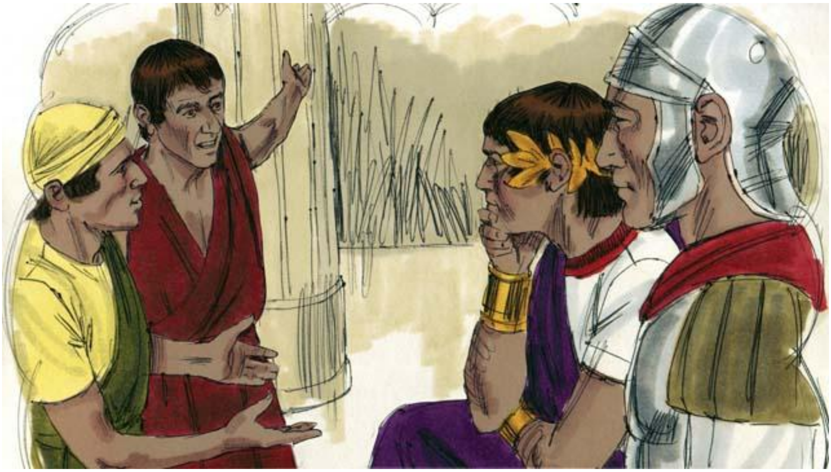

“অন্য কিছু চাকরেরা দেখল যে কি ঘটেছে আর তারা খুবই অস্বস্থি বোধ করল৷তারা রাজার কাছে গেল আর তাকে সকল কিছু খুলে বলল৷”

“রাজা সেই চাকরটিকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন, “তুমি হে দুষ্ট চাকর! আমি তোমার সকল দেনা ক্ষমা করেছি কেননা তুমি তা করতে আমায় অনুনয় বিনয় করেছিলে৷তোমার কি সেই সহ-চাকরের প্রতিও তেমনটাই করা উচিত ছিল না৷’রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন আর তিনি সেই দুষ্ট চাকরটিকে জেলে বন্দী করে দিলেন যতদিন না সে তার সকল দেনা মেটায়৷

তারপর যীশু বললেন, “এমনটাই আমার স্বর্গীয় পিতা করবেন তোমাদের প্রত্যেকের সাথে, যদি না তোমরা তোমার ভাই বা বোনকে হৃদয় থেকে ক্ষমা না কর।”

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ১৮:২১-৩৫

যীশু পাঁচ হাজার লোকেদের খাওয়ান

যীশু তার প্রেরিতদের প্রচার করতে আর বিভিন্ন গ্রামের লোকেদের শেখাতে পাঠান। যখন তারা যীশু যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এলেন, তখন তারা তাকে বলল যে তারা কি কি করেছে।তখন যীশু তাদের বললেন চল আমরা হ্রদের ওপারে যাই যেন অল্প আরাম করতে পারি। তাই, তারা এক নৌকায় চড়ল আর হ্রদের ওপারে চলে গেল।

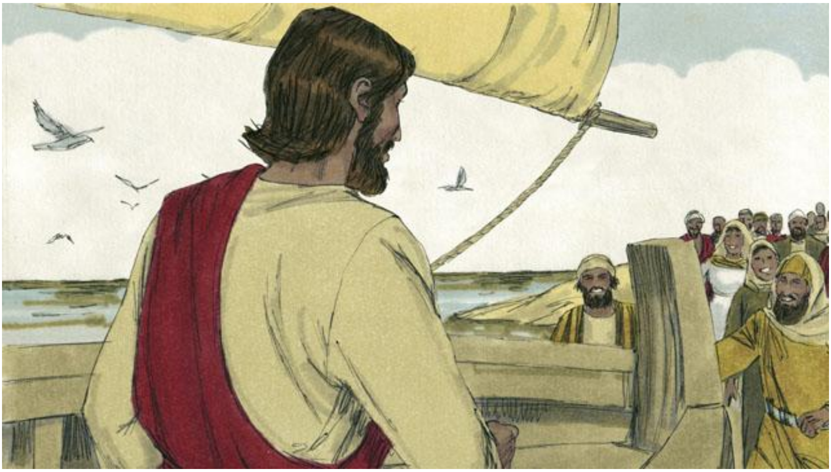

কিন্তু সেখানে অনেক লোক ছিল যারা যীশুকে আর তার শিষ্যদের সেখান থেকে যেতে দেখেছিল।সেই লোকেরা হ্রদের কিনারে কিনারে দৌড়ালো যেন ওপারে গিয়ে তাদের পেতে পারে।তাই যখন যীশু আর তার শিষ্যরা পৌঁছালো, এক বিরাট মানুষের ভিড় তাদের অপেক্ষায়, আগে থেকেই সেখানে ছিল।

সেই ভিড়ে ৫০০০রেরও বেশি পুরুষ ছিল, মহিলা ও বাচ্চাদের গণনা করা হয়নি।লোকেদের প্রতি যীশুর ভীষণ করুনা হল। যীশুর জন্য, সেই লোকেরা ছিল মেষপালক হারা মেষের দল। তাই তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন আর তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল তাদের সুস্থ করলেন।

দিনের শেষে, শিষ্যরা যীশুকে বলল, “বেশ দেরী হয়েছে আর কাছা কাছি কোনো নগরও নেই।এই লোকেদের পাঠিয়ে দেন যেন তারা গিয়ে খাওয়ার কিছু কিনতে পারে।”

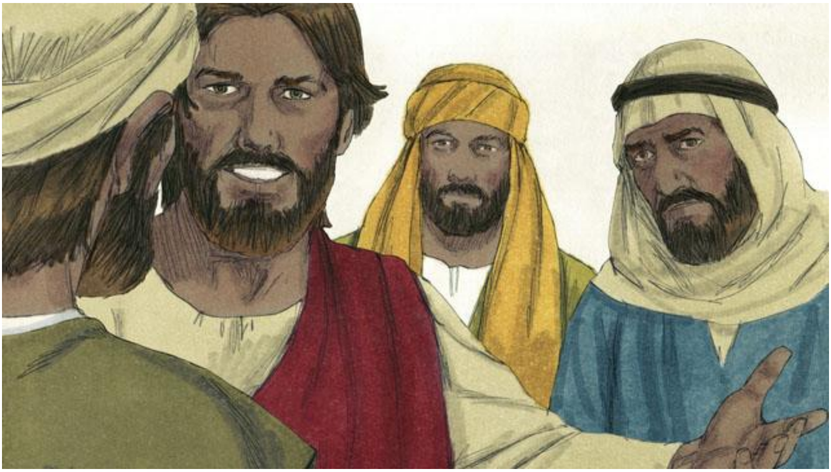

কিন্তু যীশু তার শিষ্যদের বললেন, “তোমরা এদের কিছু খেতে দাও!”তারা উত্তর দিল, “আমরা তা কি করে করতে পারি?আমাদের কাছে কেবল পাঁচটি রুটি আর দুটো ছোট মাছ রয়েছে।”

যীশু তার শিষ্যদের বললেন যেন তারা লোকেদের ভিড়কে পঞ্চাশ লোকেদের দলে বিভক্ত হয়ে ঘাসে বসতে বলে।

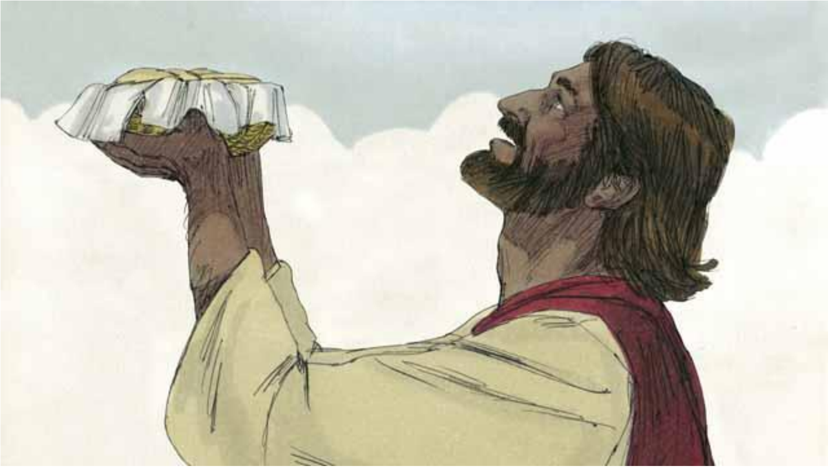

তারপর যীশু পাঁচটি রুটি ও মাছ দুটিকে নিলেন, তিনি স্বর্গে তাকালেন আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করলেন।

তারপর যীশু রুটি ও মাছ টুকরো করলেন।তিনি টুকরোগুলো শিষ্যদের দিলেন যেন তা লোকেদের দেওয়া হয়।শিষ্যরা তা বিতরণ করল আর তা ফুরালো না!সকল লোকেরা তা খেল আর তৃপ্ত হল।

এরপর, না খাওয়া খাদ্য শিষ্যরা একত্র করল আর তা দিয়ে বারোটি ঝুড়ি ভরে গেল! সেই সকল খাওয়ার সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ থেকেই এসেছিল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ১৪:১৩-২১; মার্ক ৬:৩১-৪৪; লুক ৬:১০-১৭: যোহন ৬:৫-১৫

যীশু জলের উপরে হাঁটেন

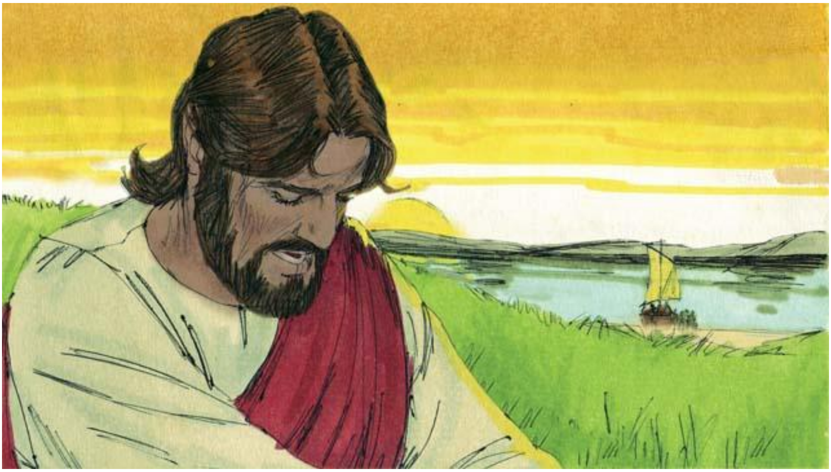

তারপর যীশু তার শিষ্যদের নৌকায় চড়তে ও হ্রদের ওপার যেতে বললেন যখন তিনি লোকেদের বিদায় দিচ্ছিলেন।যীশু লোকেদের বিদায় দেওয়ার পর, তিনি পর্বতের ওপরের দিকে প্রার্থনার জন্য চলে গেলেন। যীশু সেখানে একা ছিলেন, আর তিনি রাত পর্যন্ত প্রার্থনা করলেন।

সে সময়ই, শিষ্যরা তাদের নৌকায় যাচ্ছিল, কিন্তু বেশ রাত্রি হওয়ার জন্য তারা হ্রদের কেবল অর্ধেকটাই পার করেছিল। তারা খুব কষ্টে দাঁড় টানছিল কেননা বাতাস তাদের বিরুদ্ধে চলছিল।

তারপর যীশু প্রার্থনা শেষ করলেন আর শিষ্যদের দিকে এগোলেন।তিনি হ্রদের জলের উপর হেঁটে শিষ্যদের নৌকার কাছে গেলেন।

শিষ্যরা যীশুকে দেখে ভীষণ ভয় পেল কেননা তারা ভেবেছিল যে তারা ভূত দেখছে।যীশু জানতেন যে তারা ভয় পাচ্ছে, তাই তিনি তাদের ডাক দিলেন আর বললেন, “ভয় পেয় না।এ যে আমি!”

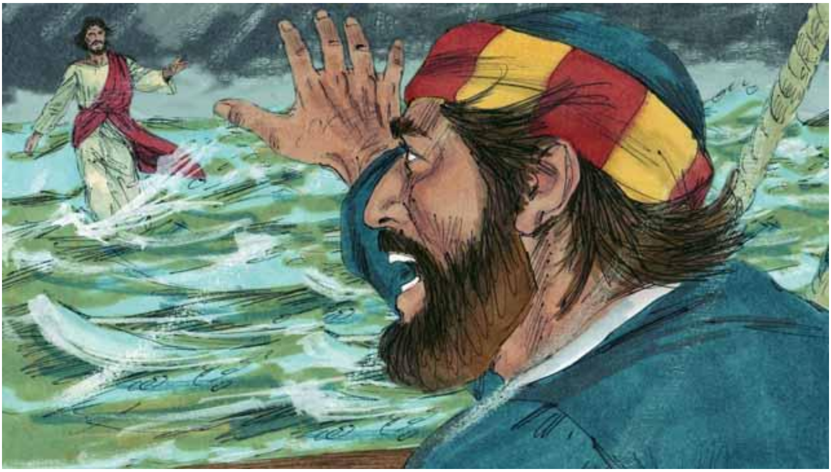

তার পর পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, যদি এ আপনি হন তবে আমাকে আজ্ঞা দিন জলের উপর দিয়ে আপনার কাছে আসতে।” যীশু পিতরকে বললেন, “এসো তবে!”

তাই, পিতর নৌকা থেকে বাইরে এলেন আর যীশুর কাছে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চললেন। কিন্তু কিছুটা হাঁটার পর, তিনি তার দৃষ্টি যীশুর উপর থেকে সরালেন আর ঢেউয়ের দিকে তাকালেন আর কঠিন বাতাস অনুভব করলেন।

পিতর তাতে ভয় পেলেন আর জলে ডুবতে আরম্ভ করলেন।তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “প্রভু, আমায় রক্ষা করুন!”যীশু তার কাছে তক্ষনাৎ পৌছালেন আর তাকে ধরে ফেললেন।তারপর তিনি পিতরকে বললেন, “তুমি অল্পবিশ্বাসী, তুমি কেন সন্দেহ করলে?”

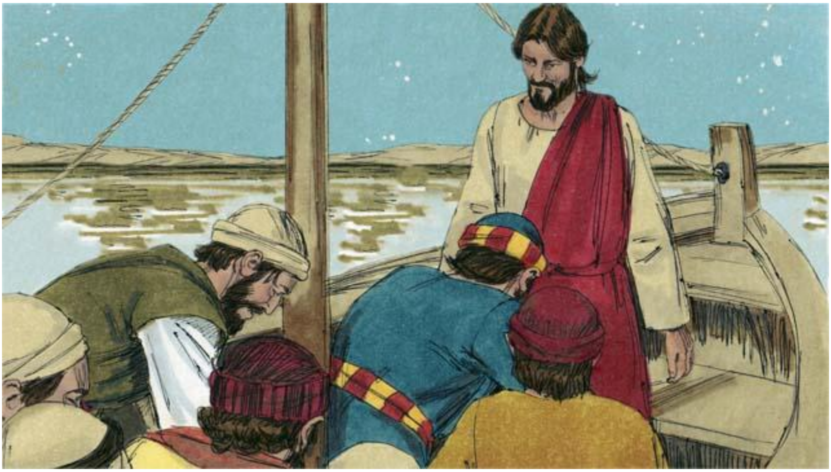

যখন পিতর ও যীশু নৌকায় চড়ল, তক্ষনাৎ বাতাস বওয়া বন্ধ হল আর জল শান্ত হল।শিষ্যরা আশ্চর্য হল।তারা যীশুর আরাধনা করল, তাকে এই বলে যে, “সত্য সত্যই, আপনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র।”

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ১৪:২২-২৩; মার্ক ৬:৪৫-৫২; যোহন ৬:১৬-২১

যীশু এক ভূতগ্রস্ত পুরুষকে আর একটি অসুস্থ মহিলাকে আরোগ্য দেন

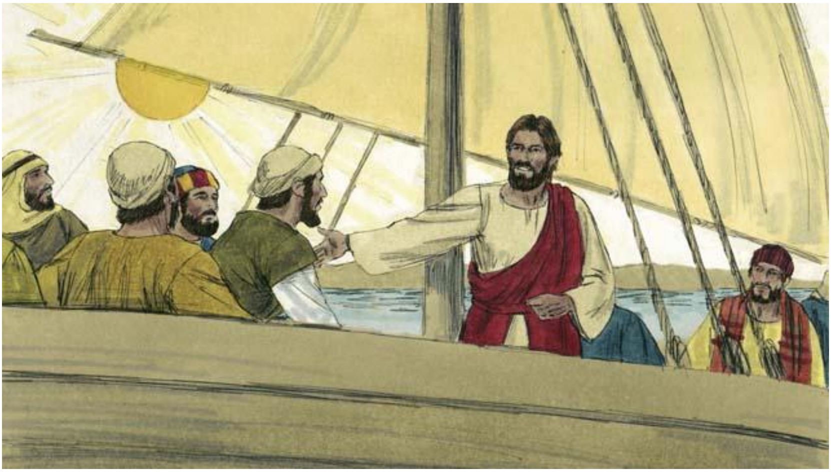

একদিন, যীশু ও তার শিষ্যেরা নৌকায় হ্রদের ওপারে এক অঞ্চলে যান যেখানে গাদারীয় লোকেরা বসবাস করত।

যখন তারা হ্রদের অন্য ধরে পৌঁছালো, তখন এক ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যীশুর দিকে দৌড়ে এলো।

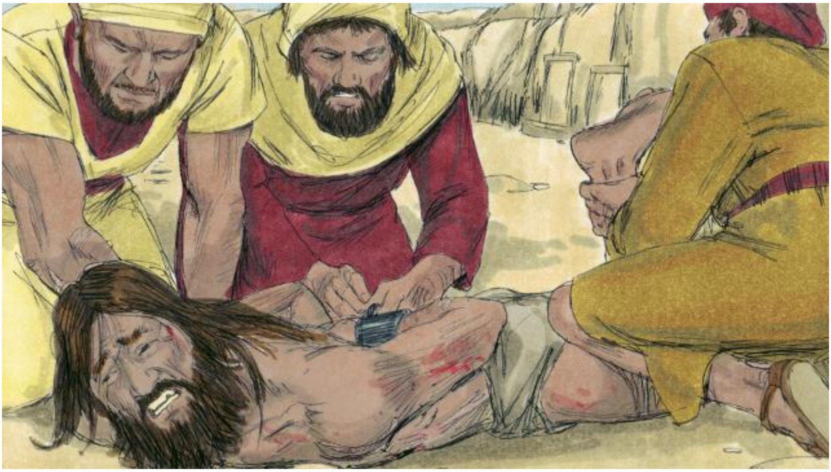

এই ব্যক্তিটি এতই শক্তিশালী ছিল যে কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারত না।লোকেরা বহু বার তাকে শিকল দিয়ে হাত পা বেঁধে রাখত, কিন্তু সে তাও ভেঙ্গে ফেলত।

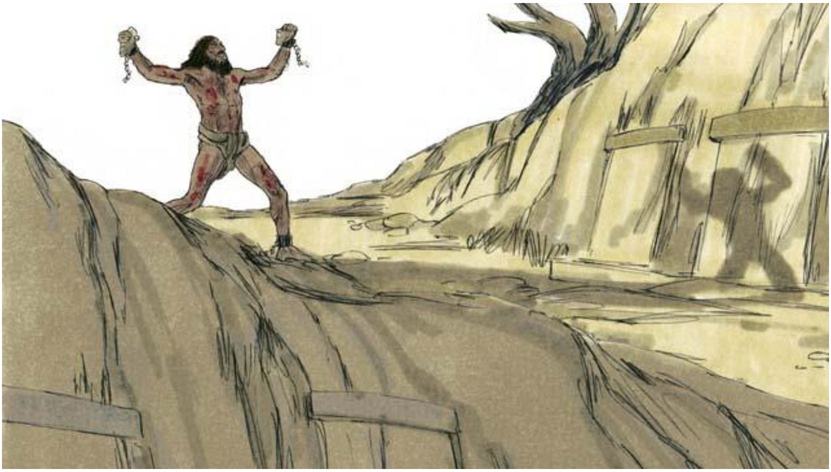

এই ব্যক্তিটি এলাকার কবরস্থানে থাকত।এই লোকটি রাত দিন চিৎকার করত।সে পোশাক পরত না আর পাথর দিয়ে নিজেকে বারবার কাঁটত।

যখন লোকটি যীশুর কাছে এলো, সে তার সামনে তার হাঁটু গেঁড়ে বসলো। যীশু ভুতটিকে বললেন, "এই লোকটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসো!"

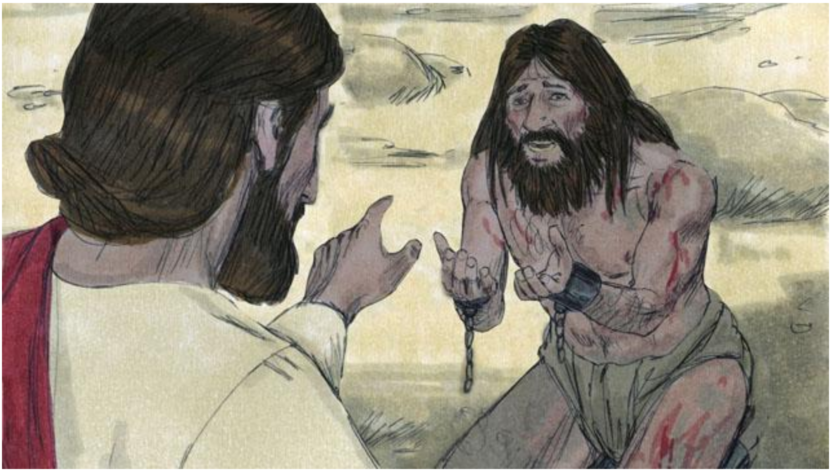

লোকটির ভিতরের ভূতটি জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো, "আপনি আমার কাছ থেকে কি চান, হে যীশু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র? আমাকে অনুগ্রহ করে কষ্ট দেবেন না!" তারপর যীশু সেই ভুতটিকে প্রশ্ন করেন, "তোর নাম কি?"সে উত্তর দিল, "আমার নাম বাহিনী, কেননা আমরা অনেকজন।" ("বাহিনী" ছিল রোমান সৈন্যদের কিছু হাজার সৈন্যদের দল।)

ভূতগুলি যীশুকে অনুনয় বিনয় করে বলল, “অনুগ্রহ করে আমাদের এই অঞ্চল থেকে তাড়াবেন না !”সেখানকার কাছাকাছি পর্বত এলাকায় একদল শুয়োর চরে বেড়াচ্ছিল। তাই, ভূতগুলি যীশুকে অনুনয় বিনয় করল, “অনুগ্রহ করে আমাদের বরং শুয়োরদের ভিতর যেতে আজ্ঞা দিন!”যীশু বললেন, “যাও!”

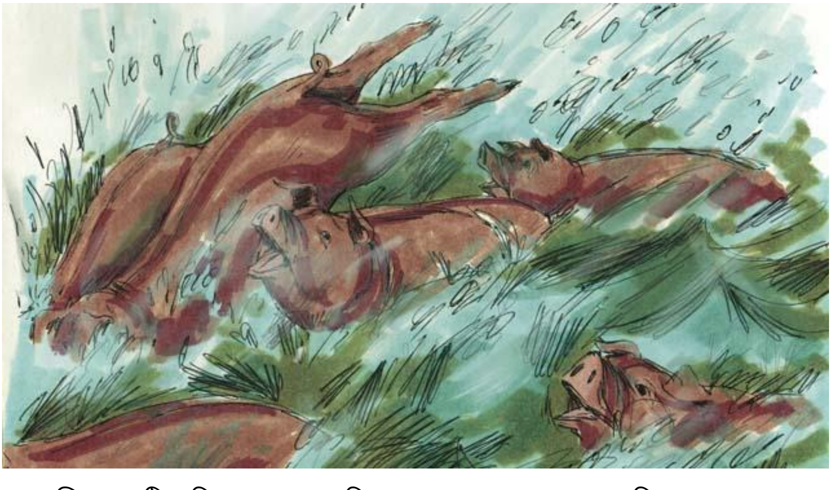

ভূতগুলি লোকটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো আর শুয়োরদের ভিতর প্রবেশ করল। শুয়োরগুলো এক উচ্চ পার থেকে দৌড়ে হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরল।সেখানে প্রায় ২০০০টি শুয়োর ছিল।

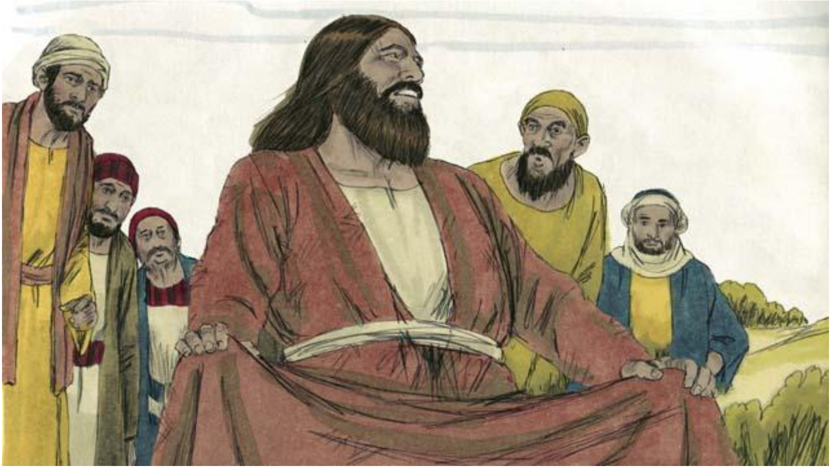

যখন শুয়োরপালকেরা দেখল যে কি ঘটল, তারা নগরে দৌড়ে এলো আর সকলকে বলল যে যীশু কি করেছে।নগরের লোকেরা এলো আর লোকটিকে দেখল যে ভূতগ্রস্ত ছিল। সে শান্ত ভাবে বসে রয়েছে, কাপড় পড়েছে আর সাধারন লোকের মতই ভাব করছে।

লোকেরা খুব ভয় পেল আর যীশুকে চলে যেতে বলল।তাই যীশু নৌকায় চরলেন এবং যেতে প্রস্তূত হলেন ।কিন্তু সেই লোকটি যে ভূতগ্রস্ত হত, যীশুর সাথে যাওয়ার জন্য অনুনয় করল।

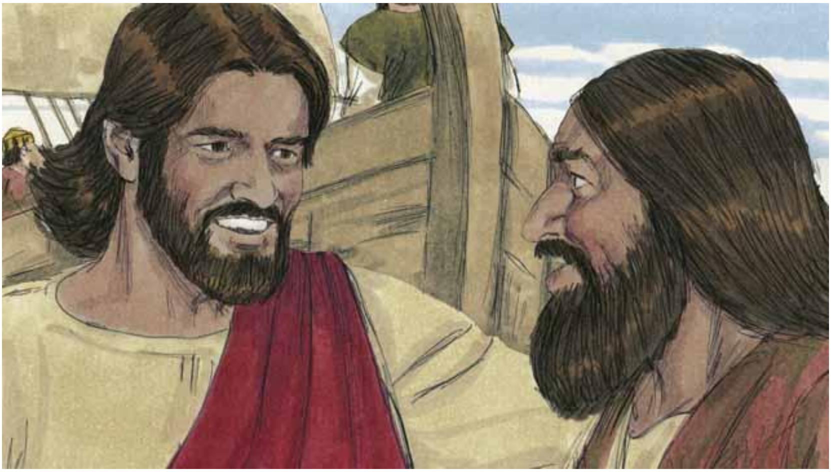

কিন্তু যীশু তাকে বললেন, “না, আমি চাই যে তুমি ঘরে ফিরে যাও আর তোমার বন্ধুদের আর পরিবারকে সকলকিছু বল যা ঈশ্বর তোমার জন্য করেছেন এবং কিভাবে তিনি তোমার উপর দয়া করেছেন।”

তাই লোকটি চলে গেল এবং সকলকে তা বলল যা যীশু তার জন্য করেছিল ।যেকেউ তার কথা শুনলো তারা আশ্চর্য পূর্ণ হল আর অদ্ভুত বোধ করল।

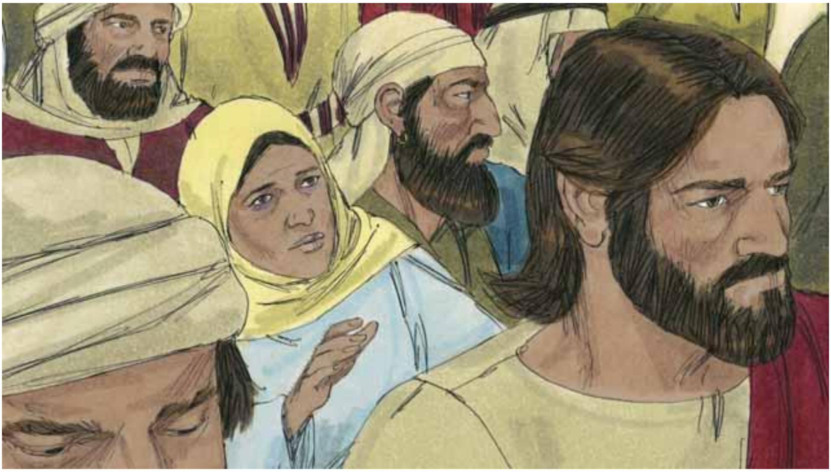

যীশু হ্রদের অন্যপারে ফিরলেন।সেখানে পৌছাবার পর, এক বিশাল ভিড় তাকে ঘিরে একত্র হল আর তাকে চাপাচাপি করছিল।সেই ভিড়ে এক মহিলা ছিল যিনি বারো বছর রক্তপ্রবাহের অসুখে ভুগছিলেন।তিনি তার সকল বিষয় সম্পত্তি ডাক্তারদের উপর ব্যয় করেছিলেন যেন তারা তাকে সুস্থ করতে পারে, কিন্তু সে শুধু খারাপ পেয়েছে |

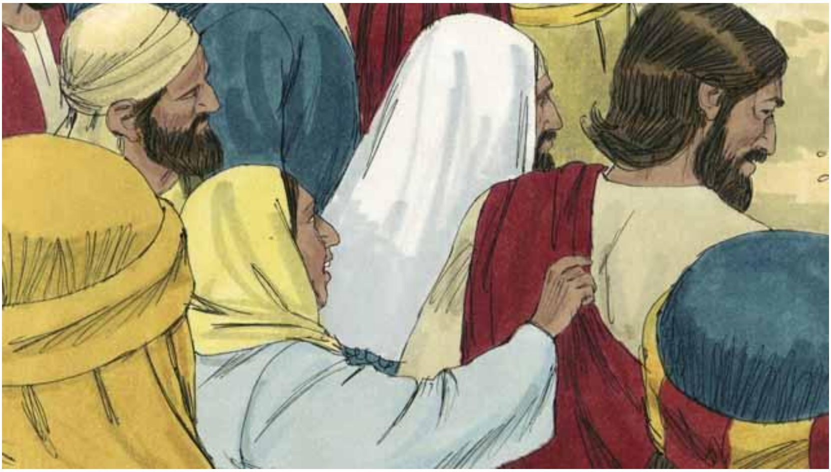

তিনি শুনেছিলেন যে যীশু অনেক লোকেদের সুস্থ করেন আর ভেবেছিলেন, “আমি নিশ্চিত, যে যদি আমি যীশুর কাপড়টিকেও ছুঁই, তাহলে আমি সুস্থ হব!” তাই তিনি যীশুর পিছনে এলেন আর তার কাপড়টিকে ছুঁলেন।যেই ক্ষণে তিনি তা ছুলেন, তার রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল।

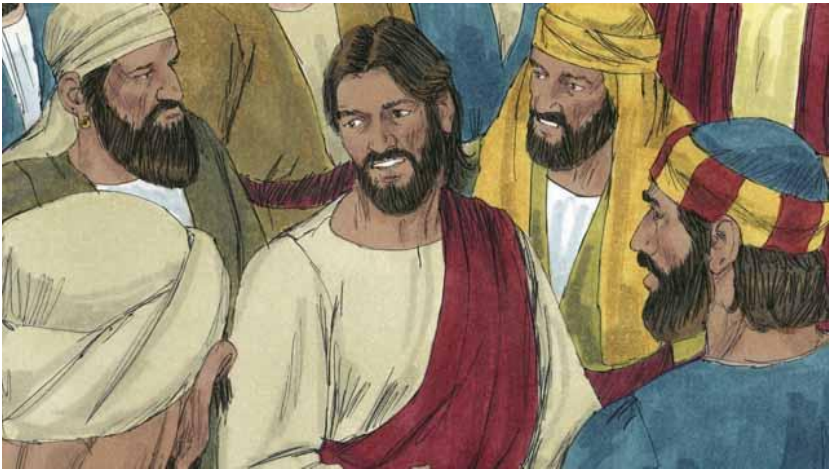

তক্ষনাৎ, যীশু টের পেলেন যে তার থেকে শক্তি নির্গত হয়েছে।তাই তিনি ফিরলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, “কে আমায় ছুঁয়েছে?”

শিষ্যেরা উত্তর দিল, “আপনার চারধারে যে প্রচুর লোক এবং আপনাকে ধাক্কা দিচ্ছে।আপনি কেন জিজ্ঞাসা করছেন, ‘কে আমায় ছুঁয়েছে?”’যীশুর সামনে মহিলাটি কাঁপতে কাঁপতে ও খুবই ভয় পেয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসলেন।তার পর তিনি তাকে বললেন যে তিনি কি করেছেন, আর যে তিনি সুস্থ হয়েছেন।যীশু তাকে বললেন, “তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে।শান্তিতে চলে যাও।”

এটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ৮:২৮-৩৪; ৯:২০-২২; মার্ক ৫:১-২০; ২৪ব-৩৪; লুক ৮:২৬-৩৯; ৮:৪২ব-৪৮

এক কৃষকের কাহিনী

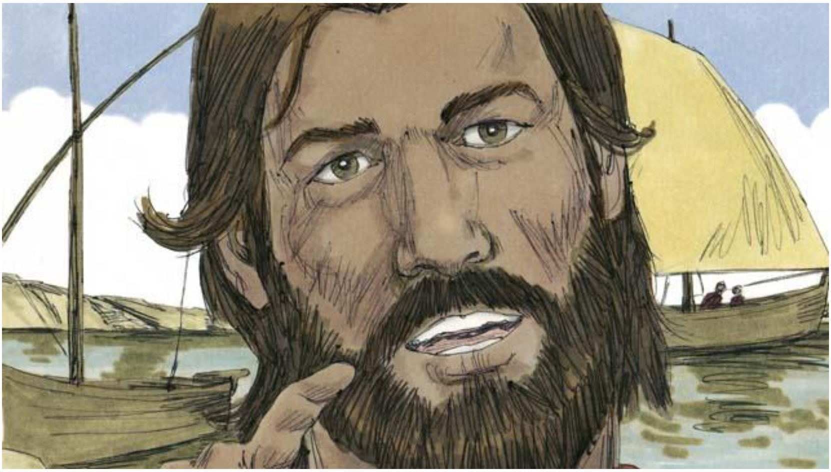

একদিন, হ্রদের তীরে এক বিরাট ভিড়কে যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন।এত লোক তার কাছে এসেছিল যে যীশু তীরের এক নৌকায় চড়ে বসলেন যেন তাদের কাছে ভালো ভাবে কথা বলতে পারেন। তিনি নৌকায় বসলেন আর লোকেদের শিক্ষা দিলেন।

যীশু এক দৃষ্টান্তটি বললেন।"এক কৃষক বীজ বুনতে গেল।যখন তিনি হাত দিয়ে বীজ ছড়াচ্ছিলেন, কিছু বীজ রাস্তায় পড়ল, আর পাখিরা আসলো আর তা খেয়ে ফেলল।"

“অন্য কিছু বীজ পাথরময় ভূমিতে পড়ল, যেখানে খুব কম মাটি ছিল |সেই পাথরময় জমির বীজ শীঘ্রই অঙ্কুরিত হল কিন্তু তাদের শিকড় মাটির গভীরে যেতে পারল না।যখন সূর্যের উঠলো আর উত্তপ্ত হল, চারাগুলো শুকিয়ে গেল আর মারা গেল।”

“আর কিছু বীজ কাঁটা ঝোপের মধ্যে পড়ল।সেই বীজ বেড়ে উঠল কিন্তু কাঁটা ঝোপ সেগুলোকে ঢেকে দিল।তাই বীজ থেকে বেড়ে উঠা কাঁটা ঝোপের চারাগুলো কোনো ফসল উৎপাদন করতে পারল না।”

“আর কিছু বীজ ভালো জমিতে পড়ল৷এই বীজগুলো বেড়ে উঠল এবং ৩০, ৬০ আর এমনকি ১০০ গুন ফসল উৎপাদন করল। যার কান আছে সে শুনুক!”

এই কাহিনী শিষ্যদের ভ্রমিত করল৷তাই যীশু ব্যাখা করলেন, “সেই বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য৷রাস্তা হল এক ব্যক্তি যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে কিন্তু তা বোঝেনা, আর শয়তান তার ভিতর থেকে সেই বাক্য নিয়ে চলে যায়৷”

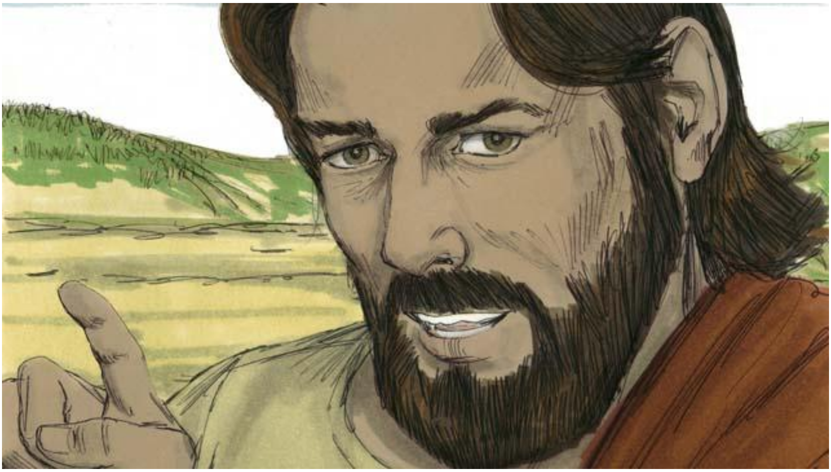

“পাথরময় জমি হল এক ব্যক্তি যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে আর তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করে।কিন্তু যখন সে সমস্যার বা উৎপীড়নের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন সে পিছিয়ে যায়।”

“কাঁটা ঝোপের জমি হল এক ব্যক্তি যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, জীবনের চিন্তা, ধন ও ভোগবিলাস ঈশ্বরের প্রতি তার প্রেম নষ্ট করে। পরিনাম স্বরূপ, যে শিক্ষা সে শুনেছিল সেই বাক্য কোনো ফসল উৎপাদন করতে পারে না।”

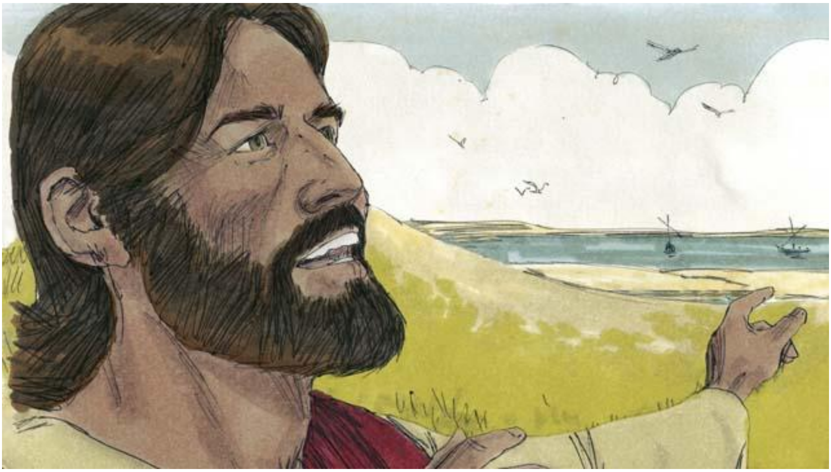

“কিন্তু ভালো জমি হল সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে, তা বিশ্বাস করে আর ফসল উৎপন্ন করে।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ১৩:১-৮, ১৮-২৩; মার্ক ৪:১-৮, ১৩-২০; লুক ৮:৪-১৫

যীশু অন্য কাহিনীসমূহ দ্বারা শেখান

যীশু ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী বলেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বলেন, “ঈশ্বরের রাজ্য হল একটি সরিষার দানার মত যা কেউ তার জমিতে বপন করল ।তোমরা জানো যে সরিষা দানা সকল বীজের মধ্যে সবচাইতে ছোট।”

“কিন্তু যখন তা বেড়ে ওঠে, তখন সে বাগানের সকল চারাদের মধ্যে বড় হয়, এতটা বড় যে পাখিরা আসে ও তার ডালপালার উপর আরাম করে।”

যীশু আর এক কাহিনী বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য হল তাড়ির মত যা এক মহিলা ময়দার সাথে মাখলো যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণ ময়দাকে তাড়িময় করল।

“ঈশ্বরের রাজ্য এক গুপ্তধনের তুল্য যা কেউ মাটির নিচে লুকিয়ে রাখল।অন্য কেউ সেই গুপ্তধন পেল এবং তারপর আবার তা সেখানেই লুকিয়ে রাখল।সে এতই আনন্দে ভরে গেল যে সে গেল আর যা কিছু তার কাছে ছিল তা বিক্রি করল আর সেই টাকা দিয়ে সেই জমিটি ক্রয় করল।”

“ঈশ্বরের রাজ্য একটি উৎকৃষ্ট মুক্তার মত যার মূল্য প্রচুর।যখন এক জহরী তা পেল, সে তার সকল সম্পত্তি বিক্রয় করল আর সেই টাকা সেই মুক্তা কিনার জন্য ব্যবহার করল।

তারপর যীশু কিছু লোকেদের এক কাহিনী বললেন যারা তাদের নিজেদের ভালো কার্যের উপর ভরসা করত আর অন্যদের তুচ্ছ করত। তিনি বললেন, “দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল।তার মধ্যে একজন ছিল করগ্রাহী আর অন্যজন ছিল ধার্মিক নেতা।”

“সেই ধর্ম গুরু এভাবে প্রার্থনা করল, ‘ধন্যবাদ ঈশ্বর, যে আমি অন্য লোকদের মত পাপী নই- নাহি ডাকুদের মত, অন্যায়ী মানুষদের মত, ব্যভিচারীদের মত, অথবা ওই করগ্রাহী ব্যক্তিটির মত।”’

“যেমন কি, আমি সপ্তাহে দুবার উপবাস করি আর আমার সকল টাকার ও দ্রব্যের দশ ভাগ মন্দিরে দান করি৷”

“কিন্তু সেই করগ্রাহী ব্যক্তিটি ধর্ম গুরুর থেকে দুরে দাড়িয়ে রইল, আর স্বর্গের দিকেও তাকালো না।বরং, সে তার বুক চাপড়ে প্রার্থনা করল, “ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া করুন কেননা আমি একজন পাপী।”

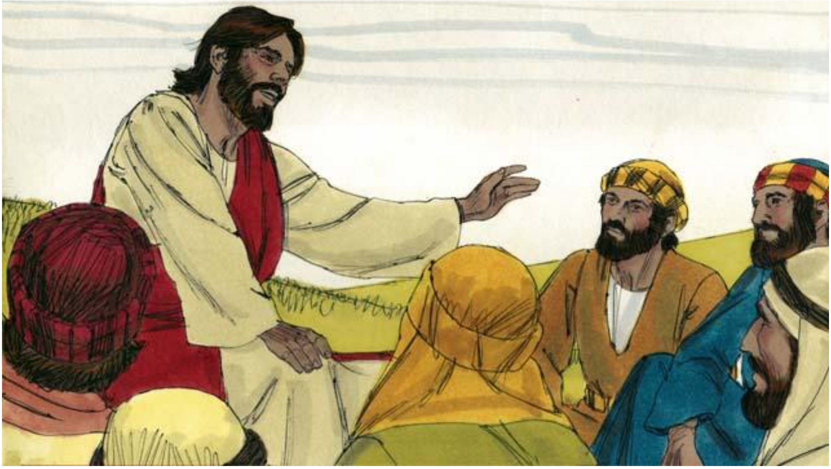

তারপর যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্য বলছি, ঈশ্বর সেই করগ্রাহী লোকটির প্রার্থনা শুনেছেন আর তাকে ধার্মিক ঘোষণা করেছেন।কিন্তু সেই ধর্মগুরুর প্রার্থনা তার পছন্দ হয়নি।ঈশ্বর সকল গর্বিতদের নম্র করবেন আর সেই সকলকে উচ্চ করবেন যারা নিজেদের নম্র করে।”

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ১৩:৩১-৩৩, ৪৪-৪৬; মার্ক ৪:৩০-৩২; লুক ১৩:১৮-২১; ১৮;৯-১৪

করুণাময় পিতার কাহিনী

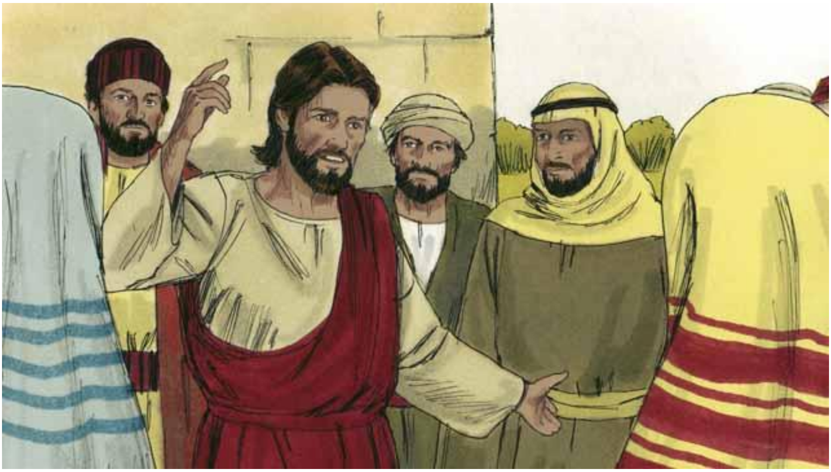

একদিন, যীশু বহু করগ্রাহী আর অন্য পাপীদের যারা তার কাছে জমা হয়েছিল তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

কিছু ধার্মিক নেতারা যারা সেখানেই ছিল তারা যীশুকে সেই পাপীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে দেখল আর তারা তাঁর নিন্দা করতে আরম্ভ করল। তাই যীশু তাদের এক কাহিনী বললেন।

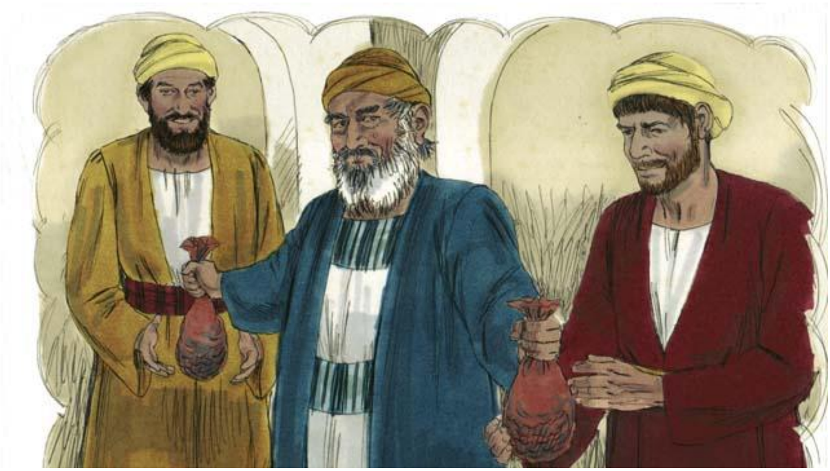

“এক ব্যক্তি ছিলেন যার দুটি ছেলে ছিল।ছোট ছেলেটি তার পিতাকে বলল, ‘পিতা, আমার সম্পত্তির ভাগ এখনিই চাই!’ তাই পিতা তার সম্পত্তি দুই ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিল।

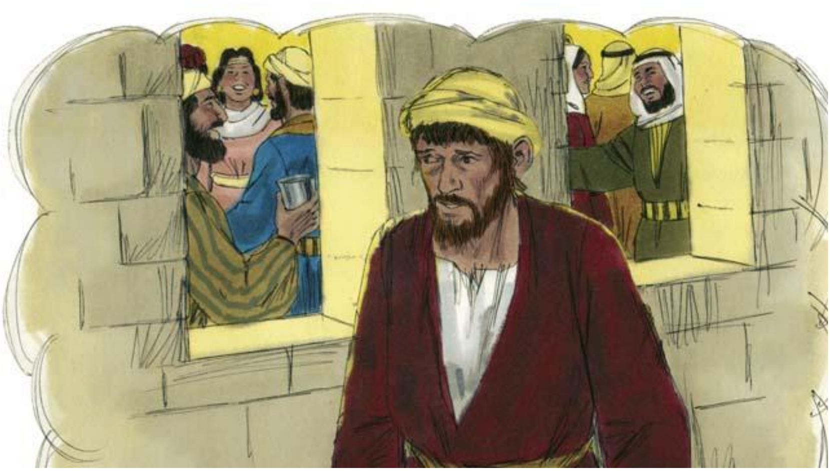

“ছোট ছেলেটি শীঘ্রই তার সম্পত্তি একত্র করল আর দুর দেশে চলে গেল আর তার সকল সম্পত্তি পাপময় পথে খরচ করল।”

“এর পর, সেই দেশে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হল যেখানে ছোট ছেলেটি ছিল, আর তার কাছে খাবার কেনার কোনো টাকা ছিল না। তাই সে যা কাজ পেল তা করল আর তা হল শুয়োর চড়ানোর কাজ।তার পরিস্থিতি খুব শোচনীয় হল যে সে শুয়োরের খাবারও খেতে চাইল।

“অন্তিমে, ছোট ছেলেটি নিজেকে বলল, “আমি এ কি করছি?আমার পিতার সকল চাকরেরা কতই না খাবার খায় আর তথাপি আমি ক্ষুদায় কষ্ট পাচ্ছি।আমি আমার পিতার বাড়িতে ফিরে যাব আর তার একজন চাকর হওয়ার জন্য অনুরোধ করব।”’

“তাই ছোট ছেলেটি তার বাবার বাড়ির দিকে যাওয়া শুরু করল।যখন সে বেশ দুরেই ছিল, তার বাবা তাকে দেখলেন আর তার জন্য করুনায় ভরে গেলেন। সে তার ছেলের দিকে দৌড়ালেন আর তাকে জড়িয়ে ধরলেন আর চুম্বন করলেন।”

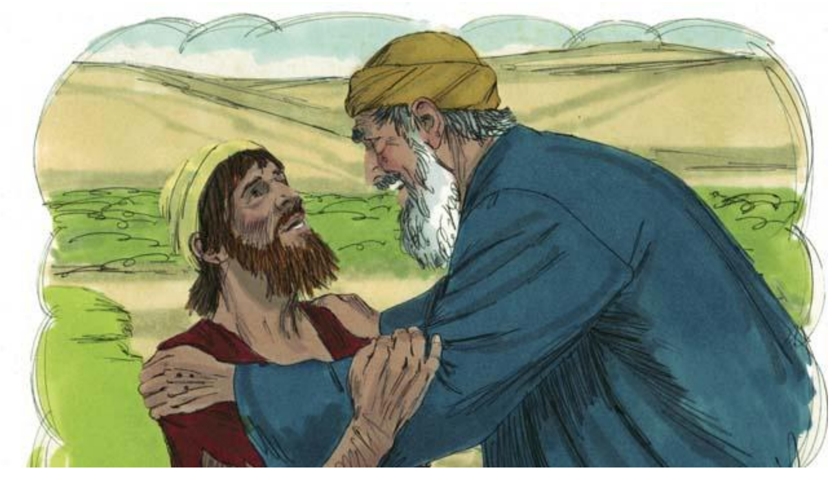

“ছেলেটি বলল, “বাবা, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আর আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আমি আপনার ছেলে হওয়ার যোগ্য নই।”’

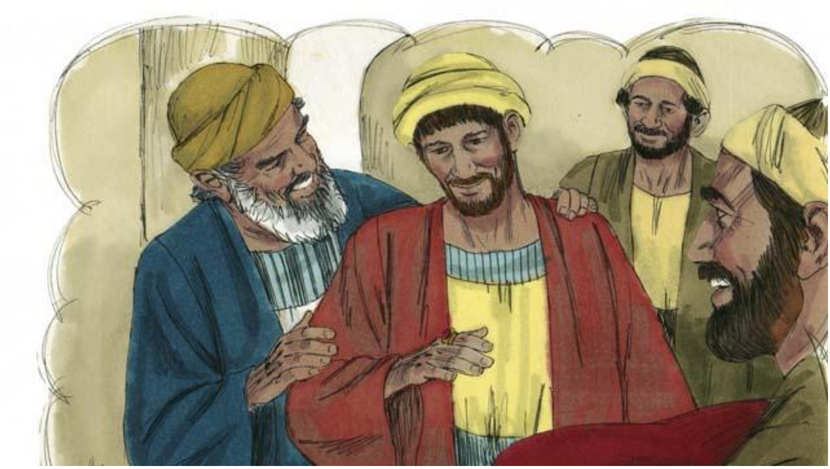

“কিন্তু তার বাবা তার এক চাকরকে আদেশ দিলেন, ‘তারাতারি যাও আর সবচাইতে ভালো কাপড় নিয়ে এসো আর একে পরিয়ে দাও!তার আঙ্গুলে একটি অঙ্গটি আর পায়েতে জুতো পরাও।তারপর সবচাইতে ভালো পশুটি মেরে ভোজ প্রস্তুত কর আর উৎসব মানাও, কেননা আমার ছেলে মারা গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে জীবিত হয়েছে!সে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তাকে পেয়েছি!’”

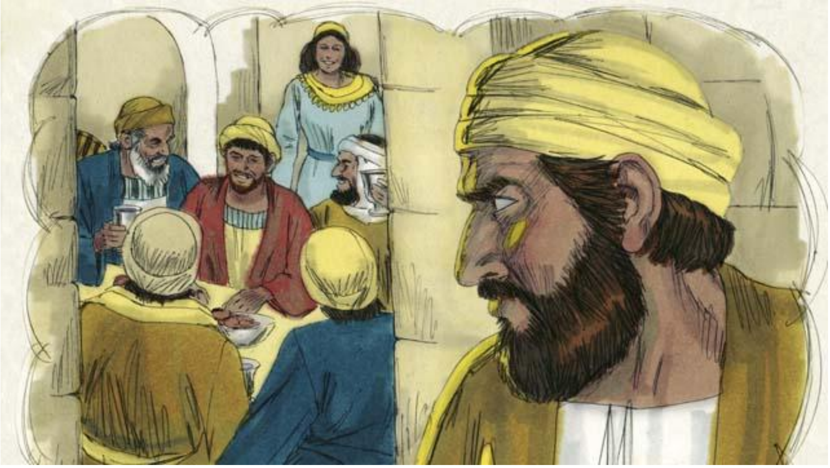

“তাই লোকেরা আনন্দ করতে শুরু করল।কিছু সময় পরে, বড় ছেলেটি খেত থেকে কাজ করে ফিরে এলো।সে নাচ গান শুনতে পেল আর অবাক হল যে কি হচ্ছে।”

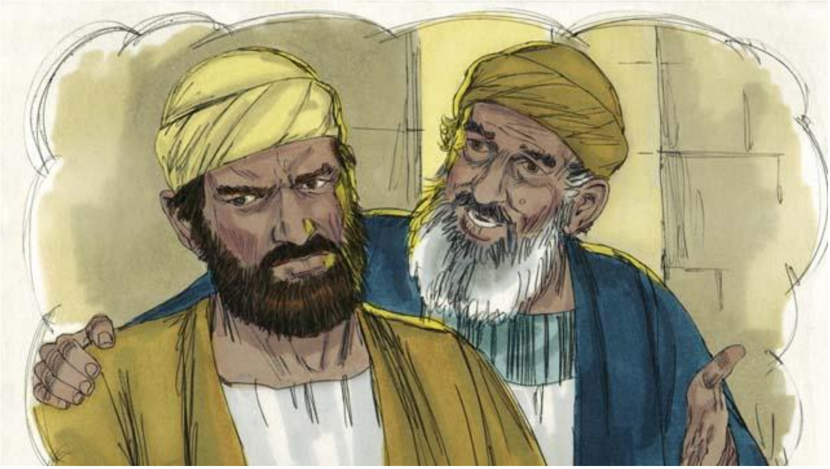

“যখন বড় ছেলেটি জানতে পারল যে তারা আনন্দ করছে কারণ তার ভাই বাড়িতে ফিরেছে, তখন সে খুব রেগে গেল আর বাড়ির ভিতর যেতে চাইল না।তার পিতা বেরিয়ে এলেন আর অনুরোধ করলেন ভিতরে যাওয়ার জন্য আর তাদের সাথে আনন্দ করতে, কিন্তু সে মানলো না।”

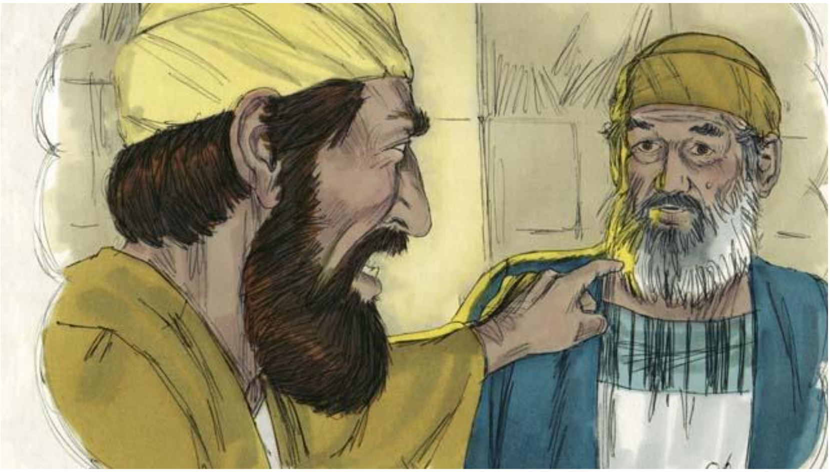

“বড় ছেলেটি তার পিতাকে বলল, “এই সকল বছর আমি আপনার জন্য বিশ্বাস যোগ্য হয়ে কাজ করেছি!আমি আপনার অবাধ্য হইনি, আর তবুও আপনি আমার জন্য একটি ছোট পশুও দেননি যেন বন্ধুদের সাথে আনন্দ করি। কিন্তু যখন আপনার এই ছেলেটি যে আপনার সম্পত্তি পাপময় পথে উড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, তখন আপনি সবচাইতে ভালো পশুটি মেরে আনন্দ করছেন!”

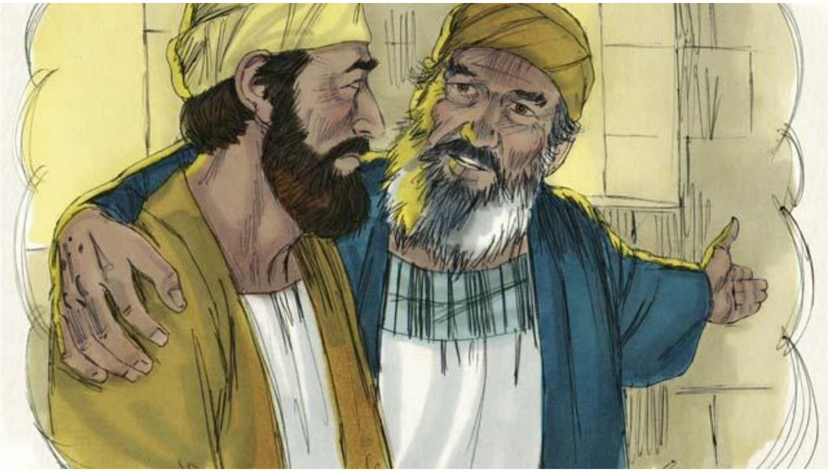

“পিতা উত্তর দিলেন, ‘হে আমার পুত্র, তুমি সব সময়ই আমার সাথে আছ, আর যা কিছু আমার তা সকলই তো তোমার।কিন্তু আনন্দ করাটা আমাদের প্রয়োজন, কেননা তোমার ভাই মরে গিয়েছিল, কিন্তু সে এখন জীবিত।সে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তাকে আমরা পেয়েছি!”’

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-লুক ১৫:১১-৩২

যীশুর উজ্জ্বল রূপ ধারণ

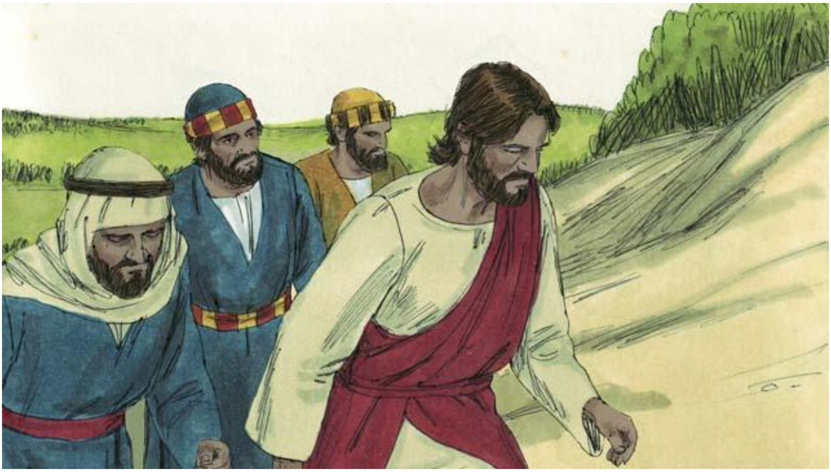

একদিন, যীশু তার তিন শিষ্যদের, পিতর, যাকোব, আর যোহনকে সাথে নিলেন।(এই শিষ্য যোহন আর বাপ্তিষ্ম দাতা যোহন এক ব্যক্তি নন।)তারা প্রার্থনার জন্য পর্বতের দিকে গেলেন।

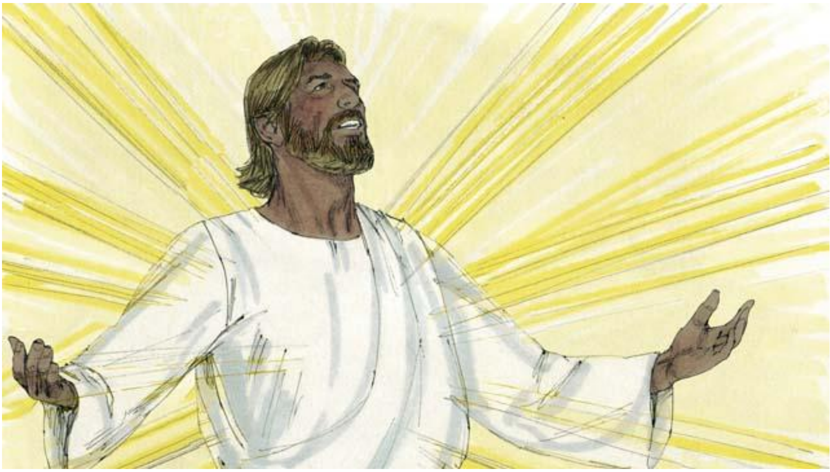

যখন যীশু প্রার্থনা করছিলেন, তার চেহারা সূর্যের মত উজ্জল হয়ে গেল আর তার কাপড় দীপ্তির মত উজ্জ্বল হল, এতটাই উজ্জ্বল যে পৃথিবীর কেউই তেমন করতে পারে না।

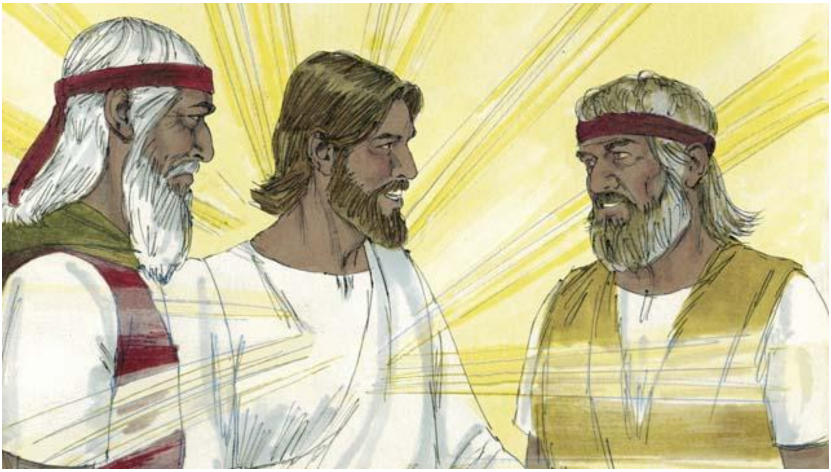

তারপর মোশি আর এলিয় আভির্ভূত হলেন।এই ব্যক্তিরা পৃথিবীতে যীশুর প্রায় হাজার হাজার বছর আগে ছিলেন।তারা যীশুর সাথে তার মৃত্যুর বিষয়ে কথা বললেন, যা শীঘ্রই যেরুশালেমে হতে চলেছিল।

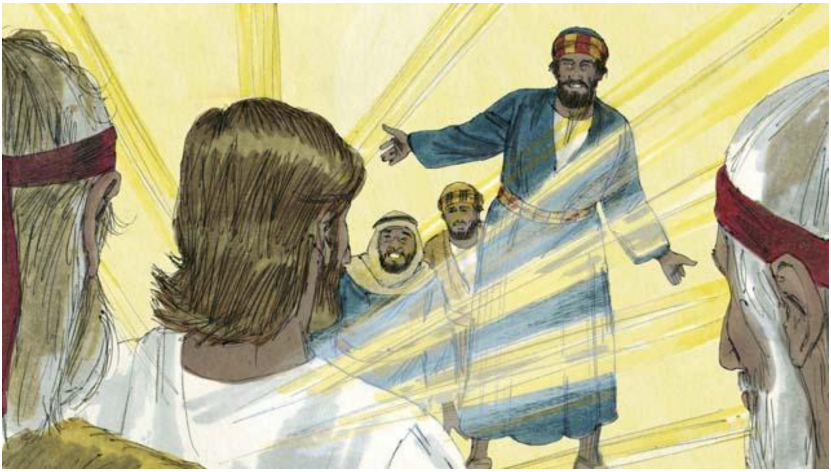

যখন মোশি আর এলিয় যীশুর সাথে কথা বলছিলেন তখন পিতর যীশুকে বললেন, “আমাদের জন্য এখানে থাকাটা ভালো। আমরা এখানে তিনটি ছাউনি বানাবো, একটা আপনার জন্য, একটি মোশির আর একটি এলিয়ের জন্য।”পিতর জানতেন না যে তিনি কি বলছেন।

যখন পিতর বলছিলেন তখন এক উজ্জ্বল মেঘ নেমে এলো আর তাদের ঘিরে ধরল আর সেই মেঘ থেকে একটি বাণী হল, “এ হল আমার পুত্র যাকে আমি ভালবাসি।আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।তার কথা মান্য কর।”সেই তিন শিষ্য আতঙ্কিত হল আর ভূমিতে পড়ল।

তখন যীশু তাদের ছুঁলেন আর বললেন, “ভয় পেয় না।”উঠে দাঁড়াও।”যখন তারা চারিদিকে তাকালো, তারা কেবল যীশুকেই একা দাঁড়ানো দেখল।

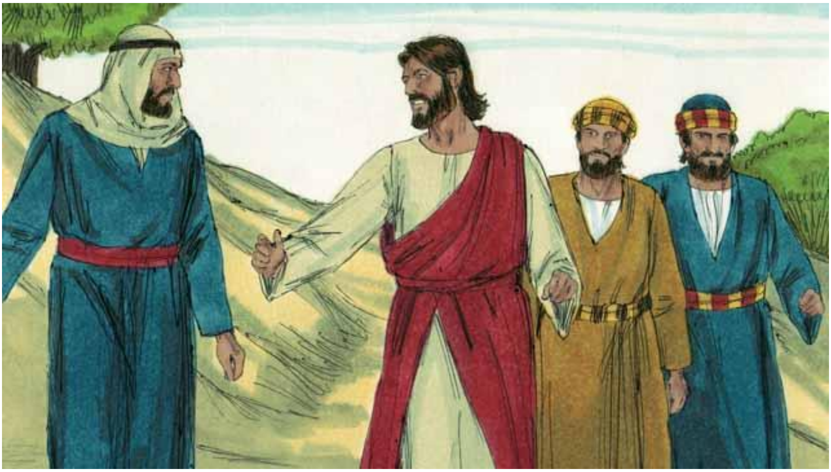

যীশু আর তিন শিষ্যেরা পর্বত থেকে নেমে গেলেন৷তারপর যীশু তাদের বললেন, “যা এখানে ঘটেছে সেসব কাউকে কিছু বল না ৷আমি শীঘ্রই মারা যাব আর আবার জীবিত হব৷তার পর, তোমরা না হয় লোকেদের বল৷”

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ১৭:১-৯; মার্ক ৯:২-৮; লুক ৯:২৮-৩৬

যীশু লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন

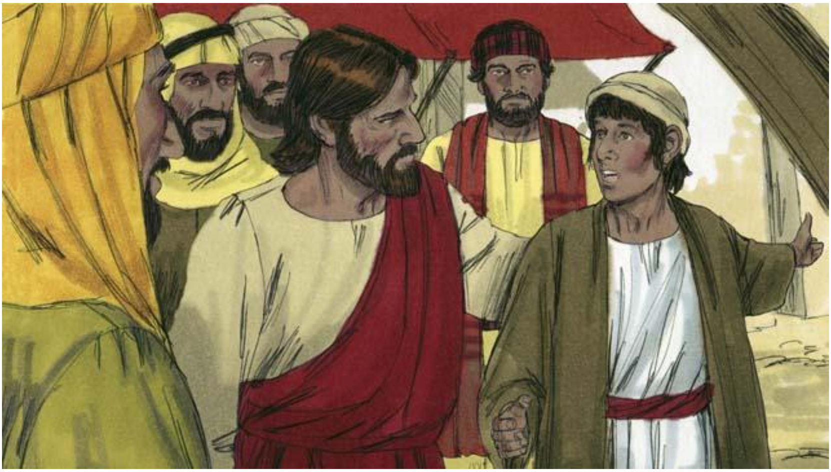

একদিন, যীশু এক সংবাদ পান যে লাসার খুবিই অসুস্থ। লাসার ও তার দুই বোন মরিয়ম আর মার্থা ছিলেন যীশুর নিকট বন্ধু। যখন যীশু সংবাদ পান, তিনি বলেন, “এই আসুক তাকে মৃত্যুতে নিয়ে যাবে না, কিন্তু এটা হবে ঈশ্বরের মহিমা।” যীশু তার বন্ধুদের ভালোবাসতেন, কিন্তু তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে আরো দু দিন থাকলেন।

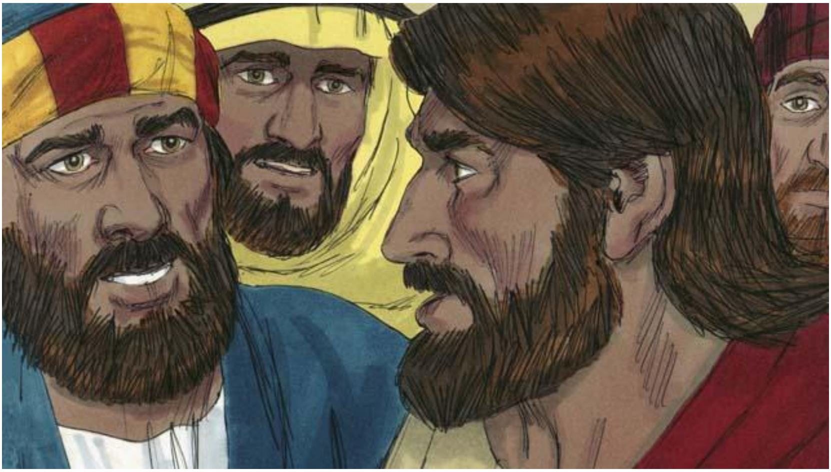

দুই দিন পর, যীশু শিষ্যদের বললেন, “চল যিহুদাতে যাই।” “কিন্তু গুরু,” শিষ্যেরা উত্তর দিল, “কিছু কাল পূর্বেই সেখানকার লোকেরা আপনাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল যে!” যীশু বললেন, “আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, আর আমাকে যে তাকে জাগাতে যেতে হবে।”

যীশুর শিষ্যেরা বললেন, “প্রভু, যদি লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে সে ভালো হয়ে উঠবে।” তারপর যীশু স্পষ্টভাবে তাদের বললেন, “লাসার মারা গিয়েছে৷ আমি আনন্দিত যে সেখানে তখন আমি ছিলাম না, যেন তোমরা আমার উপর বিশ্বাস কর।”

যখন যীশু লাসারের এলাকায় পৌছালেন, তখন লাসার চারদিন হয়েছে মারা গিয়েছে৷ মার্থা বেরিয়ে এলেন তার সাথে দেখা করার জন্য আর বললেন, “প্রভু, যদি আপনি এখানে হতেন, তবে আমার ভাই মরত না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন তিনি তা আপনাকে দেবেন।”

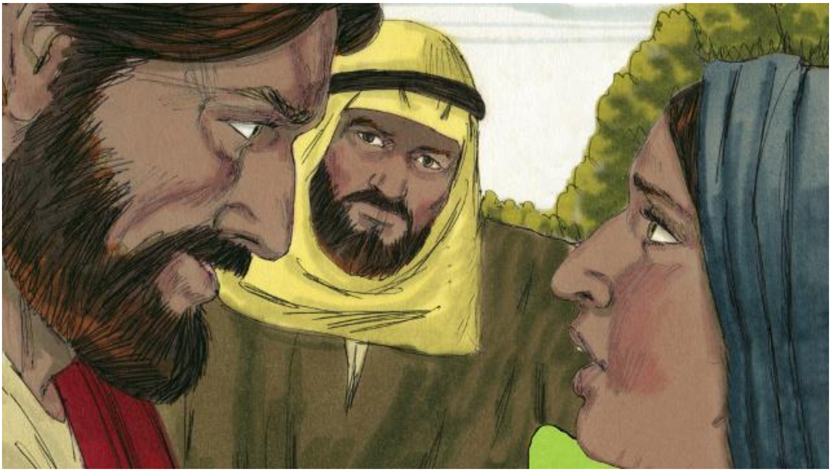

যীশু উত্তর দিলেন, “আমিই পুনুরুত্থান ও জীবন। যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস করবে সে যদি সে মারা গিয়েও থাকে তবুও বাঁচবে। প্রত্যেকে যারা আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না। তুমি কি তা বিশ্বাস কর?” মার্থা উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, প্রভু! আমি বিশ্বাস করি যে আপনি খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।”

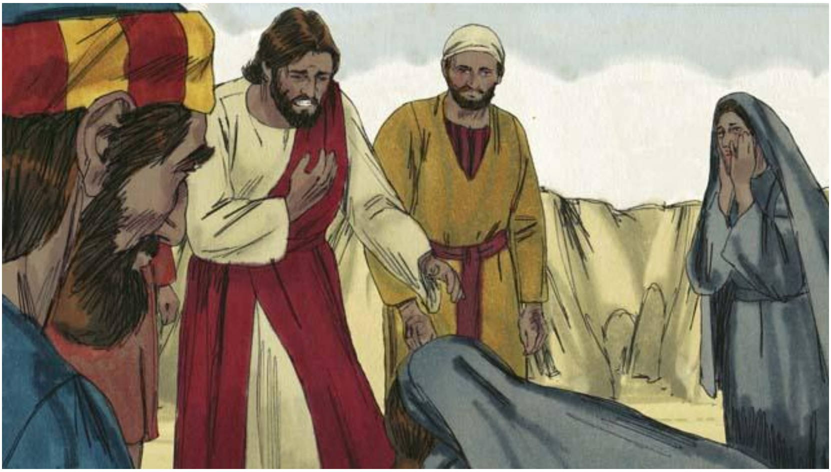

তারপর মরিয়ম এলেন। তিনি যীশুর পায়ে পড়লেন আর বললেন, “প্রভু, যদি আপনি এখানে থতেন তবে, আমার ভাই মরত না।” যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা লাসারকে কোথায় রেখেছ?” তারা বললেন, “কবরে। আসুন আর দেখুন।” তারপর যীশু কাঁদলেন।

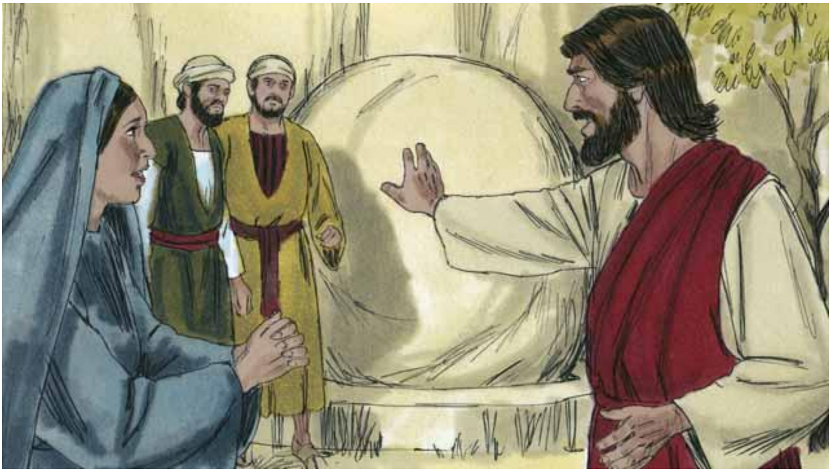

কবরটি একটি গুহার মত ছিল যার প্রবেশ পথে পাথরের ঢাকনা ছিল। যখন যীশু কবরে পৌছালেন, তিনি তাদের বললেন, পাথরের ঢাকনাটি সরিয়ে দাও।” কিন্তু মার্থা বললেন, “সে যে চারদিনের কবর প্রাপ্ত। সেটিতে যে দুর্গন্ধ হয়েছে।”

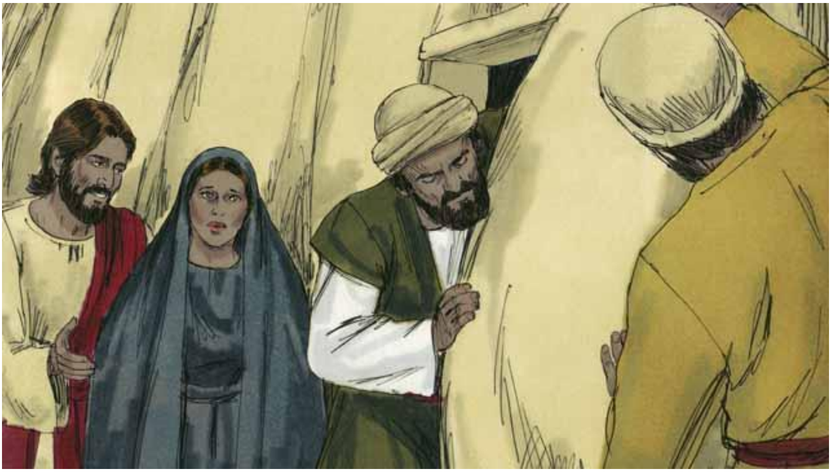

যীশু উত্তর দিলেন, “আমি কি তোমাদের বলি নি যে তোমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখবে যদি তোমরা আমার উপর বিশ্বাস কর?” তাই তারা পাথরটিকে সরিয়ে দিল।

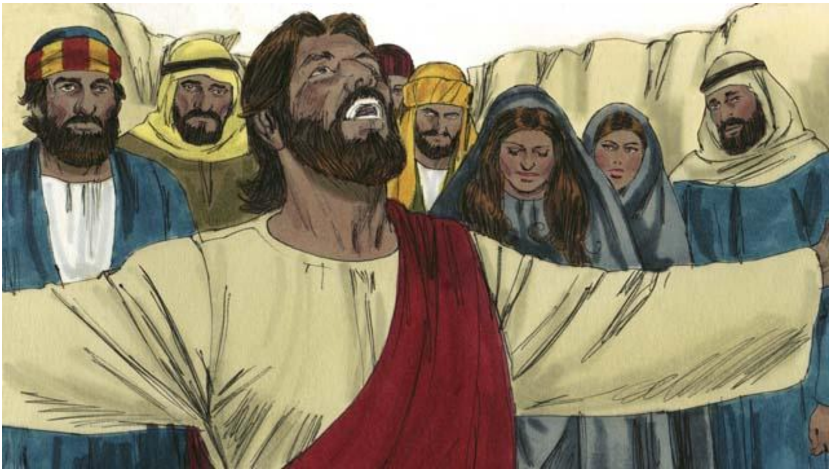

তারপর যীশু স্বর্গের দিকে তাকালেন আর বললেন, “হে পিতা, ধন্যবাদ আমাকে শোনার জন্য। আমি জানি যে আপনি আমায় সবসময়ই শোনেন, কিন্তু আমি এই সকল লোকেদের জন্য বলছি, যেন তারা বিশ্বাস করে যে আপনি আমায় পাঠিয়েছেন।” তারপর যীশু জোরে বলে উঠলেন, “লাসার, কবর থেকে বেরিয়ে এসো!”

তাই লাসার জীবিত হয়ে বেরিয়ে এলো! সে এখনো কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল। যীশু তাদের বললেন, “সেই কাপড় খুলতে তাকে সাহায্য কর আর তাকে মুক্ত কর!” বহু ইহুদিরা যীশুর এই চমৎকারের জন্য তার উপর বিশ্বাস করল।

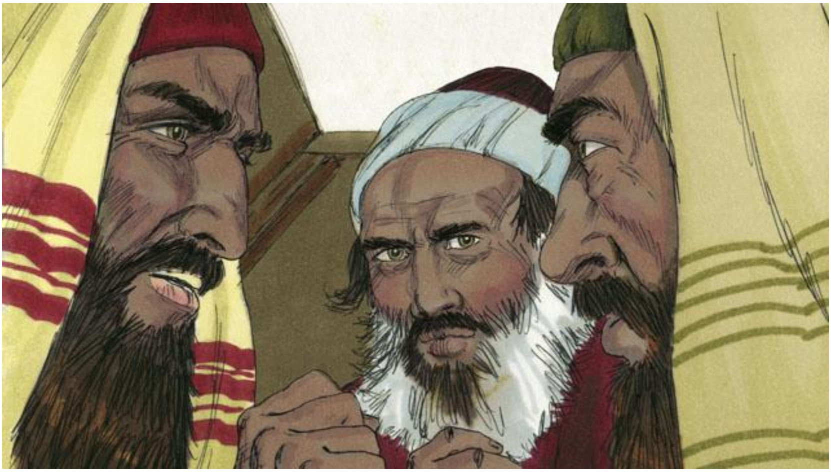

কিন্তু ইহুদি ধর্মিক নেতারা বা গুরুরা হিংসা করল, তাই তারা একত্র হয়ে যোজনা করল যীশু ও লাসারকে হত্যা করার।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে- যোহন ১১:১-৪৬

যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়

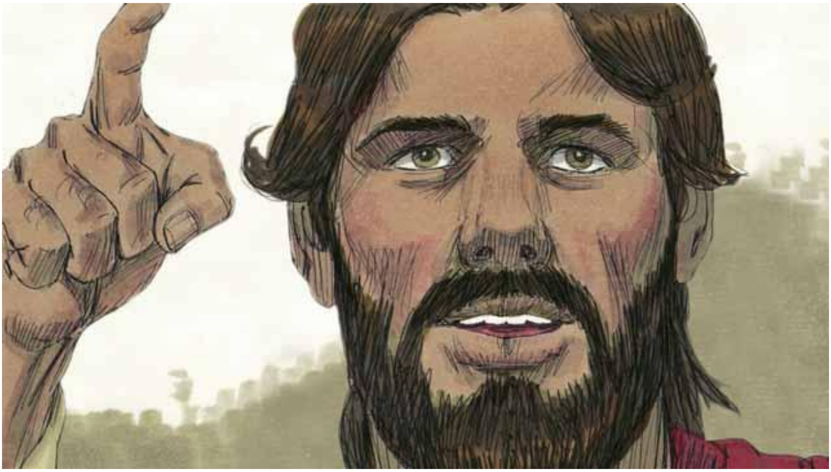

প্রত্যেক বছর, ইহুদিরা নিস্তারপর্ব পালন করে।শতাব্দী পূর্বে ঈশ্বর তাদের পূর্বপুরুষদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এটা হল সেই উৎসব। প্রায় তিন বছর হল যীশু তার প্রচার ও শিক্ষা কার্য আরম্ভ করেছেন, যীশু তার শিষ্যদের বললেন যে তিনি যেরুশালেমে তাদের সাথে এই নিস্তারপর্ব পালন করতে চান, আর বললেন যে তাকে সেখানে হত্যা করা হবে।

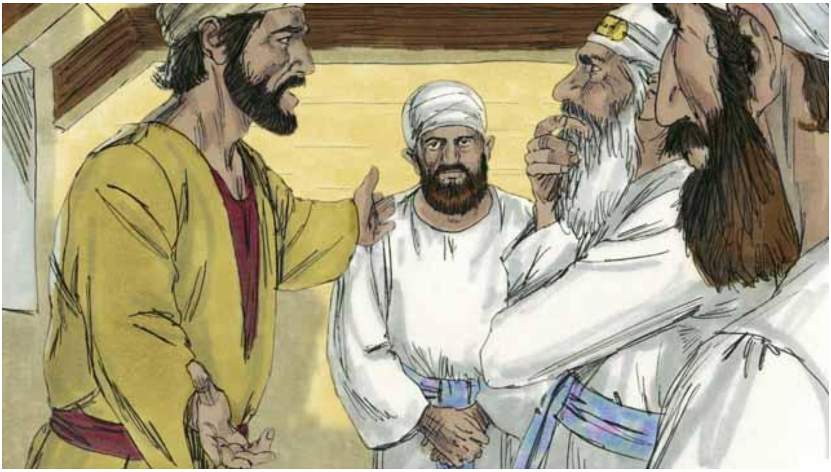

যীশুর একজন শিষ্যের নাম ছিল যিহুদা। প্রেরিতদের টাকার থলি রাখার দায়িত্বে যিহুদা ছিল, কিন্তু তার টাকাপয়সার প্রতি লোভ ছিল আর সে থলির থেকে প্রায়ই চুরি করত। যীশু আর শিষ্যদের যেরুশালেমে পৌছাবার পর, যিহুদা ইহুদি নেতাদের কাছে গেল আর টাকার পরিবর্তে যীশুর সাথে প্রতারণা করার প্রস্তাব দিল।সে জানত যে ইহুদি নেতারা যীশুকে খ্রীষ্ট মানত না আর তারা যীশুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে।

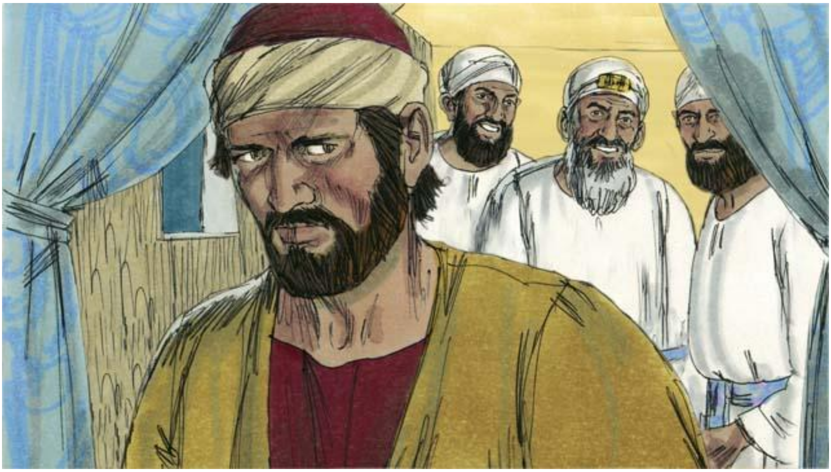

ইহুদি নেতারা, যারা মহাযাজকের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল, তারা যীশুকে প্রতারণা করার জন্য যিহুদাকে তিরিশটি রুপার মুদ্রা দিল। এসব ঘটল যেমনটি ভাববাদীরা বলেছিল।যিহুদা রাজি হল, মুদ্রা গুলো নিল আর চলে গেল।সে সুযোগ খুঁজতে থাকলো যীশুকে তাদের কাছে ধরিয়ে দিতে।

যেরুশালেমে, যীশু নিস্তারপর্ব তার শিষ্যদের সাথে পালন করলেন। নিস্তারপর্বের ভোজের সময়, যীশু কিছু রুটি নিলেন আর তা ভাঙ্গলেন।তিনি বললেন, “এটি নাও ও তা খাও।এ হল আমার শরীর, যা তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে।এমনটি কর আমাকে স্মরণ করার জন্য।”এই ভাবে, যীশু বললেন যে তার শরীর তাদের জন্য বলি করা হবে।

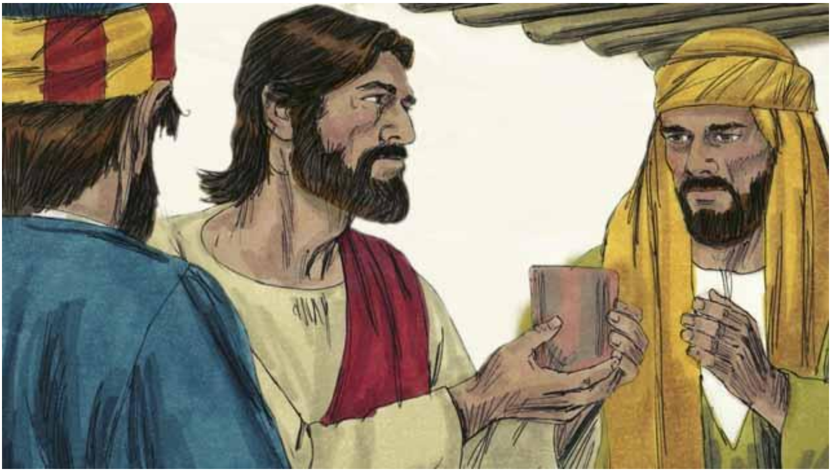

তারপর যীশু একটি কাপ তুললেন আর বললেন, “এটির থেকে পান কর।এটি হল আমার রক্ত নতুন নিয়মের যা তোমাদের পাপের জন্য ঢালা হয়েছে। প্রতিবার তোমরা এর থেকে পান করে আমাকে স্মরণ কর।”

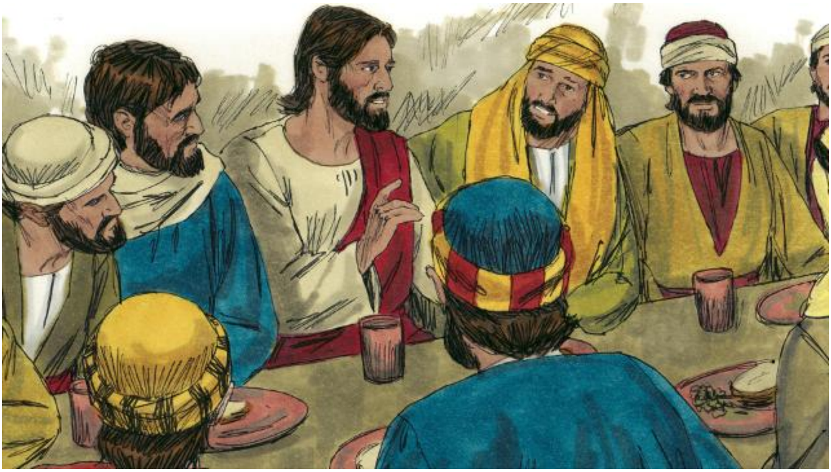

তারপর যীশু তার শিষ্যদের বললেন, “তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে প্রতারণা করবে।”শিষ্যরা অবাক হল, আর জিজ্ঞেসা করল কে এমন করবে।যীশু বললেন, “যে ব্যক্তিকে আমি এই রুটি দিব সেই হল আমার প্রতারক।” তারপর তিনি সেই রুটি যিহুদাকে দিলেন।

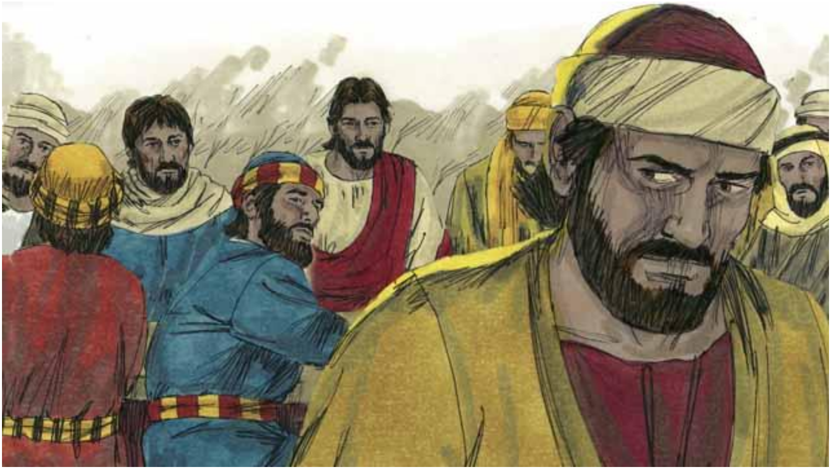

যিহুদা রুটি নেওয়ার পর, শয়তান তার ভিতর প্রবেশ করল।যিহুদা চলে গেল আর ইহুদি নেতাদের সাহায্য করল যীশুকে ধরতে।এটি ছিল রাতের বেলা।

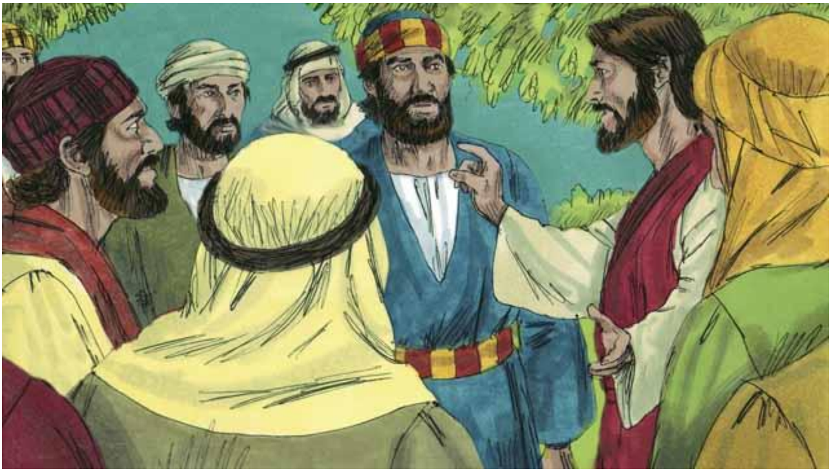

খাবারের পর, যীশু ও তার শিষ্যেরা জৈতুন পর্বতের দিকে গেলেন।যীশু বললেন, “তোমরা সকলে আজ রাতে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।এ লেখা রয়েছে, ‘“আমি মেষপালককে আঘাত করব আর সকল মেষরা ছিন্নভিন্ন হবে।”’

পিতর বললেন, “যদিও সকলে ছেড়ে পালাবে কিন্তু আমি তা করবই না!”তারপর যীশু পিতরকে বললেন, “শয়তান তোমাদের সকলকে চায়, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করেছি, পিতর, যেন তোমার বিশ্বাস শেষ না হয়।যদিও, আজ রাতে, মোরগ ডাকবার পূর্বেই, তুমি তিনবার অস্বীকার করবে যে তুমি আমায় জানো না।

পিতর তারপর যীশুকে বললেন, “আমি মরে গেলেও, আপনাকে আমি অস্বীকার করব না!”অন্য সকল শিষ্যেরাও তেমনটাই বলল।

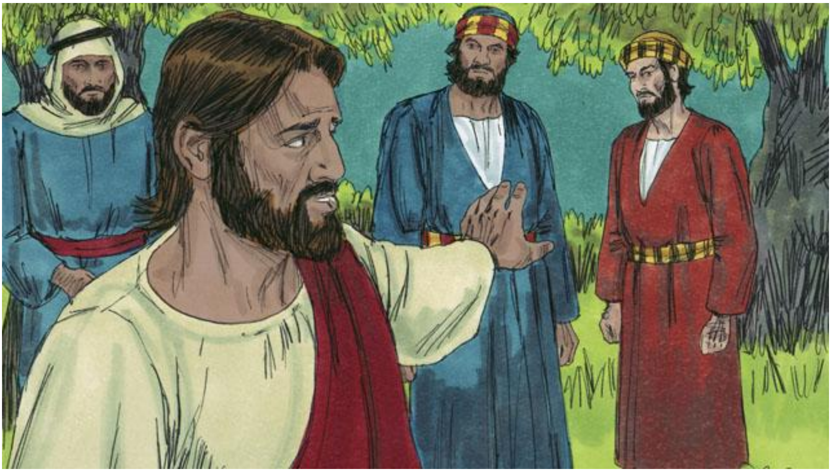

তারপর যীশু তার শিষ্যদের সাথে গেৎশিমানী নামক এক জায়গায় গেলেন। যীশু তার শিষ্যদের প্রার্থনা করতে বললেন যেন তারা প্রলোভনে না পরে। তারপর যীশু একা প্রার্থনা করতে গেলেন।

যীশু তিনবার প্রার্থনা করলেন, “হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, তবে অনুগ্রহ করে আমাকে এই কষ্টের কাপ থেকে পান করতে দেবেন না।কিন্তু লোকেদের পাপ থেকে উদ্ধারের যদি অন্য কোনো পথ যদি না থেকে থাকে, তবে আপনারই ইচ্ছে পূর্ণ হোক।”যীশু খুবিই কষ্টে ছিলেন আর তার ঘাম রক্তের ফোঁটার মত ঝরছিল।ঈশ্বর এক দূতকে পাঠিয়েছিলেন তাকে সাহস দিতে।

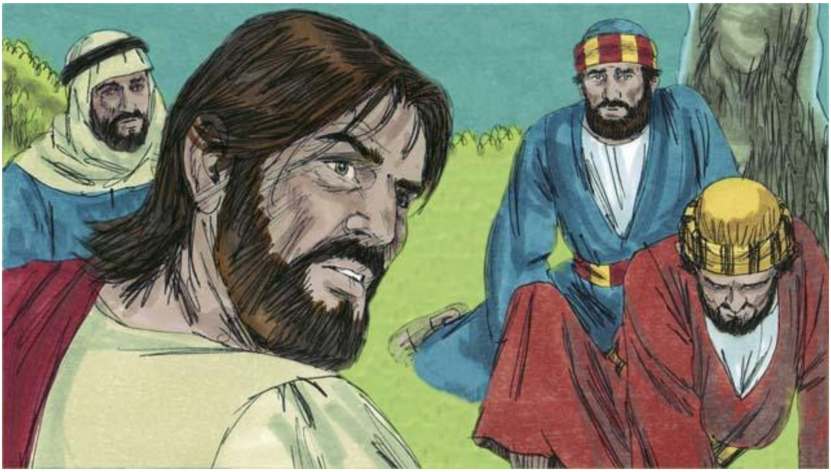

প্রত্যেকবার প্রার্থনার পর, যীশু তার শিষ্যদের কাছে ফিরে আসতেন, কিন্তু তারা প্রতি বার ঘুমিয়ে পরত। যখন তিনি তৃতীয়বার ফিরে এলেন, যীশু বললেন, “উঠ!আমার প্রতারক এখানে এসেছে।”

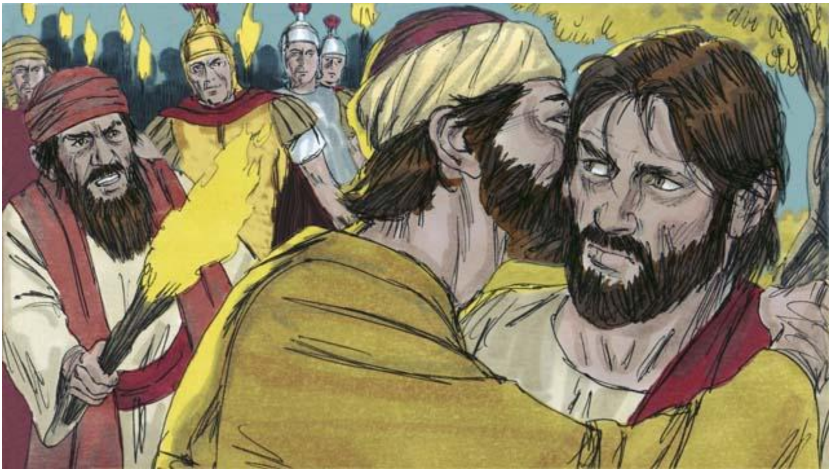

যিহুদা ইহুদি নেতাদের, সৈন্যদের আর এক বিরাট ভিড়ের সাথে এলো। তারা তলোয়ার আর হাতিয়ার সঙ্গে এনেছিল।যিহুদা যীশুর কাছে এলো আর বলল, “মঙ্গলবাদ হে গুরু,” আর তাকে চুম্বন করলো।এটি ছিল সংকেত ইহুদি নেতাদের জন্য যে কাকে ধরতে হবে।তখন যীশু বললেন, “জিহুদা, চুম্বন দিয়ে তুমি আমায় বিশ্বাসঘাতকতা করলে?”

যখন সৈন্যরা যীশুকে ধরল, তখন পিতর তার তলোয়ার বের করল আর মহাযাজকের এক চাকরের কান কেঁটে দিল।যীশু বললেন, “তলোয়ার দুরে রাখো!আমি আমার পিতার কাছে স্বর্গদূতেদের সৈন্য চাইতে পারি আমার রক্ষার্থে।কিন্তু আমাকে যে আমার পিতার আজ্ঞা পালন করতে হবে।”তারপর যীশু চাকরটির কান পুনরায় জুড়ে দেন।যীশুর গ্রেফতারের পর, সকল শিষ্যরা পালিয়ে গেল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ২৬:১৪-৫৬; মার্ক ১৪:১০-৫০; লুক ২২:১-৫৩; যোহন ১২:৬; ক৮:১-১১

যীশুকে যাঁচাই করা হয়

এ ছিল মধ্যরাত। সৈন্যরা যীশুকে মহাযাজকের ঘরে নিয়ে গেল যেন মহাযাজক তাকে প্রশ্ন করতে পারেন।পিতর দুরে থেকে তাদের পিছন নিল। যখন যীশুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল, তখন পিতর বাইরেই থাকলো আর আগুনের পাশে বসে নিজেকে গরম করছিলেন।

ঘরের মধ্যে, ইহুদি নেতারা যীশুর বিচার করছিলেন।তারা বহু মিথ্যেবাদী সাক্ষী যোগার করেছিল যারা তার সম্বন্ধে মিথ্যে অপবাদ দিল।যাইহোক, তাদের বলা কথা গুলো একেঅপরের সাথে মিল খায়নি, তাই ইহুদি নেতারা তাকে দোষী প্রমান করতে পারল না।যীশু কিছুই বললেন না।

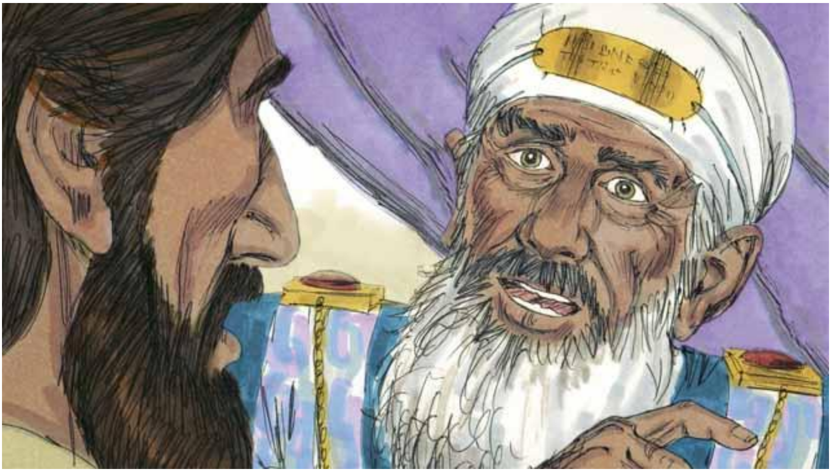

অন্তিমে, মহাযাজক যীশুর দিকে সরাসরি দেখলেন আর বললেন, “আমাদের বল, তুমিই কি খ্রীষ্ট, জীবিত ঈশ্বরের পুত্র?”

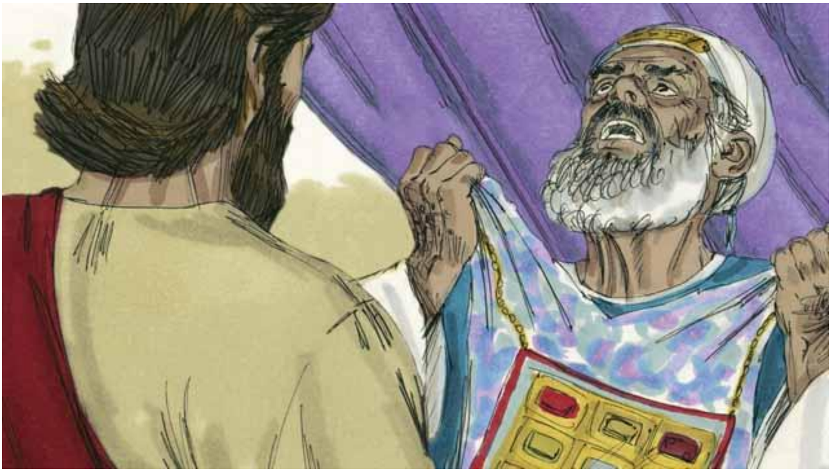

যীশু বললেন, “আমিই সে, আর তোমরা আমাকে ঈশ্বরের সাথে বসে থাকতে আর স্বর্গ থেকে আসতে দেখবে।” মহাযাজক রেগে নিজের কাপড় ছিড়লেন আর অন্য ধার্মিক নেতাদের চিৎকার করে বললেন, “আমাদের আর কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই!তোমরা সকলে শুনেছ তাকে বলতে যে সে হল ঈশ্বরের পুত্র।তোমাদের বিচার কি?”

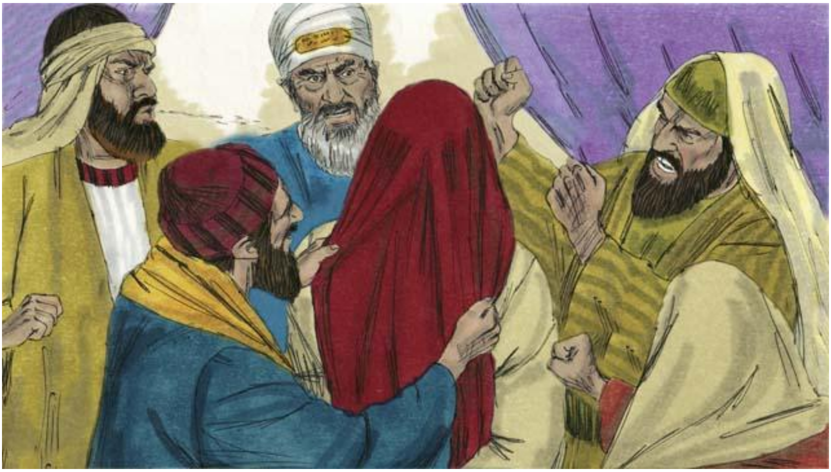

ইহুদি নেতা সকল মহাযাজককে উত্তর দিল, “সে মৃত্যুর যোগ্য!”তারপর তারা যীশুর চোখ বেঁধে দিল, তাকে আঘাত করল, তার উপর থুথু ফেলল আর তার ঠাট্টা করল।

পিতর যখন ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিল, তখন একটি চাকর মেয়ে তাকে দেখল আর তাকে বলল, “তুমিও তো যীশুর সাথে ছিলে!”পিতর অস্বীকার করলেন।পরে, আর একটি মেয়ে একই কথা বলল, আর পিতর আবার তা অস্বীকার করলেন।অন্তিমে, লোকেরা বলল, “আমরা জানি যে তুমি যীশুর সাথে ছিলে কেননা তোমরা দুজনেই গালীল প্রদেশের।”

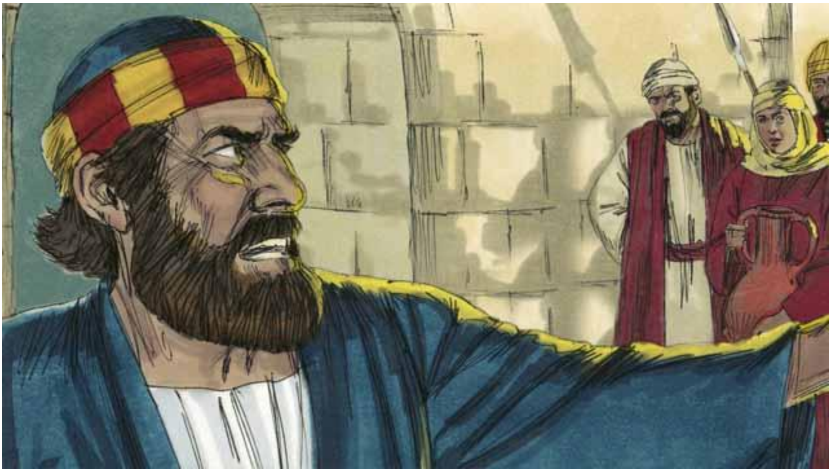

তখন পিতর ভূমিতে বসে পড়লেন আর বললেন, “ঈশ্বর আমাকে অভিশপ্ত করুক যদি আমি সেই লোকটিকে চিনে থাকি!” তক্ষনাৎ, একটি মোরগ ডেকে উঠল, আর যীশু ঘুরে দাড়ালেন আর পিতরের দিকে তাকালেন।

পিতর দুরে চলে গেলেন আর খুব কাঁদলেন।সে সময়ই, প্রতারক যিহুদা, দেখল যে ইহুদি নেতারা যীশুর মৃত্যুর আদেশ দিয়েছে। যিহুদা দুঃখিত হল আর দুরে চলে গেল আর নিজেকে মেরে ফেলল।

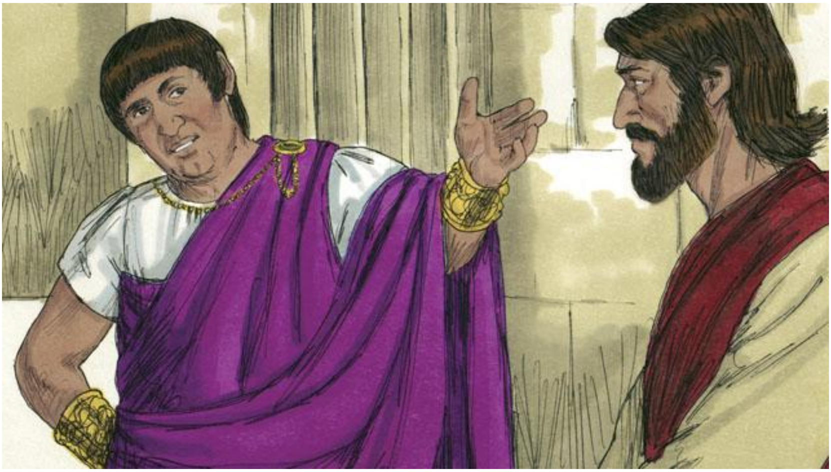

আগামী দিনের খুব ভোরে, ইহুদি নেতারা যীশুকে রোমান রাজ্যপাল, পীলাতের কাছে নিয়ে এলো। তারা আশা করেছিল যে পীলাত যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করবে আর তাকে মৃত্যু দন্ড দেবেন।পীলাত যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি ইহুদিদের রাজা?”

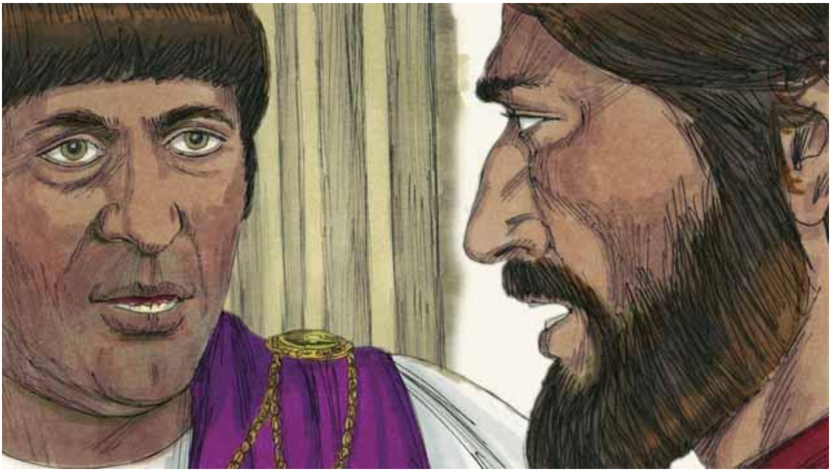

যীশু উত্তর দিলেন, “আপনিই বললেন, কিন্তু আমার রাজ্য পৃথিবীর সাম্রাজ্যের মত নয়। যদি তেমন হত, তাহলে আমার চাকরেরা আমার হয়ে লড়ত। আমি পৃথিবীতে ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করতে এসেছি।প্রত্যেকে যারা সত্যকে ভালবাসে সে আমার কথা শুনবে।পীলাত প্রশ্ন করলেন, “সত্য কি?”

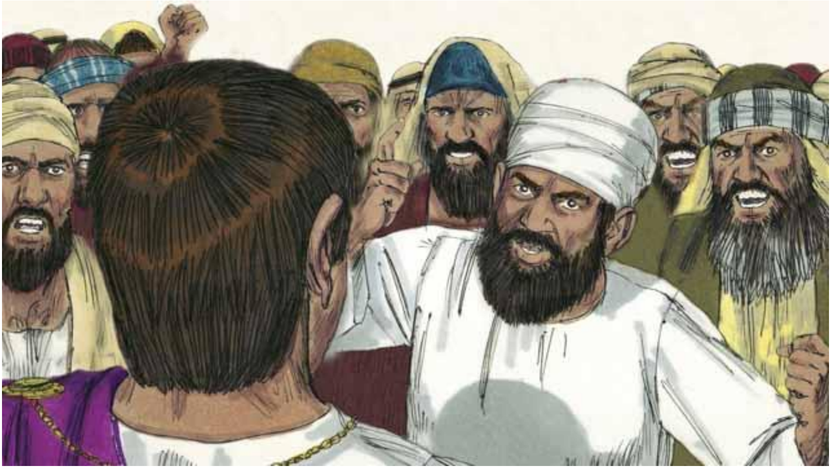

যীশুর সাথে কথা বলার পর, পীলাত ভিড়ের কাছে গেলেন আর বললেন, “আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোনও দোষ পাইনি।”কিন্তু যিহুদি নেতারা আর লোকের ভিড় চিৎকার করল, “ওকে ক্রুশে দাও!”পীলাত উত্তর দিলেন, “কিন্তু ও যে নির্দোষ।”কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করল।তারপর পীলাত তৃতীয়বার বললেন, “ও নির্দোষ!”

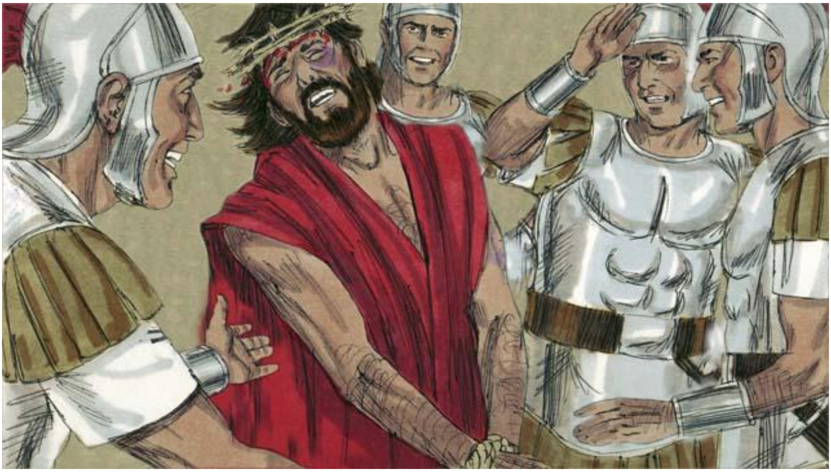

পীলাত ভয় পেলেন যে লোকের ভিড় কোনো বিদ্রোহ না করে বসে, তাই তিনি তার সৈন্যদের যীশুকে ক্রুশে দিতে বললেন।রোমান সৈন্যরা যীশুকে চাবুক মারল আর তাকে একটি রাজকীয় পোশাক আর কাটার তৈরী একটি মুকুট পরাল।তারপর তারা এই বলে তার ঠাট্টা করল, “দেখো, ইহুদের রাজাকে!”

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ২৬:৫৭-২৭:২৬; মার্ক ১৪:৫৩-১৫:১৫; লুক ২২:৫৪-২৩:২৫; যোহন ১৮:১২-১৯:১৬

যীশুকে ক্রুশে চড়ানো হয়

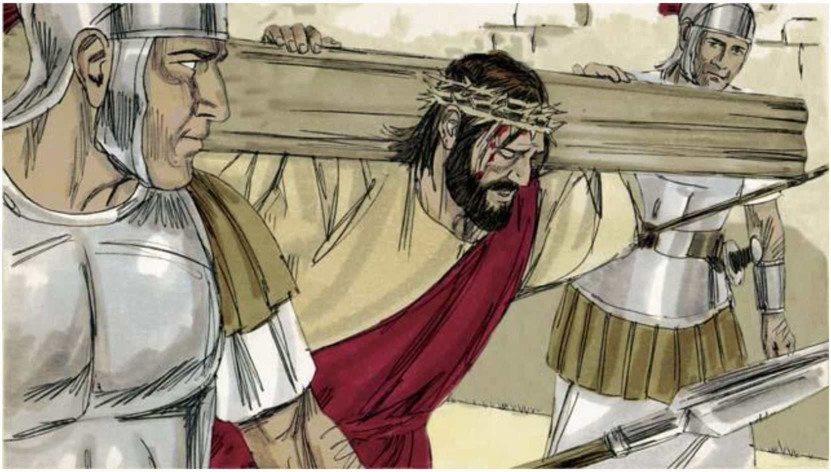

সৈন্যরা যীশুকে ঠাট্টা করার পর, তারা তাকে ক্রুশে চড়ানোর জন্য নিয়ে গেল৷তারা তাকে ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করল যার উপর তাকে মরতে হবে৷

সৈন্যরা তাকে “মাথার খুলি” নামক এক জায়গায় নিয়ে এলো আর কাঠের ক্রুশের সাথে তার পায়ে ও হাতে পেরেক মারল৷ কিন্তু যীশু বললেন, “হে পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা জানে না যে এরা কি করছে৷”পীলাত আদেশ দিলেন যেন একটি চিহ্নে তারা যেন লেখে, “ইহুদিদের রাজা” আর তা যীশুর মাথার উপর ক্রুশে টাঙ্গিয়ে দেয়৷

সৈন্যরা যীশুর কাপড়ের জন্য জুয়া খেললো।যখন তারা তা করল, তখন একটি ভাববাণী পূর্ণ হল যেটিতে বলা হয়েছিল, “তারা আমার কাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করবে, আর আমার পোশাকের জন্য জুয়া খেলবে।”

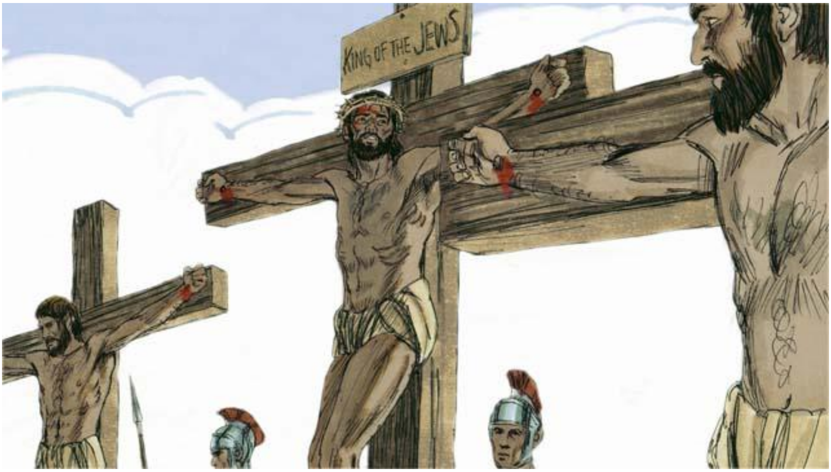

যীশুকে দুটি ডাকাতের ক্রুশের মধ্যের জায়গায় ক্রুশে চড়ানো হয়। তাদের একজন যীশুর ঠাট্টা করে, কিন্তু অন্যজন বলে, “তোমার কি কোনো ঈশ্বর ভয় নেই?আমরা দোষী, কিন্তু এই ব্যক্তি নির্দোষ।”তারপর সে যীশুকে বলল, “অনুগ্রহ করে আপনি আপনার রাজ্যে আমাকে স্মরণ করবেন।”যীশু তাকে উত্তর দিলেন, “আজই, স্বর্গে তুমি আমার সাথে যাবে।”

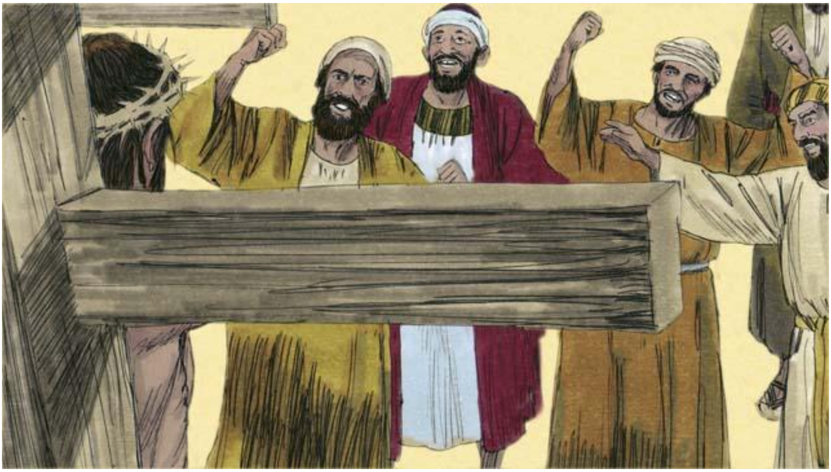

ইহুদি নেতারা আর ভিড়ের অন্য লোকেরা যীশুর ঠাট্টা করল। তারা তাকে বলল, “যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ থেকে নিচে নেমে এসো আর নিজেকে বাঁচাও!তাহলেই আমরা তোমার উপর বিশ্বাস করব।”

তারপর সেই এলাকার আকাশ সম্পূর্ণ অন্ধকার হলে গেল, যদিও তখন দুপুরই ছিল।দুপুর থেকে সন্ধার বেলা ৩টে পর্যন্ত অন্ধকার থাকল।

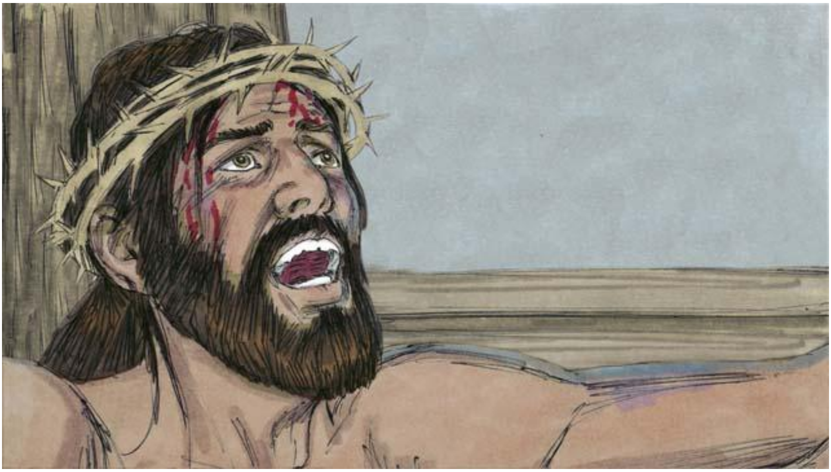

তারপর যীশু বলে উঠলেন, “এসব শেষ হল!হে পিতা, আমি আমার আত্মা তোমার হাতে সমর্পণ করছি।”তারপর তিনি তার মাথা নামালেন আর তার আত্মা ছেড়ে দিলেন।যখন তিনি মারা গেলেন, তখন সেখানে ভূমিকম্প হয় আর মন্দিরের সেই বিরাট পর্দা যা ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে লোকেদের আলাদা করত দুভাগে ছিড়ে গেল, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত।

তার মৃত্যুর দ্বারা, যীশু লোকেদের ঈশ্বরের কাছে আসার একটি পথ খুলে দিলেন। যখন যীশুর পাহারায় দাড়ানো সৈন্যটি যা কিছু ঘটল তা দেখল, সে বলল, “নিশ্চই, এ ব্যক্তি নির্দোষ ছিল।তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।”

তখন দুটি ইহুদি নেতা যোষেফ আর নীকদীম, যারা বিশ্বাস করতেন যে যীশু হলেন খ্রীষ্ট, তারা পীলাতের কাছে যীশুর মৃত দেহ চাইলেন। তারা তার দেহ কাপড়ে জড়ালেন আর পাথর কেটে বানানো এক কবরে তাকে রাখলেন।তারপর তারা এক বিরাট পাথর দিয়ে কবরের প্রবেশ দুয়ার বন্ধ করে দিল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ২৭:২৭-৬১; মার্ক ১৫:১৬-৪৭; লুক ২৩:২৬-৫৬; যোহন ১৯:১৭-৪২

ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন

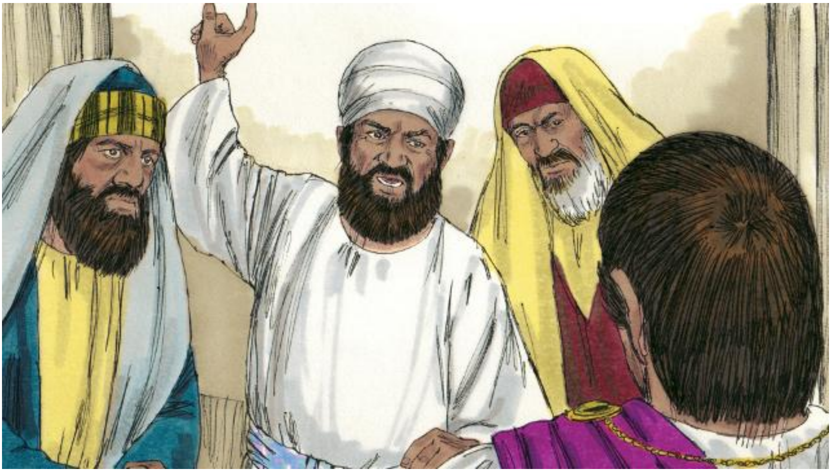

যীশুকে সৈন্যরা ক্রুশে চড়ানোর পর, অবিশ্বাসী ইহুদিরা পীলাতকে বলল, “মিথ্যেবাদী যীশু বলেছিল, সে তিনদিন পর মৃত্যু থেকে জীবিত হবে৷কাউকে নিশ্চই কবরে পাহারা দিতে হবে যেন তার শিষ্যরা তার দেহকে চরি না করে নিয়ে যায় আর তারপর বলবে যে সে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছে৷

পীলাত বলল, “কিছু সৈন্যদের নাও আর কবরে পাহারা দাও৷”তাই তারা কবরের মুখের পাথরের উপর মোহর লাগলো আর যেন দেহ চুরি না হয় তাই সৈন্যদের পাহারা বসালো৷

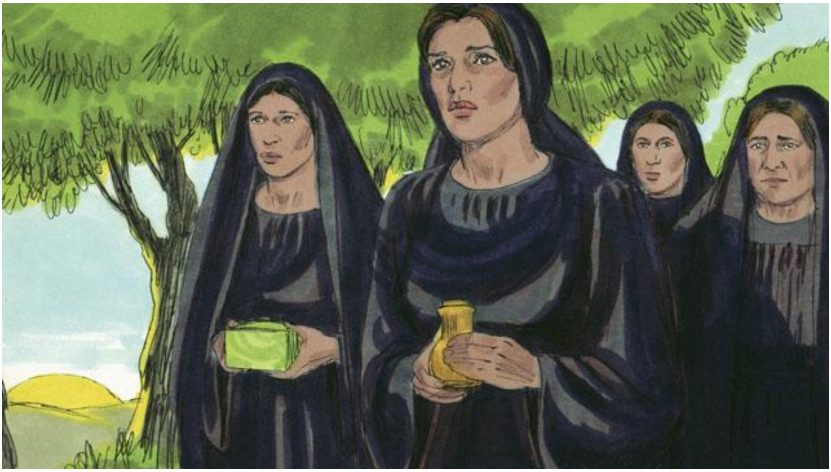

যেদিন যীশুর শরীর কবর দেওয়া হল তার আগামী দিন ছিল বিশ্রামবার, আর ইহুদিদের সে দিন কবরে যাওয়া মানা ছিল।তাই বিশ্রামবারের পর দিন খুব সকালে, কিছু মহিলারা যীশুর দেহে আরো কিছু ঔষধি লাগানোর জন্য যীশুর কবরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

হঠাৎ, সেখানে এক ভয়ংকর ভূমিকম্প হল।এক উজ্জল জ্যোতির ন্যায় স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত আবির্ভাব হলেন। তিনি পাথরটিকে সরিয়ে দিলেন যা কবরের মুখে রাখা ছিল আর তার উপর বসলেন। যে সৈন্যরা কবরের পাহারা দিচ্ছিল তারা ভয় পেল আর মরার মত হয়ে মাটিতে পরে গেল।

যখন মহিলারা কবরের স্থানে এলো, স্বর্গদূত তাদের বললেন, “ভয় পেও না।”যীশু এখানে নেই।তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে উঠেছেন, যেমনটি তিনি বলেছিলেন।কবরের ভিতরে গিয়ে দেখো।”মহিলারা ভিতরে গিয়ে দেখল আর যেখানে যীশুর দেহ রাখা ছিল সেখানে দেখল।তার শরীর সেখানে ছিল না!

তারপর স্বর্গদূত মহিলাদের বললেন, “যাও আর তার শিষ্যদের গিয়ে বল, ‘যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন আর তোমাদের আগে তিনি গালীল প্রদেশে যাবেন।”’

মহিলারা খুব ভয় পেল আর আনন্দিতও হল।তারা শিষ্যদের সুখবর দিতে দৌড়ালো।

যখন তারা শিষ্যদের সুসমাচার শুনাতে দৌড়ালো, তখন যীশু তাদের কাছে আভির্ভূত হন আর তারা তার আরাধনা করেন। যীশু বললেন, "ভয় পেও না।যাও আর আমার শিষ্যদের গালীল প্রদেশে যেতে বল।তারা সেখানে আমার দেখা পাবে।"

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ২৭:৬২-২৮:১৫; মার্ক ১৬:১-১১; লুক ২৪:১-১২; যোহন ২০:১-১৮

যীশু স্বর্গে আরোহন করেন

যীশুর মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার সেই দিনে, দুজন শিষ্যেরা কাছের এক নগরে যাচ্ছিল।যখন তারা হাঁটছিল, তারা একেঅপরের সাথে কথা বলছিল যে যীশুর সাথে কি কি ঘটেছে।তারা আশা করেছিল যে তিনিই খ্রীষ্ট, কিন্তু তাকে যে হত্যা করা হয়েছে।এখন সেই মহিলারা বলছে যে তিনি জীবিত হয়েছেন।তারা জানত না যে কি বিশ্বাস করবে।

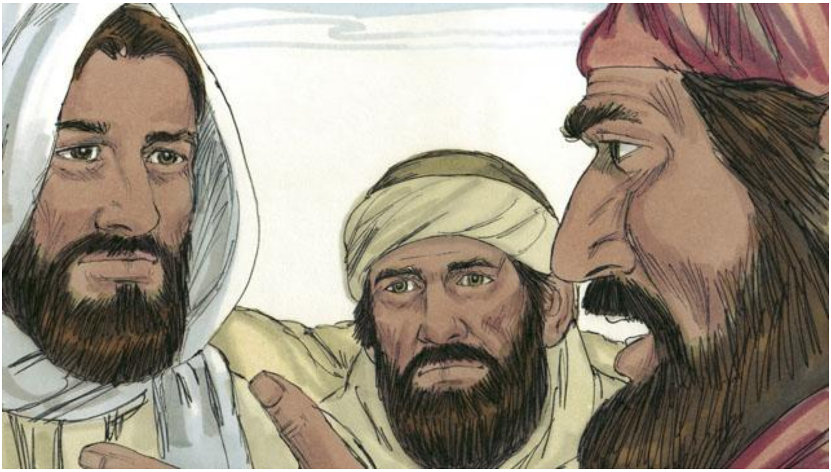

যীশু তাদের কাছে গেলেন আর তাদের সাথে সাথে হাঁটা শুরু করলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি বিষয়ে কথা বলছে, আর তারা সকল কথা যা কিছুদিন ধরে যীশুর সাথে ঘটেছে তা বলল। তারা ভাবলো যে তারা এক পথিকের সাথে কথা বলছে যে জানে না যে যেরুশালেমে কি ঘটেছে।

তারপর যীশু তাদের বর্ণনা দিলেন যে ঈশ্বরের বাক্য খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কি বলে।তিনি তাদের মনে করিয়ে দেন যে ভাববাদীরা খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেছে যে তাকে কষ্ট সইতে হবে আর মরতে হবে, কিন্তু তাকে তিনদিন পর জীবিত করা হবে। যখন তারা নগরে পৌছালো যেখানে সেই দুই ব্যক্তি থাকার পরিকল্পনা করেছিল, তখন একেবারে সন্ধ্যা ঘনিয়েছিল।

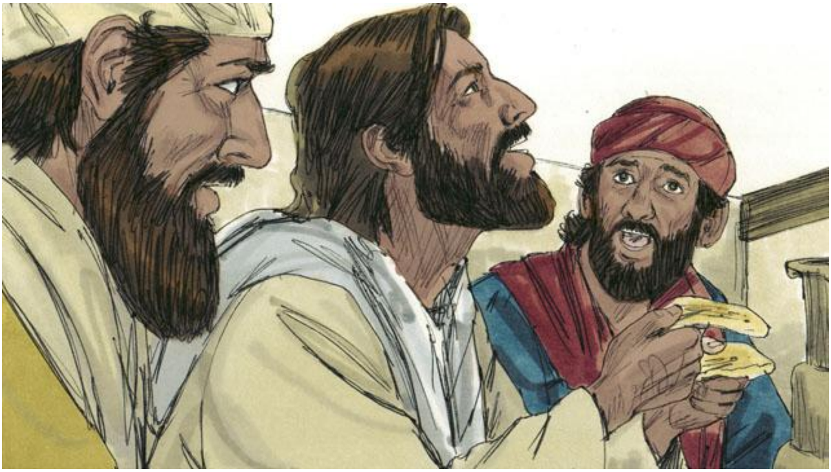

দুই ব্যক্তি যীশুকে তাদের সাথে থাকার অনুরোধ করল, আর তিনি তাদের অনুরোধ রাখলেন।যখন তারা রাতের খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, যীশু একটি রুটি নিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করলেন আর তারপর তা ভাঙ্গলেন। হঠাৎ, তারা যীশুকে চিনতে পারল।কিন্তু সেই মুহুর্তে, তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি উধাও হলেন।

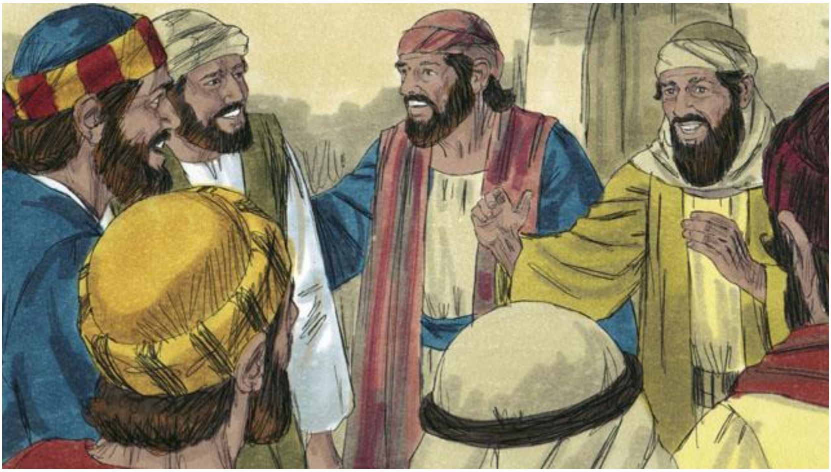

দুজন একেঅপরকে বলল, “তিনি যীশু ছিলেন!সেইজন্যই যখন তিনি আমাদের সাথে ঈশ্বরের বাক্য বলছিলেন আমাদের হৃদয় জ্বলছিল৷তক্ষনাৎ, তারা যেরুশালেমে ফিরে গেল৷যখন তারা পৌছালো, তারা শিষ্যদের বলল, “যীশু জীবিত!আমরা তাকে দেখেছি!”

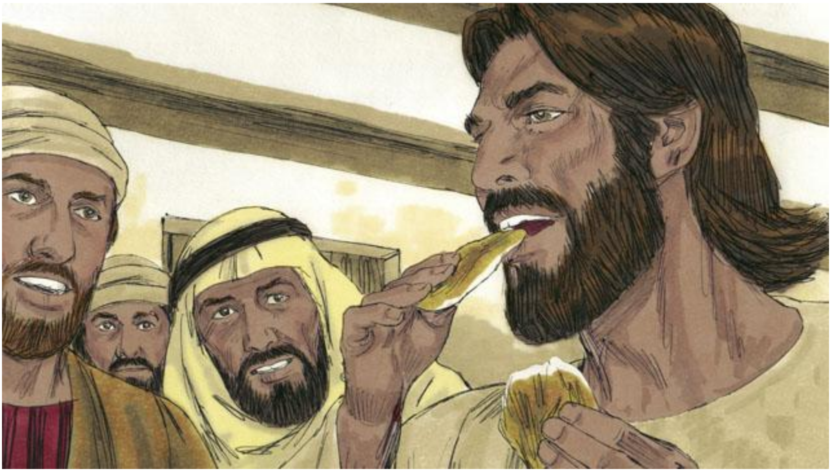

যখন শিষ্যরা কথা বলছিল, যীশু হঠাৎ ঘরের মধ্যে আভির্ভাব হলেন আর বললেন, “তোমাদের শান্তি হোক!”শিষ্যরা ভাবলো যে তিনি একটি ভূত, কিন্তু যীশু বললেন, “তোমরা ভয়ভীত কেন আর সন্দেহ কেন করছ?আমার হাত ও পা দেখো৷ভূতেদের আমার মত দেহ হয় না৷তিনি যে ভূত নন তা প্রমান করতে তিনি কিছু খেতে চাইলেন৷তারা তাকে একটি রান্না করা মাছ দিল আর তিনি তা খেলেন৷

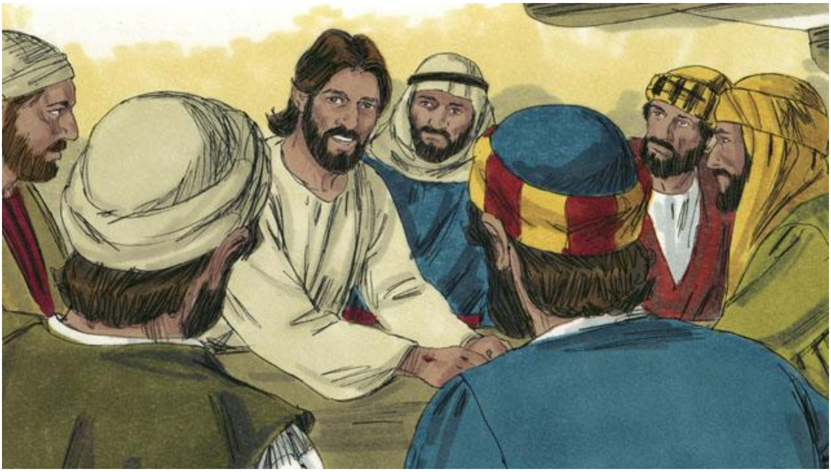

যীশু বললেন, “আমি তোমাদের বলেছি যে ঈশ্বরের বাক্যে যাকিছু আমার বিষয়ে লেখা আছে তা পূর্ণ হবে।তারপর তিনি তাদের বুদ্ধি খুলে দিলেন যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারে। তিনি বললেন, “বহু আগে এ লেখা হয়েছে যে খ্রীষ্টকে দুঃখ ভোগ করতে হবে, মরতে হবে আর তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।”

“শাস্ত্রে লেখা আছে যে আমার শিষ্যেরা সবাইকে ঘোষণা করবে যে প্রত্যেককে তাদের পাপের ক্ষমা পেতে অনুশোচনা করতে হবে। তারা যেরুশালেম থেকে তা আরম্ভ করবে, আর তারপর পৃথিবীর সকল জাতির কাছে যাবে।তোমরা এসকলের সাক্ষী।

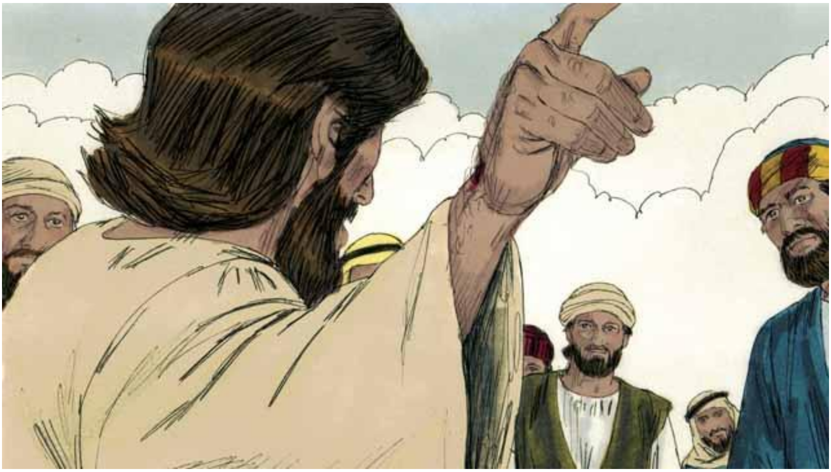

আগামী চল্লিশদিনে, যীশু তার শিষ্যদের কাছে বহুবার দেখা দেন। একবার, তিনি ৫০০জন লোকেদের সামনে একই সময়ে দেখা দেন! তিনি বিভিন্ন ভাবে তার শিষ্যদের প্রমান করেন যে তিনি জীবিত, আর তিনি তাদের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দেন।

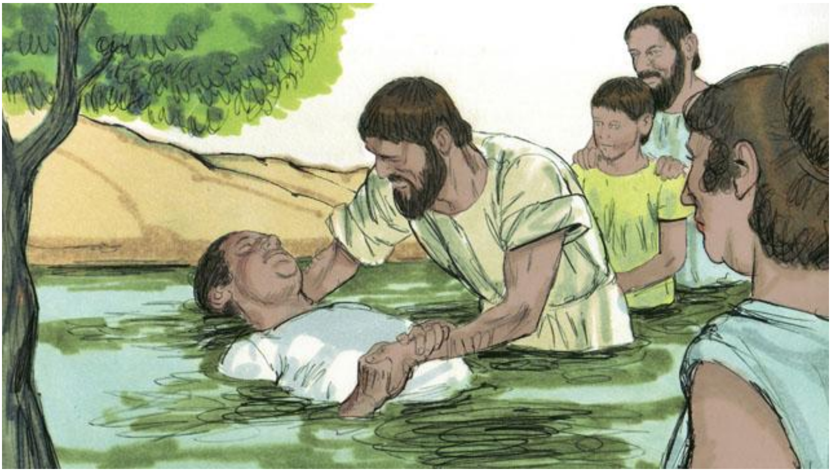

যীশু তার শিষ্যদের বললেন, "স্বর্গের আর পৃথিবীর সকল অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব যাও, সকল লোকেদের পিতা, পুত্র ও প্রবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিষ্ম দিয়ে আর তোমাদের দেওয়া আমার সকল আদেশ মানতে শিক্ষা দিয়ে শিষ্য বানাও।মনে রেখো, আমি তোমাদের সাথে সব সময় আছি।"

মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার চল্লিশ দিন পর, তিনি তার শিষ্যদের বললেন, “যেরুশালেমে থাক যতদিন না আমার পিতা পবিত্র আত্মা তোমাদের দিয়ে শক্তি না দেন।” তারপর যীশু স্বর্গে আরোহন করলেন আর একটি মেঘ তাদের দৃষ্টি থেকে তাকে আড়াল করল।যীশু ঈশ্বরের ডান দিকে বসলেন সকল কিছুর উপর কর্তিত্ব করতে।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ২৮:১৬-২০; মার্ক ১৬:১২-২০; লুক ২৪:১৩-৫৩, যোহন ২০:১৯-২৩; প্রেরিতদের কার্য ১:১-১১

চার্চের আরম্ভ

যীশুর স্বর্গে যাওয়ার পর, যীশুর আদেশ অনুসারে শিষ্যরা যেরুশালেমেই রইল।বিশ্বাসীরা নিয়ত প্রার্থনা করতে একত্র হত।

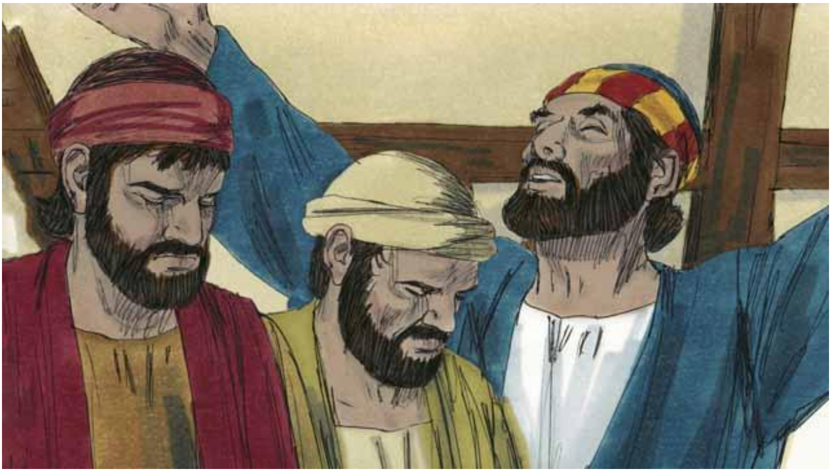

প্রত্যেক বছর, নিস্তার পর্বের ৫০ দিন পর, ইহুদিরা এক বিশেষ দিন পালন করত যাকে বলা হত পঞ্চাশত্তমী।পঞ্চাশত্তমীর দিন হল যখন ইহুদিরা ফসল তোলার কাজ শেষ করে উৎসব পালন করত।পৃথিবীর সকল জায়গা থেকে ইহুদিরা পঞ্চাশত্তমী পালন করতে যেরুশালেমে এসেছিল।এই বছর, পঞ্চাশত্তমীর দিন যীশুর স্বর্গে যাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহের পর হয়।

যখন সকল বিশ্বাসীরা এক জায়গায় একত্র ছিল, তখন হঠাৎ যে ঘরে তারা ছিল সেটি একটি শব্দে আর বাতাসে ভরে গেল।তখন কিছু যা অগ্নি জিহ্বার মত দেখাচ্ছিল আভির্ভাব হল আর সকল বিশ্বাসীদের উপর তা পরল।তারা পবিত্র আত্মায় ভরে গেল আর তারা অন্যান্য ভাষায় কথা বলতে লাগলো।

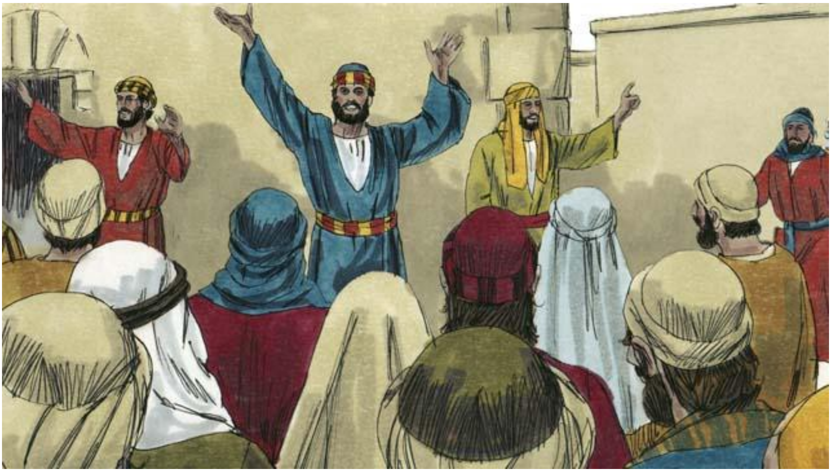

যখন যেরুশালেমের লোকেরা সে শব্দ শুনতে পেল, তখন একদল লোকের ভিড় কি হয়েছে দেখতে এলো।যখন ভিড় ঈশ্বরের অদ্ভুত কার্য বিশ্বাসীদের ঘোষণা করতে শুনতে পেল, তখন তারা আশ্চর্য হল যে তারা সেসব তাদের নিজ জন্ম স্থানীয় ভাষায় শুনছিল।

কিছু লোক শিষ্যদের মাতলামি করছে বলে দোষ দিল৷কিন্তু পিতর উঠে দাঁড়ালেন আর তাদের বললেন, “আমার কথা শুনুন!এই লোকগুলো মাতাল নন!এটি ভাববাদী যোয়েলের ভাববাণী পূর্ণ করে যেখানে ঈশ্বর বলেছেন, ‘অন্তিম দিনে, আমি আমার আত্মা ঢালব৷”’

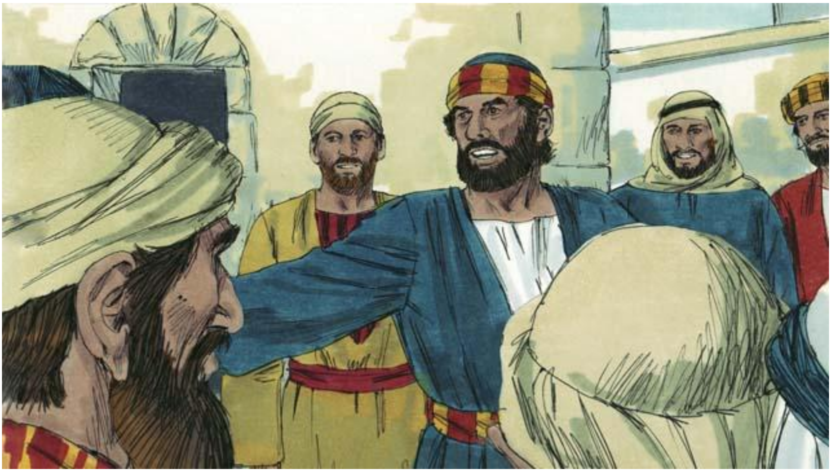

“হে ইসরাইলের লোকেরা, যীশু একজন মানুষ ছিলেন যিনি বহু অদ্ভুত চিহ্ন কার্য ঈশ্বরের শক্তিতে করেছিলেন যা আপনারা দেখেছেন ও শুনেছেন৷ কিন্তু তাকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন!”

“যদিও যীশু মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর যীশুকে জীবিত করেছেন। এটি সেই ভাববাণী পূর্ণ করে যা বলে, ‘আপনি আপনার পবিত্রজনকে কবরে পচতে দেবেন না।’আমরা এই সত্যের সাক্ষী যে ঈশ্বর যীশুকে জীবিত করেছেন।”

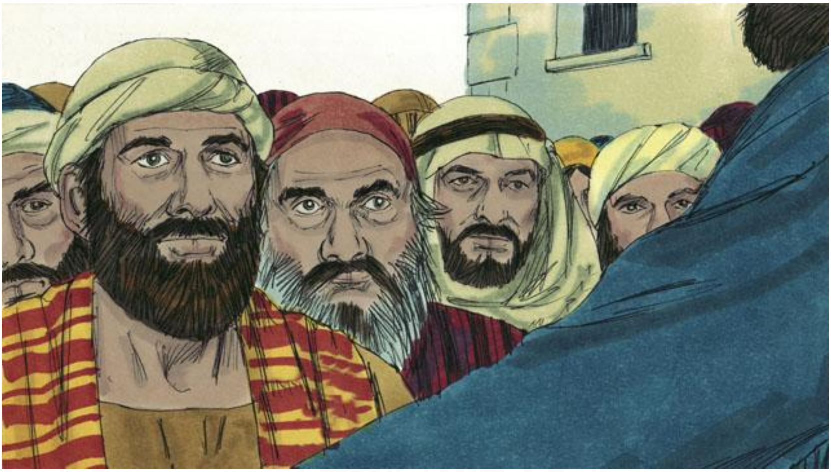

“ঈশ্বর পিতার ডান পাশে গিয়ে মহিমায় বসেছেন।আর যীশু পবিত্র আত্মা পাঠিয়েছেন যেমনটি তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।পবিত্র আত্মা এসকল করিয়েছেন যা আপনারা দেখছেন ও শুনছেন।”

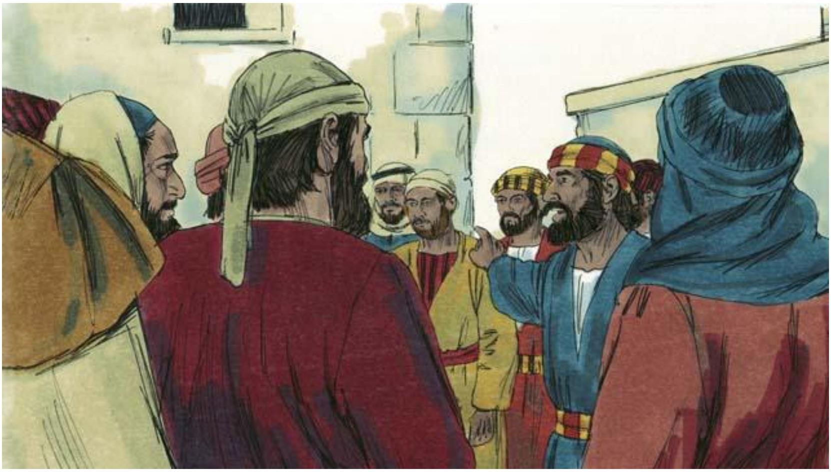

“আপনারা এই যীশুকে ক্রুশে দিয়েছেন।”কিন্তু নিশ্চই জানুন যে ঈশ্বর যীশুকে প্রভু ও খ্রীষ্ট বানিয়েছেন!”

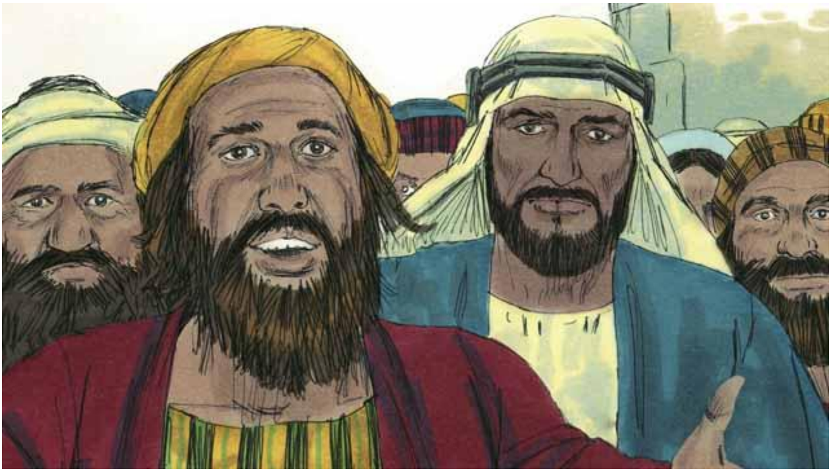

লোকেরা তার কথাগুলোয় গভীর ভাবে মনকষ্ট পেল। তাই তারা পিতর আর অন্য শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করল, “হে ভাইয়েরা, আমরা এখন কি করব?”

পিতর উত্তর দিলেন, “তোমাদের প্রত্যেককে অনুশোচনা করতে হবে আর যীশুর নামে বাপ্তিষ্ম নিতে হবে যেন ঈশ্বর তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন।তাহলে তিনি আপনাদেরও পবিত্র আত্মা দেবেন।”

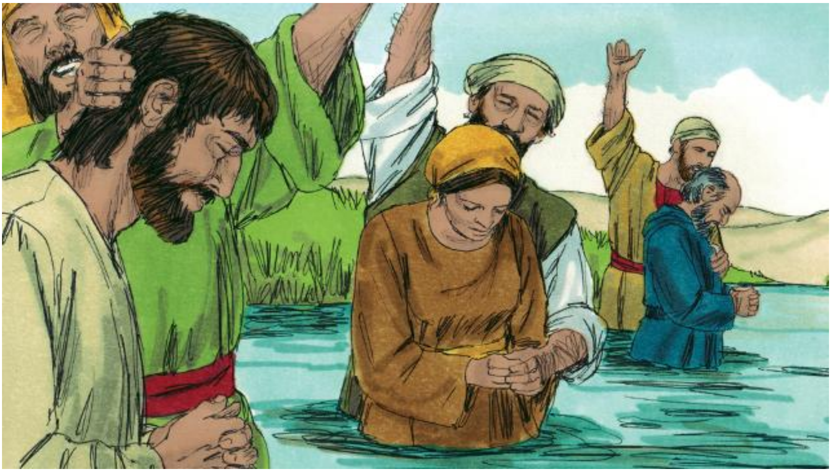

প্রায় ৩০০০ লোক পিতরের কথায় বিশ্বাস করল আর যীশুর অনুগামী হল।তারা বাপ্তিষ্ম নিল আর যেরুশালেম চার্চের সদস্য হল।

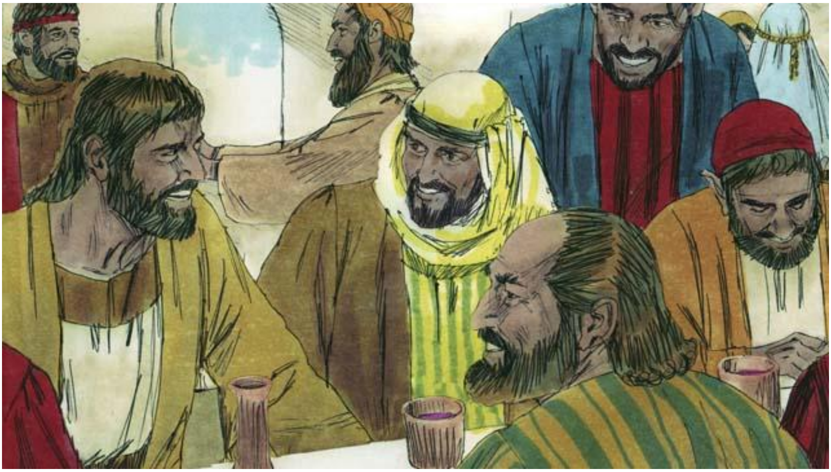

নতুন শিষ্যেরা প্রেরিতদের শিক্ষা নিয়ত শুনতো, একত্র সময় কাটাত, সাথে খাবার খেত, আর একেঅপরের সাথে প্রার্থনা করত।তারা একসাথে ঈশ্বরের স্তুতি করা পচ্ছন্দ করত আর তাদের কাছে যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল তা একে অপরের সাথে ভাগ করত। সকলে তাদের প্রশংসা করত।প্রতিদিন, তাদের সদস্যের সংখ্যা বাড়তে থাকলো।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-প্রেরিতদের কার্য ২

পিতর আর যোহন একটি ভিখারীকে সুস্থ করেন

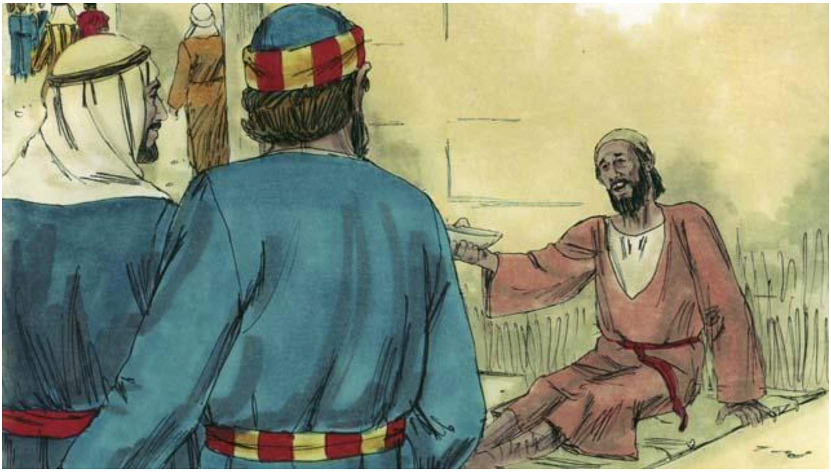

একদিন, পিতর আর যোহন মন্দিরে যাচ্ছিলেন।যখন তারা মন্দিরে যাচ্ছিলেন তখন তারা একটি পঙ্গু লোককে দেখলেন যে পয়সা ভিক্ষা করছিল।

পিতর খোঁড়া ব্যক্তিটির দিকে তাকালো আর বলল, “আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার জন্য কোনো টাকা নেই। কিন্তু আমার কাছে যা আছে তা আমি তোমাকে দিচ্ছি।যীশুর নাম উঠে দাঁড়াও আর হাঁটা শুরু কর!”

আর তখনই, ঈশ্বর সেই খোঁড়া ব্যক্তিটিকে সুস্থ করলেন আর সে হাঁটা শুরু করল আর চারিদিকে লাফাতে শুরু করল ও ঈশ্বরের স্তুতি করল। মন্দিরের প্রাঙ্গনের লোকেরা আশ্চর্য হল।

একদল লোকের ভিড় তাড়াতাড়ি এলো সেই সুস্থ হওয়া লোকটিকে দেখতে।পিতর তাদের বলল, “আপনারা এই লোকটির সুস্থতায় কেন এত আশ্চর্য করছেন? আমরা আমাদের শক্তিতে বা সৎগুনের দ্বারা ওকে সুস্থ করিনি।বরং, এ হল প্রভু যীশুর শক্তি আর বিশ্বাস যা যীশু দিয়েছে এই ব্যক্তিটিকে সুস্থ করার জন্য।”

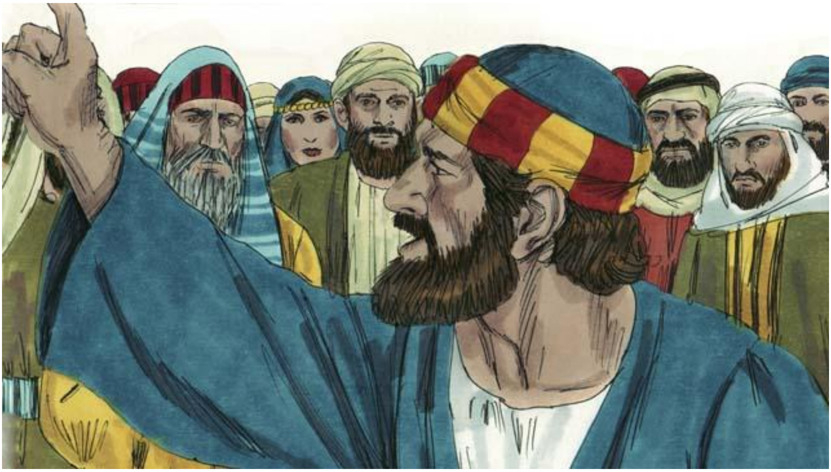

“আপনারাই হলেন সেই লোক যারা রোমান রাজ্যপালকে বলেছিলেন যীশুকে হত্যা করতে।আপনারা জীবনের লেখককে হত্যা করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন।যদিও আপনারা যা করছিলেন তা বুঝতে পারেননি কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের কার্যকে ভাববাণী সকল, যা বলে যে খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করবেন আর মরবেন তা পূর্ণ করতে ব্যবহার করেছেন। অতএব এখন, অনুশোচনা করুন আর ঈশ্বরের দিকে ফিরুন যেন আপনাদের পাপ সকল ধুয়ে ফেলা হয়।”

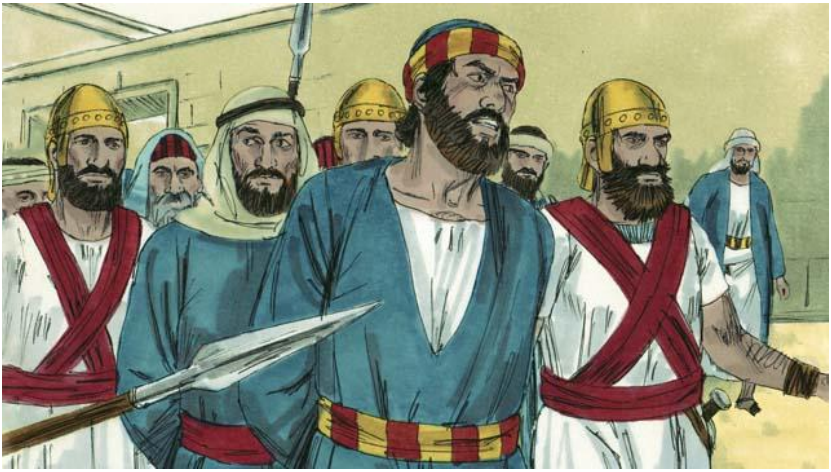

পিতর আর যোহনের কথায় মন্দিরের নেতারা বড় অসন্তুষ্ট হয়।তাই তারা তাদের গ্রেফতার করে আর জেলে বন্দী করে দেয়।কিন্তু পিতরের কথায় বহু লোক বিশ্বাস করে আর বিশ্বাসীদের সাথে যোগ দেয় যাদের সংখ্যা তখন প্রায় ৫০০০ হয়েছিল।

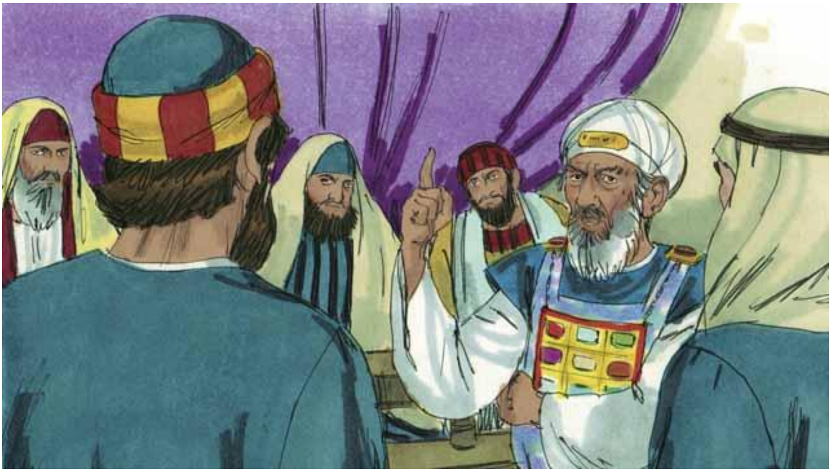

পরদিন, ইহুদি নেতারা পিতর আর যোহনকে মহাযাজক আর অন্য ধার্মিক নেতাদের সামনে নিয়ে আসলো। তারা পিতর আর যোহনকে প্রশ্ন করল, “তোমরা কোন শক্তিতে এই পঙ্গু লোকটিকে সুস্থ করেছ?”

পিতর উত্তর দেন, “যে পঙ্গু লোকটি আপনাদের সামনে দাড়িয়ে আছে সে যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে সুস্থ হয়েছে।আপনারা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিলেন কিন্তু ঈশ্বর তাকে পুনরায় জীবিত করেছেন।আপনারা তাকে তিরস্কার করেছিলেন, কিন্তু উদ্ধার পাওয়ার জন্য যীশুর শক্তি ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই!”

নেতারা আশ্চর্য হল যে পিতর আর যোহন কথাটি কত সাহসের সাথে বলল কেননা তারা দেখতে পাচ্ছিল যে এই লোকগুলো যে খুবিই সাধারণ লোক যারা অশিক্ষিত ছিল।কিন্তু তখন তাদের মনে পড়ল যে এই লোক দুটি যীশুর সাথে ছিল।পিতর আর যোহনকে ধমকি দেওয়ার পর তারা তাদের ছেড়ে দিল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-প্রেরিতদের কার্য ৩:১-৪:২২

ফিলিপ আর ইথিয়পীয় উচ্চপদস্থ অধিকারী

আরম্ভের চার্চের এক নেতা ছিলেন যার নাম নাম ছিল স্তেফান।তার ভালো সুনাম ছিল আর পবিত্র আত্মার জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিলেন। স্তিফান নানান চমৎকার করেছিলেন আর লোকেরা যেন যীশুর উপর বিশ্বাস করে তার জন্য তর্ক বিতর্ক করতেন।

একদিন যখন স্তিফান যীশুর বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন কিছু ইহুদি যারা যীশুর উপর বিশ্বাস করত না স্তিফানের সাথে বাদবিবাদ করতে আরম্ভ করল।তারা খুবিই রেগে গেল আর ধার্মিক নেতাদের কাছে স্তিফানের বিষয়ে মিথ্যে অপবাদ দিল।তারা বলল, “আমরা তাকে মোশী আর ঈশ্বরের বিষয়ে মন্দ কথা বলতে শুনেছি!”তাই ধার্মিক নেতারা স্তিফানকে গ্রেফতার করে আর তাকে মহাযাজক আর অন্য ধার্মিক নেতাদের সামনে নিয়ে এলো আর, যেখানে আরো মিথ্যে সাক্ষীরা স্তিফানের বিষয়ে মিথ্যে অপবাদ দিল।

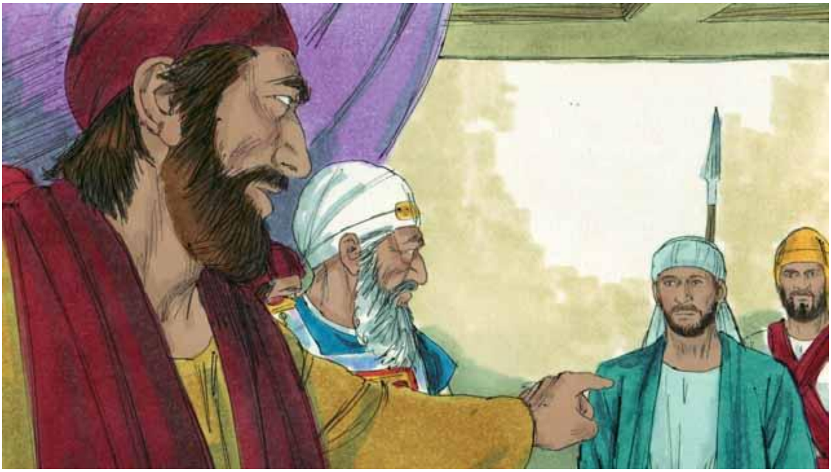

মহাযাজক স্তিফানকে প্রশ্ন করলেন, “সেসব কি সত্য?”স্তিফান তাদের অব্রাহাম থেকে যীশুর সময় কাল পর্যন্ত ঈশ্বরের করা বহু আশ্চর্যের কার্য উল্লেখ করলেন আর কিভাবে ঈশ্বরের লোকেরা (ইস্রায়লীয়রা) অবিরাম ঈশ্বরকে অমান্য করেছেন তা মনে করিয়ে উত্তর দিলেন৷তারপর তিনি বললেন, “তোমরা কঠিন আর বিদ্রোহী লোক সকল, সবসময় পবিত্র আত্মার তিরষ্কার করেছ, ঠিক যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঈশ্বরের অমান্য করেছিল আর তার ভাববাদীদের হত্যা করেছিল৷কিন্তু তোমরা তাদেরও তুলনায় বেশি খারাপ কর্ম করেছ! তোমরা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছ!”

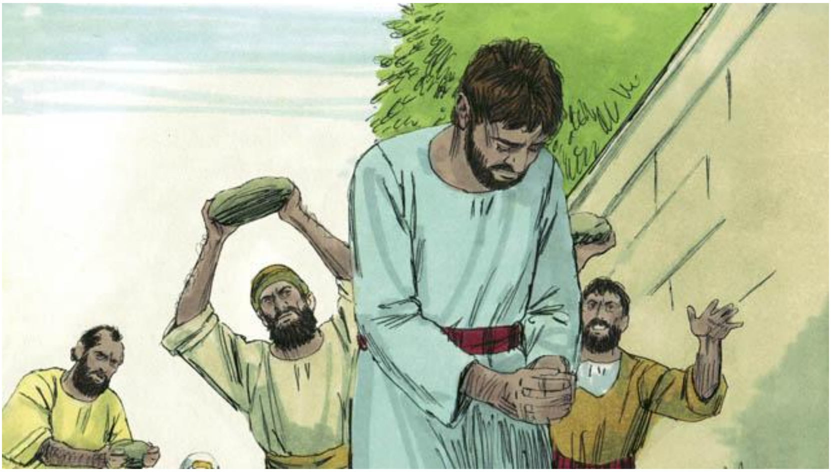

যখন ধার্মিক নেতারা তা শুনলো, তারা এতটাই রেগে গেল যে তারা নিজেদের কান চাপা দিল আর চিৎকার করল৷তারা নগরের বাইরে স্তিফানকে টেনে বের করল আর তাকে মেরে ফেলার জন্য তার দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকলো৷

যখন স্তিফান মারা যাচ্ছিল তখন সে চিৎকার করে বলে উঠল, “হে প্রভু যীশু, আমার আত্মা গ্রহণ করুন।”তারপর সে মাটিতে পরে যায় আর পুনরায় চেঁচিয়ে বলল, “হে প্রভু, তাদের বিরুদ্ধে এ পাপ গণনা করবেন না।”তারপর তিনি মারা যান।

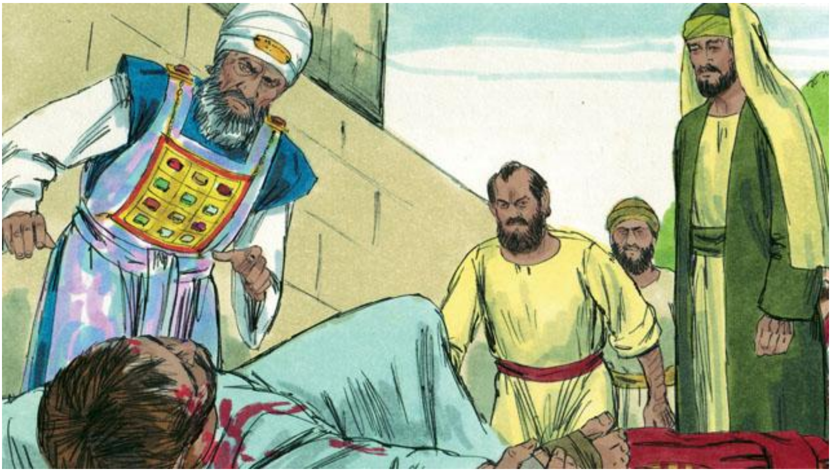

এক যুবক যার নাম ছিল শৌল স্তিফানের হত্যাকারীদের সাথে সম্মিলিত ছিল আর তাদের পোশাকের পাহারা দিচ্ছিলেন যারা স্তিফানকে পাথর ছুঁড়ছিল। সেই দিন, বহু লোকেরা যেরুশালেমে যীশুর অনুগামীদের উপর অত্যাচার করা আরম্ভ করে, তাই বিশ্বাসীরা বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়।কিন্তু এ সকল সত্যেও, তারা যেখানে গেল সেখানেই সুসমাচার প্রচার করল।

অত্যাচার সময় যেরুশালেম থেকে চলে যাওয়া বিশ্বাসীদের মধ্যে যীশুর ফিলিপ নামক এক শিষ্যও ছিলেন। তিনি শমারিয়াতে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি যীশুর প্রচার করেছিলেন আর বহু লোকেরা উদ্ধার পেয়েছিল।একদিন, ঈশ্বরের এক স্বর্গদূত ফিলিপকে মরুভূমির মধ্যে একটি পথে যেতে বললেন। যখন তিনি সেই পথে যাচ্ছিলেন, তখন ফিলিপ ইথিয়পীয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকারীকে রথে চেপে যেতে দেখলেন।পবিত্র আত্মা ফিলিপকে বললেন যাও আর এই লোকটির সাথে কথা বল।

যখন ফিলিপ রথের কাছে যাচ্ছিলেন, তিনি শুনতে পেলেন যে ইথিয়পীয় ব্যক্তিটি ভাববাদী যিশাইয়ের লেখা পড়ছিলেন। লোকটি পড়লেন, “তারা তাকে ভেড়াকে বলির জন্য নিয়ে যাওয়ার মত নিয়ে গেল আর যেমন ভেড়া চুপ থাকে তেমনি তিনিও একটি শব্দ বললেন না। তারা তার সাথে অন্যায় করল আর তাকে অপমান করল।তারা তার জীবন নিয়ে নিল।”

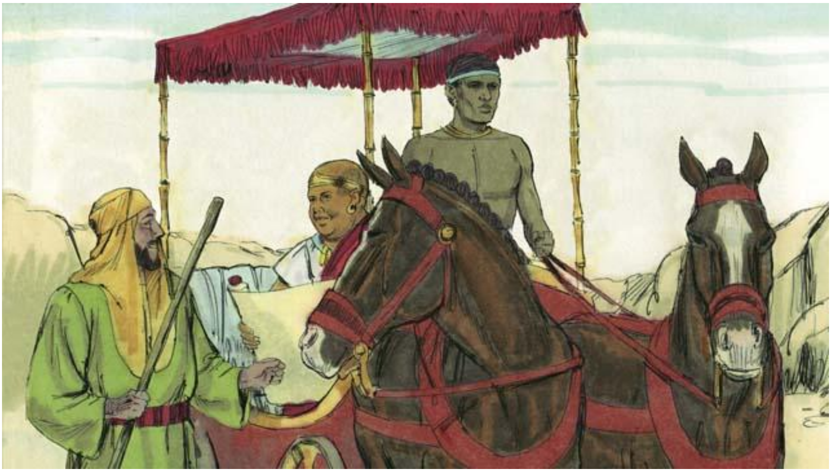

ফিলিপ ইথিয়পীয় ব্যক্তিটিকে প্রশ্ন করল, “আপনি যা পড়ছেন তা কি বুঝতে পারছেন?”তিনি উত্তর দিলেন, “না।আমাকে যদি কেউ না বুঝিয়ে দেয় তবে যে আমি বুঝতে পারব না।অনুগ্রহ করে আসুন আমার পাশে বসুন।যিশাইয় কি নিজের বিষয়ে না অন্য কারো বিষয়ে লিখেছেন?”

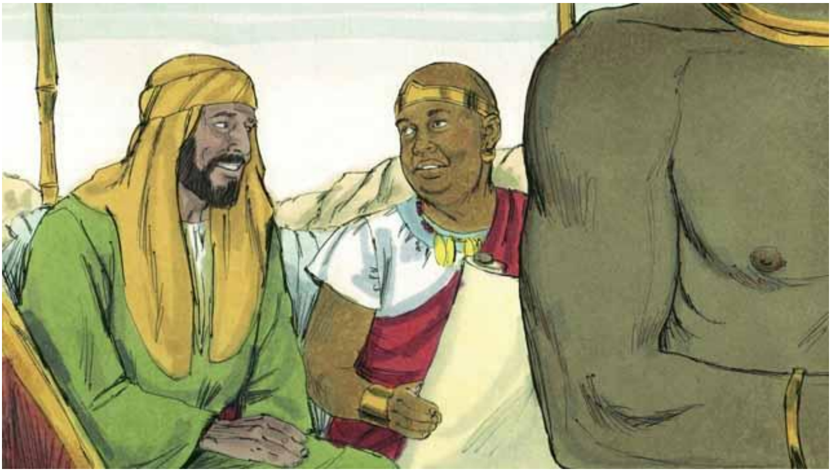

ফিলিপ সেই ব্যক্তিটিকে বুঝালেন যে যিশাইয় যীশুর বিষয়ে সেসব লিখেছিলেন।ফিলিপ যীশুর সুসমাচার বলার জন্য আরো অন্য শাস্ত্র বাক্য থেকে তাকে বললেন।

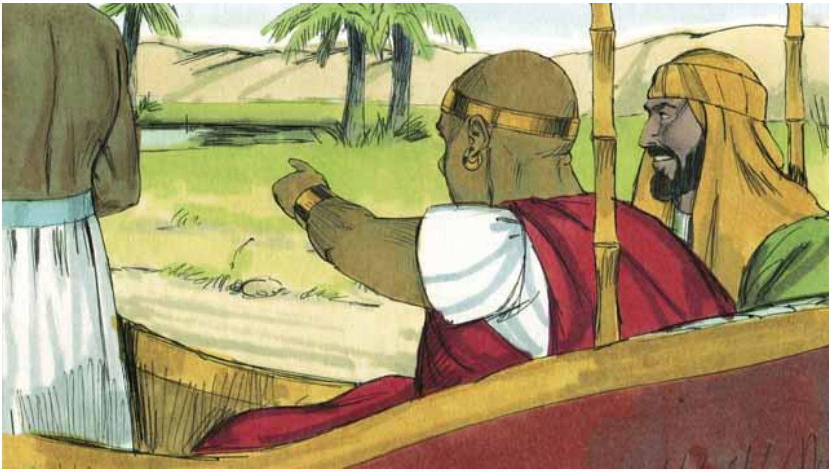

যখন তারা যাত্রা করছিলেন, তখন তারা এক জলাশয়ের কাছে এসে পৌছায়।ব্যক্তিটি বলল, “দেখুন!ওখানে কিছু জল রয়েছে!আমি কি বাপ্তিষ্ম নিতে পারি?তিনি চালককে থামতে বললেন।

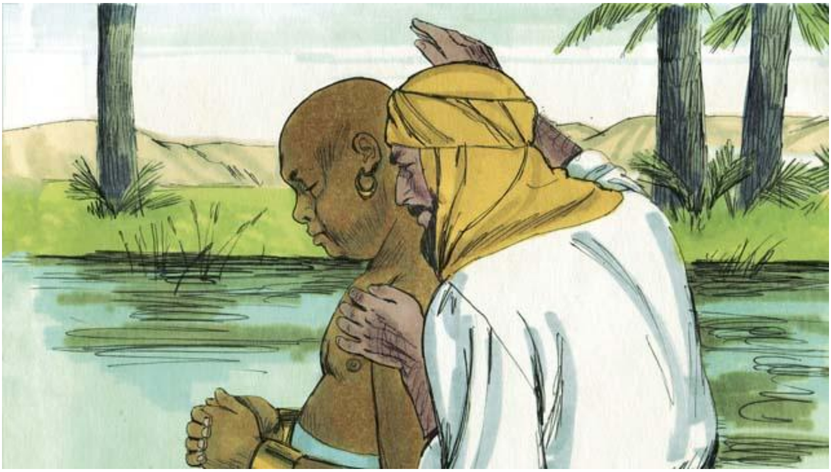

তাই তারা জলে নামলেন আর ফিলিপ তাকে বাপ্তিষ্ম দিলেন।তাদের জল থেকে উঠে আসার পর, পবিত্র আত্মা ফিলিপকে হঠাৎ অন্য এক জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তিনি নিরন্তর লোকেদের যীশুর বিষয়ে বলতে থাকলেন।

সেই ইথিয়পীয় ব্যক্তিটি তার বাড়ির দিকে চলে গেল আর সে আনন্দিত ছিল যে সে যীশুকে জানতে পেরেছিল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-প্রেরিতদের কার্য ৬:৮-৮:৫; ৮:২৬-৪০

পৌল খ্রীষ্টান হন

শৌল একজন যুবক ছিলেন যিনি স্তিফানের হত্যাকারীদের পোশাকের পাহারা দিচ্ছিলেন।তিনি যীশুর উপর বিশ্বাস করতেন না আর তাই বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার করতেন।তিনি যেরুশালেমে ঘরে ঘরে যেতেন নারী পুরুষদের গ্রেফতার করতে। মহাযাজক তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন দম্মেশক নগরে গিয়ে খ্রীষ্টান দের গ্রেফতার করতে আর তাদের যেরুশালেমে নিয়ে আসতে।

যখন তিনি তার দম্মেশকের পথে ছিলেন, স্বর্গ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তাদের উপর এলো আর তারা ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। শৌল শুনতে পেলেন কেউ তার নাম ডাকছে। শৌল! তুমি কেন আমায় অত্যাচার করছ?”শৌল প্রশ্ন করলেন, “হে প্রভু, আপনি কে?” যীশু উত্তর দিলেন, “আমি যীশু।তুমি আমায় উৎপীড়ন করছ!”

যখন শৌল উঠে দাঁড়ালেন, সে চোখে আর দেখতে পেলেন না।তার সঙ্গীরা তাকে দম্মেশকে নিয়ে যায়।শৌল তিন দিনের জন্য কিছু খেতে বা পান করতে পারলেন না।

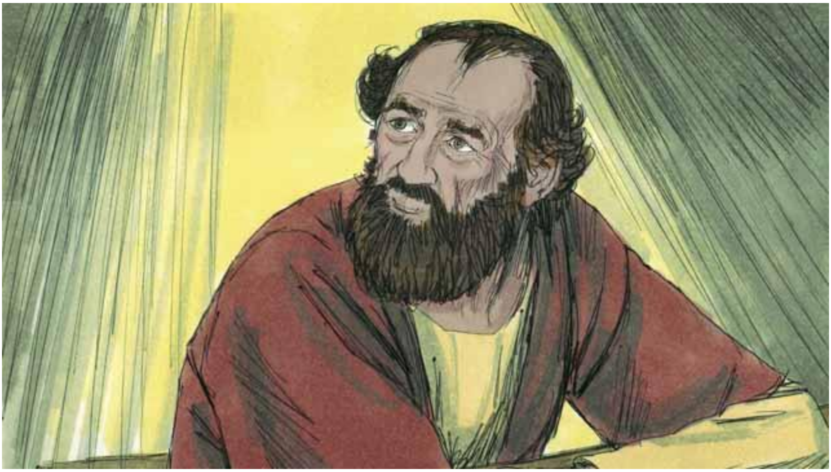

দম্মেশকে অননিয় নামক এক শিষ্য ছিলেন।ঈশ্বর তাকে বললেন, “সেই বাড়িতে যাও যেখানে শৌল রয়েছে।তোমার হাত তার উপর রাখো আর সে পুনরায় দেখতে পারবে।”কিন্তু অননিয় বলল, “হে প্রভু, আমি শুনেছি এই লোকটি বিশ্বাসীদের কিরূপে অত্যাচার করেছে।”ঈশ্বর উত্তর দিলেন, “যাও!আমি তাকে নির্বাচন করেছি ইহুদি জাতির আর অন্য জাতিদের আমার নামের ঘোষণা করতে।সে আমার নামের জন্য বহু কষ্ট সইবে।”

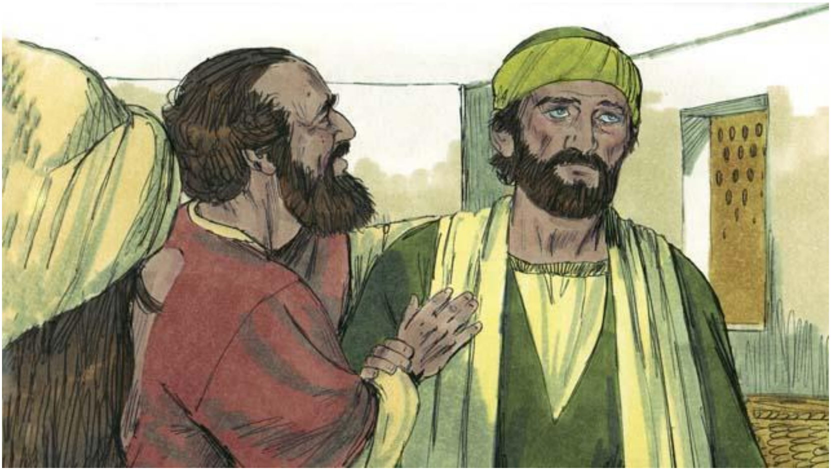

তাই অননিয় শৌলের কাছে গেলেন, তার হাত তার উপর রাখলেন আর বললেন, “যীশু, যিনি আপনাকে পথে দর্শন দিয়েছিলেন, আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আপনি পুনরায় দেখতে পান আর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হন।” শৌল তখনি পুনরায় চোখে দেখতে সক্ষম হলেন, আর অননিয় তাকে বাপ্তিষ্ম দিলেন।তারপর শৌল কিছু খাবার খেলেন আর তার শক্তি পেলেন।

তার পরই, শৌল দম্মেশকের ইহুদিদের প্রচার করা আরম্ভ করে দিলেন, বললেন, “যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র!”ইহুদিরা আশ্চর্য হল যে এই লোকটি যে বিশ্বাসীদের অত্যাচার করত আর এখন যীশুর উপর বিশ্বাস করছে।শৌল যিহুদিদের সাথে তর্কবিতর্ক করেন, আর প্রমান করেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।

বহু দিন পর, যিহুদিরা শৌলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল।তারা নগরের দরজায় লোক পাঠিয়ে দিল তাকে ধরতে যেন তাকে হত্যা করতে পারে।কিন্তু শৌল তাদের বিষয়ে শুনলেন আর তার সঙ্গীদের সাহায্যে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। একদিন রাতে এক ঝুড়িতে করে তাকে নগরের প্রাচীর থেকে নামিয়ে দেন তারা। শৌলের দম্মেশক থেকে পালাবার পর, তিনি যীশুর বিষয়ে প্রচার অবিরাম প্রচার করতে থাকলেন।

শৌল যেরুশালেমে অন্য শিষ্যদের সাথে দেখা করতে যান, কিন্তু তারা তার থেকে ভয় পাচ্ছিল। তারপর বার্ণবা নামক এক বিশ্বাসী শৌলকে সাথে নিয়ে প্রেরিতদের কাছে নিয়ে যান আর তাদের বললেন যে কিভাবে শৌল দম্মেশকে সাহসের সাথে প্রচার করেছিলেন।তারপর, শিষ্যেরা শৌলকে গ্রহণ করেন।

কিছু বিশ্বাসীরা যেরুশালেমে অত্যাচার চলা কালীন সুদূর আন্তিয়খিয়াতে পালিয়ে গিয়েছিল আর যীশুর প্রচার করেছিল। আন্তিয়খিয়ার বেশির ভাগ লোকেরা ইহুদি ছিলেন না, কিন্তু প্রথম বারই তারা প্রচুর মাত্রায় বিশ্বাসী হয়েছিল।বার্ণবা আর শৌল সেখানে গেলেন যেন এই নতুন বিশ্বাসীদের যীশুর বিষয়ে আরো শিক্ষা দিতে পারেন আর চার্চটিকে আরো মজবুত করতে পারেন।আন্তিয়খিয়াতেই প্রথম যীশুর উপর বিশ্বাসকারীদের “খ্রীষ্টান” বলা হয়েছিল।

একদিন, যখন আন্তিয়খিয়ার খ্রীষ্টানরা উপবাস ও প্রার্থনা করছিলেন, পবিত্র আত্মা তাদের বললেন, “বার্ণবা আর শৌলকে আমার দেওয়া কার্যের জন্য আলাদা কর।”তাই আন্তিয়খিয়ার চার্চ বার্ণবা আর শৌলের উপর হাত রেখে প্রার্থনা করল।তারপর তারা যীশুর সুসমাচার অন্যত্রও প্রচার করতে তাদের পাঠিয়ে দিলেন।বার্ণবা আর শৌল বিভিন্ন জাতির লোকেদের শিক্ষা দিলেন আর বহু লোক যীশুর উপর বিশ্বাস করল।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-প্রেরিতদের কার্য ৮:৩, ৯:১-৩১; ১১:১৯-২৬; ১৩:১-৩

ফিলিপীয়তে পৌল আর সীল

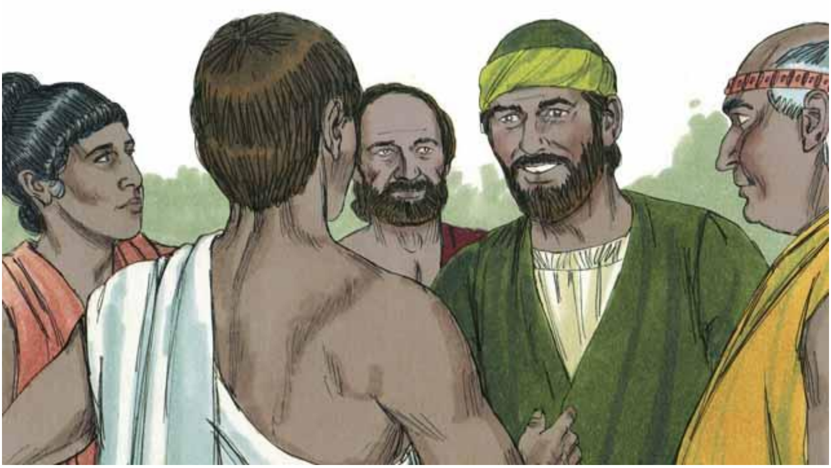

যখন শৌল রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র যাত্রা করলেন তখন তিনি তার রোমান নাম “পৌল” ব্যবহার করেছিলেন।একদিন, পৌল আর তার সঙ্গী সীল ফিলিপীয়ের এক নগরে যীশুর সুসমাচার প্রচার করতে গেলেন।তারা নগরের বাইরে নদীর ধারে সেখানে গেলেন যেখানে লোকেরা প্রার্থনা করতে যেত। সেখানে তারা লুদিয়া নামক এক ব্যবসায়ী মহিলার সাথে দেখা করলেন।তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন আর আরাধনা করতেন।

ঈশ্বর লুদিয়ার হৃদয় খুলে দিলেন যীশুকে বিশ্বাস করার জন্য আর তিনি ও তার পরিবার বাপ্তিষ্ম নিলেন।তিনি পৌল আর সীলকে তার বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন, তাই তারা তার পরিবারের সাথে থাকলেন।

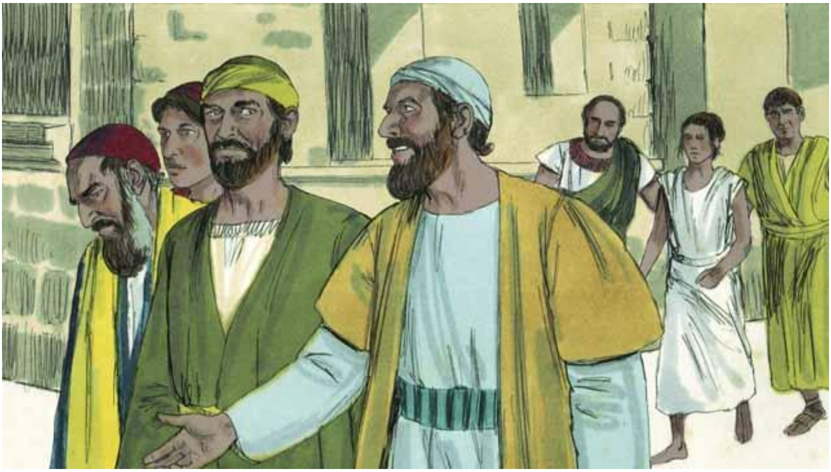

পৌল আর সীল প্রায়ই প্রার্থনার স্থানে যেতেন। যতবার তারা সেখানে যেতেন, ততবার একটি দাসী মেয়ে যে ভূতগ্রস্ত ছিল তাদের অনুস্বরণ করত।এই ভূতটির দ্বারা সে লোকেদের ভবিষ্যত বলত, আর জ্যোতিষ বিদ্যার দ্বারা সে তার মালিককে প্রচুর ধন রোজগার করে দিত।

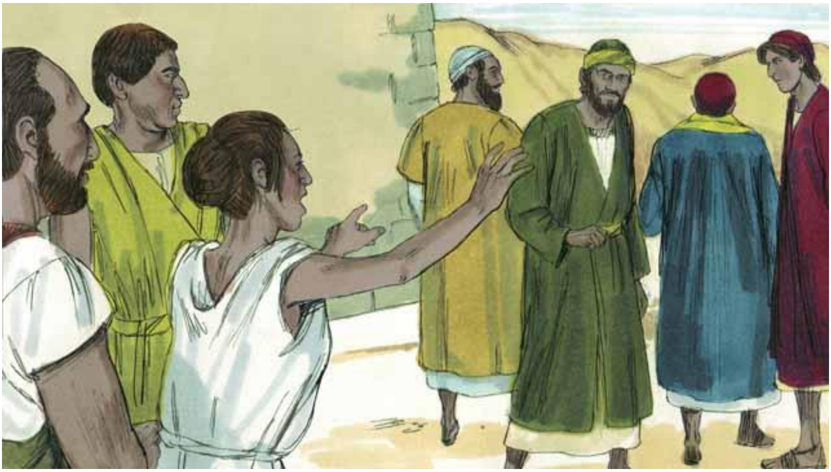

সেই দাসীটি বলতেই থাকত যখন তারা হেঁটে বেড়াত, “এই লোকগুলো মহান ঈশ্বরের দাস।তারা তোমাদের উদ্ধারের পথ বলছে!”সে বহু বার এমনই করল যে পৌল বিরক্ত হয়ে উঠল।

অন্তিমে একদিন যখন সেই দাসীটি চিৎকার করে বলা শুরু করল, তখন পৌল তার দিকে ফিরলেন আর তার ভিতরের ভূতটিকে বললেন, “যীশুর নামে এই মেয়েটির ভিতর থেকে বেরিয়ে যাও।” তখনই ভূতটি বেরিয়ে গেল।

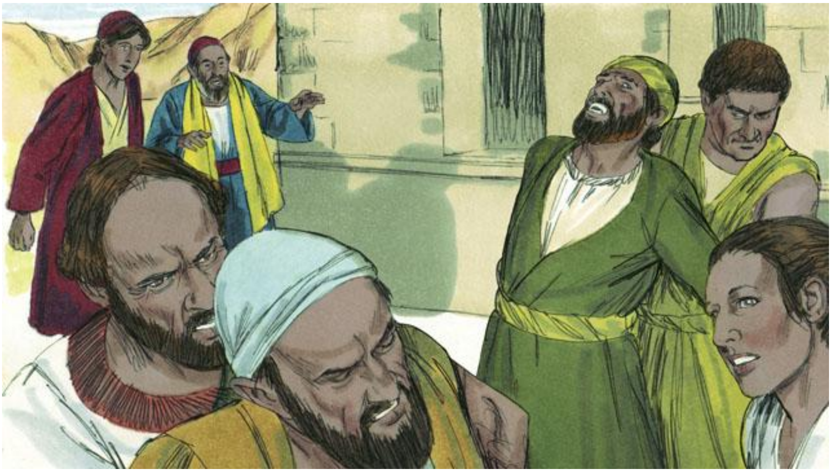

সেই লোকটি যে সেই দাসীটির মালিক ছিল খুব রেগে গেল।তারা দেখল যে ভূতটিকে ছাড়া দাসীটি ভবিষ্যত আর বলতে পারছে না।এর অর্থ হল যে লোকেরা আর দাসীটির মালিককে আর কোনো টাকা দেবে না তাই এখন তাদের কি হবে।

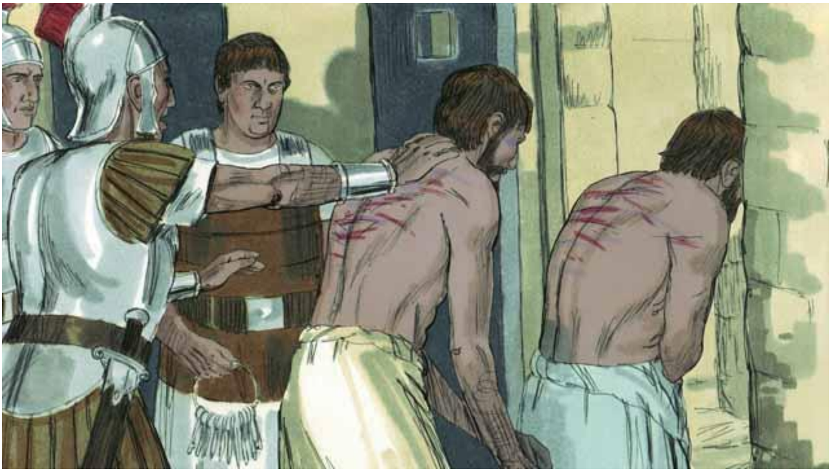

তাই সেই দাসীটির মালিক পৌল আর সীলকে রোমান শাসকদের কাছে নিয়ে গেল, যারা তাদের মারল আর তাকে জেলে পুরে দিল৷

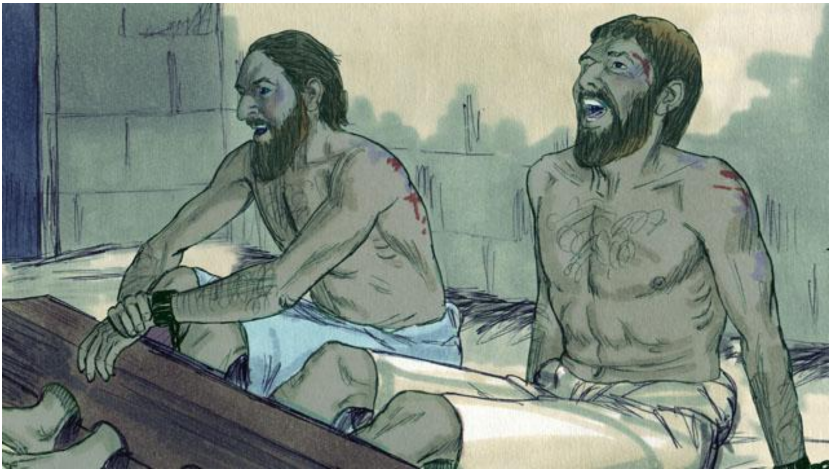

তারা পৌল আর সীলকে জেলের সবচাইতে সুরক্ষিত জায়গায় রাখল আর তাদের পা শিকল দিয়ে বেধে রাখল৷কিন্তু তবুও মধ্য রাতে, তারা ঈশ্বরের স্তুতি গান গাইছিলেন৷

হঠাৎ, সেখানে ভীষণ এক ভূমিকম্প হয়!জেলের সকল দরজা খুলে গেল আর বন্দিদের পায়ের শিকল সব খুলে গেল।

জেল আধিকারী ঘুম থেকে উঠলেন,যখন তিনি দেখলেন যে জেলের সকল দরজা খোলা, তিনি ভয় পেলেন। তিনি ভাবলেন যে সকল বন্দীরা পালিয়েছে, তাই সে আত্যহত্যা করার চেষ্টা করলেন।(তিনি জানতেন যে রোমান শাসকরা যদি জানতে পারে যে তিনি বন্দিদের পালাতে দিয়েছে তাহলে তাকে তারা মেরে ফেলবে।)কিন্তু পৌল তাকে দেখলেন আর বললেন, “থামুন!নিজেকে আঘাত করবেন না।আমরা সকলেই এখানেই রয়েছি।”

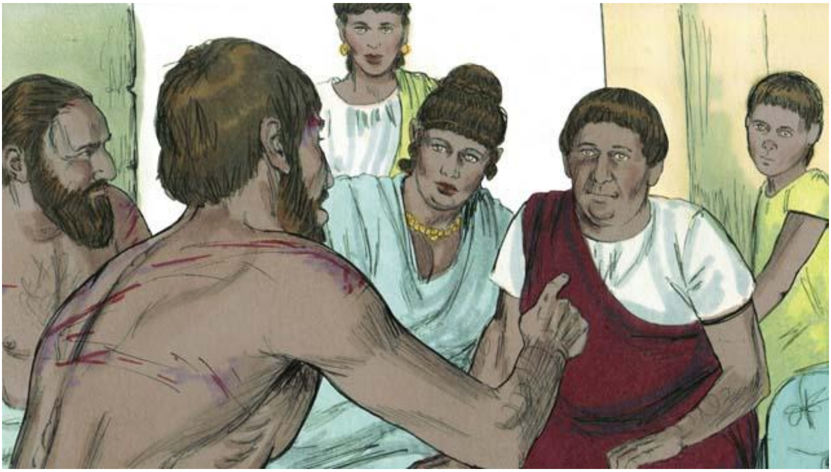

জেল আধিকারী কাঁপতে কাঁপতে পৌল আর সীলের কাছে এলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, “উদ্ধার পেতে আমাকে কি করতে হবে?”পৌল উত্তর দিলেন, “প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করুন আর আপনি আর আপনার পরিবার উদ্ধার পাবে।”তারপর জেল আধিকারী পৌল আর সীলকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন আর তাদের আঘাত ধুলেন।পৌল তার পরিবারের সকলকে সুসমাচার শুনালেন।

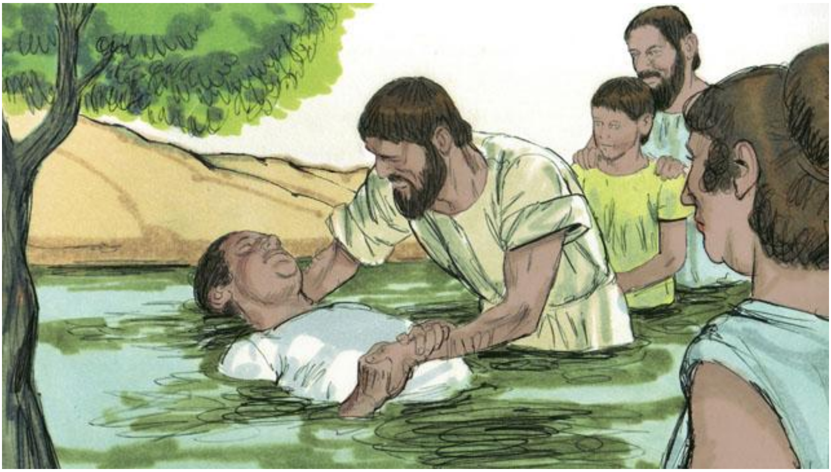

তিনি ও তার পরিবারের সকলে বিশ্বাস করলেন ও বাপ্তিষ্ম নিলেন।তারপর তিনি পৌল আর সীলকে খেতে দিলেন আর একত্র মিলে আনন্দ করলেন।

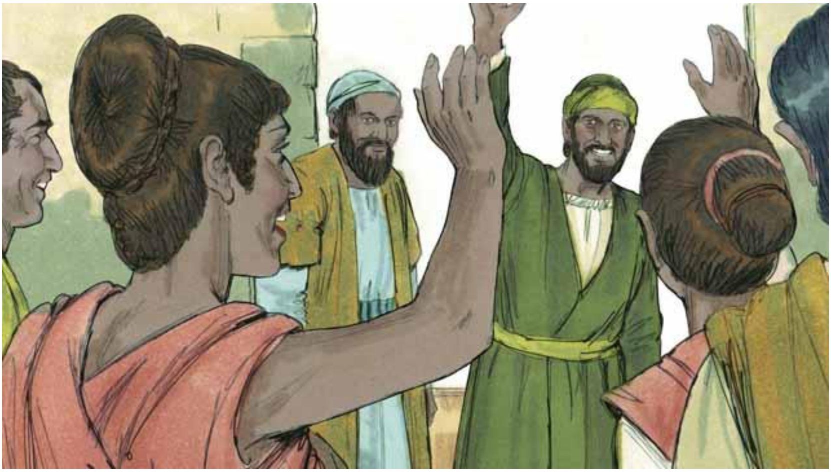

পরদিন নগরের নেতারা পৌল আর সীলকে জেল থেকে মুক্ত করল আর ফিলিপীয় ছেড়ে চলে যেতে বলল। পৌল আর সীল লুদিয়ার আর অন্য সঙ্গীদের সাথে দেখা করলেন আর তারপর নগর ছেড়ে চলে গেলেন।যীশুর সুসমাচার চারিদিকে ছড়াতে লাগলো আর চার্চ বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

পৌল আর অন্যান্য খ্রীষ্টান নেতারা বহু শহরে যাত্রা করল আর যীশুর সুসমাচার লোকেদের প্রচার করল আর শেখাল। চার্চসমূহের বিশ্বাসীদের উৎসাহ আর শেখাতে নানান চিঠি পত্রও তারা লিখেছিল।সেগুলোর কিছু কিছু পরে বাইবেলের কিছু পুস্তক হয়েছে।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-প্রেরিতদের কার্য ১৬:১১-৪০

যীশুই হলেন প্রতিজ্ঞার খ্রীষ্ট বা মশীহ

যখন ঈশ্বর পৃথিবীর রচনা করেন তখন সকল কিছু উৎকৃষ্ট ছিল।পাপ ছিল না।আদম আর হবা একেঅপরকে ভালবাসতেন আর তারা ঈশ্বরকে প্রেম করতেন।অসুখ আর মৃত্যু ছিল না।ঈশ্বর এমন পৃথিবীই চাইতেন।

শয়তান সাপের দ্বারা হবার সাথে কথা বলে তাকে ছলনা করে।তারপর তিনি ও আদম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেন।যেহেতু তারা পাপ করেছেন তাই পৃথিবীর সকল লোক অসুস্থ হয় আর মারা যায়।

যেহেতু আদম আর হবা পাপ করেছিলেন তাই আরও খারাপ হল।মানুষ ঈশ্বরের শত্রু হল।পরিনামে, তারপর থেকে যত লোক জন্মালো তারা পাপে জন্মালো ও ঈশ্বরের শত্রু হল।ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যের সম্পর্ক পাপের দ্বারা ভেঙ্গে গেল।কিন্তু সম্পর্কটিকে পুনরায় গড়তে ঈশ্বর একটি পরিকল্পনা করলেন।

ঈশ্বর হবাকে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার বংশ শয়তানের মাথা বিনষ্ট করবে আর শয়তান তার গোড়ালি বিনষ্ট করবে।এর অর্থ হল শয়তান খ্রীষ্টকে হত্যা করবে কিন্তু ঈশ্বর তাকে পুনরায় জীবিত করবেন আর তারপর খ্রীষ্ট শয়তানের শক্তিকে চিরকালের জন্য চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। বহু বছর পর, ঈশ্বর প্রকাশিত করলেন যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট।

যখন ঈশ্বর সারা পৃথিবী বন্যায় নষ্ট করেছিলেন, তখন তিনি তার উপর বিশ্বাসকারীদের রক্ষার্তে নৌকা দিয়েছিলেন।ঠিক তেমনই, সকলেই তাদের পাপের জন্য নষ্ট হওয়ার যোগ্য, কিন্তু ঈশ্বর তাদের সকলকে যারা তার উপর বিশ্বাস করে তাদের বাঁচাতে যীশুকে দিলেন।

শত শত বছর, যাজকেরা ঈশ্বরের কাছে লোকেদের পাপের জন্য পশু বলি উৎসর্গ করে আসছিল। কিন্তু পশু বলি তাদের পাপ মেটাত পারত না। যীশু হলেন মহান মহাযাজক।অন্য যাজকদের সমান না করে তিনি নিজেকে একমাত্র বলি রূপে উৎসর্গ করলেন যেন পৃথিবীর সকল লোকেদের পাপ মেটাতে পারেন।যীশু হলেন সর্বৌত্তম মহাযাজক কেননা তিনি পাপের সকল দন্ড নিজের উপর নিয়ে নিলেন যা কেউ কখনও করেনি।

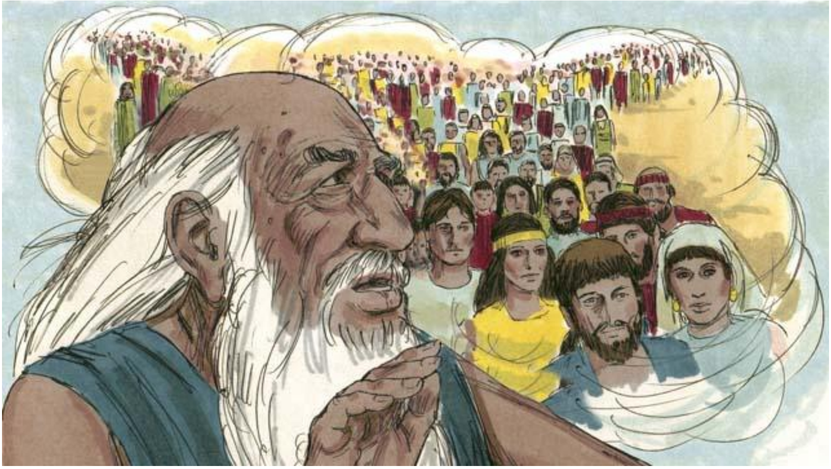

ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, “পৃথিবীর সকল জাতি তোমার দ্বারা অর্শিবাদিত হবে।”যীশু ছিলেন অব্রাহামের বংশের একজন।

তার দ্বারা সকল জাতি অর্শিবাদ প্রাপ্ত হবে, কেননা যে কেও যীশুর উপর বিশ্বাস করে সে পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছে, আর অব্রাহামের এক আত্মিক বংশ হয়েছে।যখন ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন তার পুত্র ইসহাককে বলি দিতে, তখন ঈশ্বর তার পুত্র ইসহাকের জায়গায় একটি ভেড়ার প্রবন্ধ করেছিলেন।আমরা সকলে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর যোগ্য! কিন্তু ঈশ্বর, ঈশ্বরের ভেড়া, যীশুকে দিলেন, আমাদের জায়গায় একটি বলি রূপে।

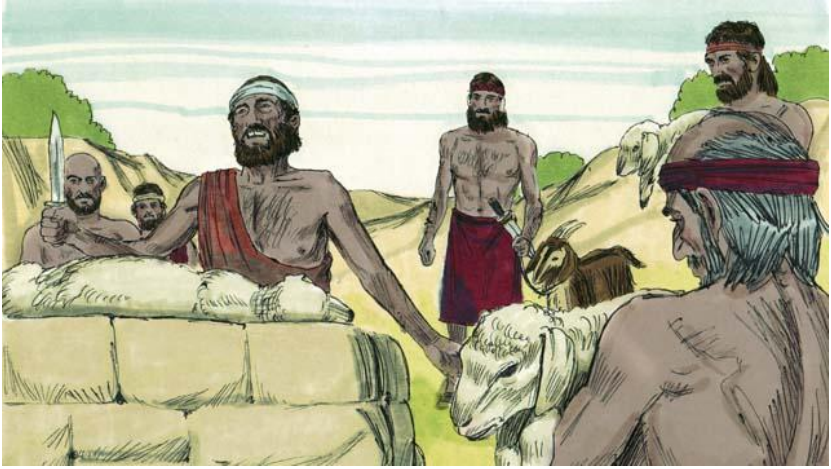

যখন মিশরে ঈশ্বর শেষ আঘাত করেন তখন প্রত্যেক ইস্রায়লীয়দের বলেছিলেন একটি ভেড়া নিতে আর তার রক্ত দরজার চারধারে লাগিয়ে দিতো।যখন ঈশ্বর সেই রক্ত দেখতেন তখন তাদের প্রথম পুত্রকে মেরে ফেলতেন না আর তিনি অন্য ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেন। সেই ঘটনাটিকে নিস্তার পর্ব বলা হয়।

যীশু হলেন আমদের নিস্তার পর্বের ভেড়া।তিনি সর্বোত্তম ও পাপহীন ছিলেন আর নিস্তার পর্বের সময় তাকে হত্যা করা হয়।যখন কেউ যীশুর উপর বিশ্বাস করে, তখন যীশুর রক্ত সেই ব্যক্তির পাপের মূল্য চুকিয়ে দেয় আর ঈশ্বরের দন্ড তার উপর হয় না।

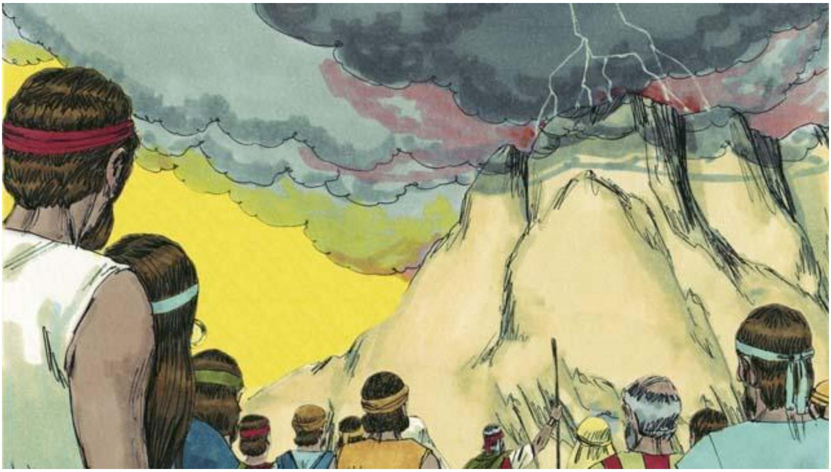

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের সাথে যারা নির্বাচিত লোক ছিল, একটি নিয়ম স্থাপন করেছিলেন।কিন্তু ঈশ্বর এখন একটি নতুন নিয়ম স্থাপন করেছেন যা সকল লোকেদের জন্য সুসমাচার।এই নতুন নিয়মের কারণে, যেকোনো জাতির কেউও যীশুর উপর বিশ্বাস করে ঈশ্বরের লোকেদের একটি অংশ হতে পারে।

মোশি একজন মহান ভাববাদী ছিলেন যিনি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করেছিলেন।কিন্তু যীশু সকল ভাববাদীদের মধ্যে মহান।তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর, তাই যাকিছু তিনি করেছেন আর বলেছেন তা ছিল যীহোবা ঈশ্বরের কার্য ও বাক্য। এই কারণে যীশুকে ঈশ্বরের বাক্য বলা হয়।

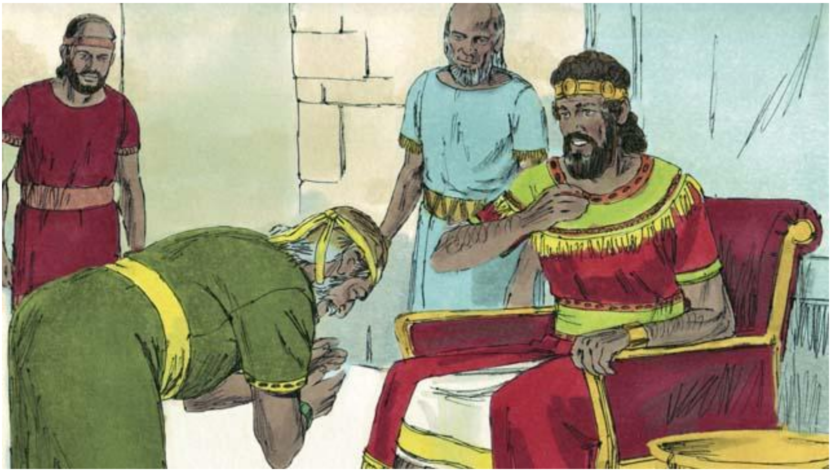

ঈশ্বর রাজা দায়ূদকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার এক বংশ ঈশ্বরের প্রজাদের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।কারণ যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র আর খ্রীষ্ট, তিনিই হলেন দায়ূদের সেই বংশ যিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন।

দায়ূদ ছিলেন ইসরাইলের রাজা, কিন্তু যীশু হলেন সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজা!তিনি পুনরায় আসবেন আর তার প্রজাদের উপর ন্যায়পরায়ণতায় আর শান্তিতে চিরকাল রাজত্ব করবেন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-আদিপুস্তক ১-৩, ৬, ১৪, ২২; যাত্রাপুস্তক ১২, ২০; ২ শমুয়েল ৭; ইব্রীয় ৩:১-৬, ৪:১৪-৫:১০, ৭:১-৮:১৩, ৯:১১-১০:১৮; প্রকাশিত বাক্য ২১

ঈশ্বরের নতুন নিয়ম

এক স্বর্গদূত এক মরিয়ম নামক কুমারীকে বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্রকে জন্ম দেবেন।তাই যখন তিনি কুমারীই ছিলেন, তিনি এক পুত্রের জন্ম দেন আর নাম হল যীশু।তাই, যীশু হলেন ঈশ্বর আর তার সাথে মানুষও।

যীশু বহু চমৎকার করেছেন যা প্রমান করে যে তিনি ঈশ্বর।তিনি জলের উপর হেঁটে ছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন, বহু রোগীদের সুস্থ করেছিলেন, ভূত তাড়িয়েছিলেন, মৃতদের জীবিত করেছিলেন, আর পাঁচটি রুটি আর দুটি ছোট মাছ দিয়ে ৫০০০জনেরও বেশি লোকেদের যথেষ্ট রূপে খাইয়েছিলেন।

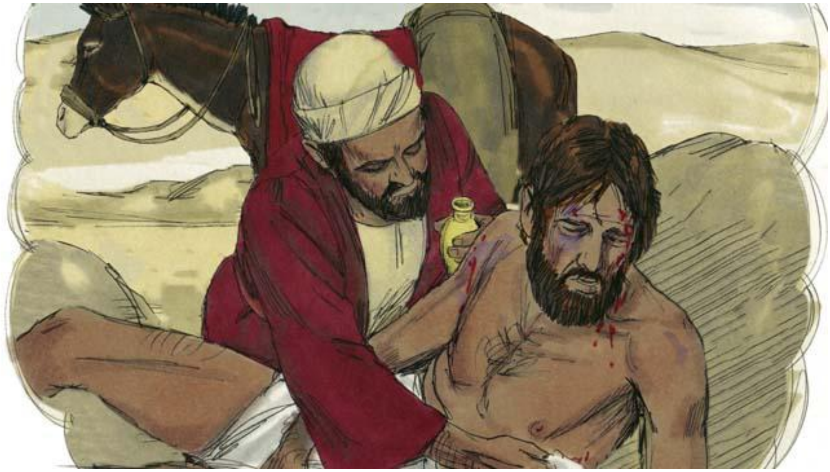

যীশু উত্তম শিক্ষকও ছিলেন, আর তিনি অধিকারের সাথে কথা বলতেন কেননা তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।তিনি শিখিয়েছেন যে তোমাদের অন্য লোকেদেরও নিজেদের সমান প্রেম করা উচিত।

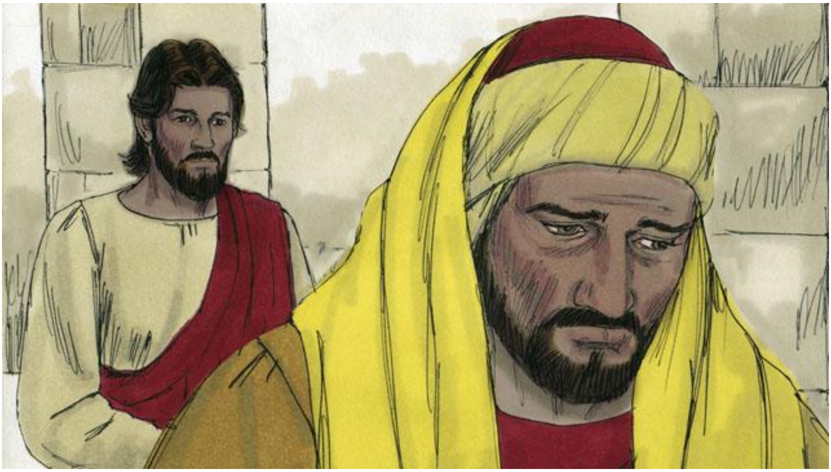

তিনি আরও শিখিয়েছেন যে তোমাদের পৃথিবীর অন্য সকল কিছুর চেয়ে বেশি ঈশ্বরকে প্রেম করতে হবে।

যীশু বলেছেন যে পৃথিবীর কোনো কিছুর চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্য বেশি মূল্যবান।কারোর জন্য সবচাইতে বেশি মুখ্য বিষয় হল ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ হওয়া।এই রাজ্যে প্রবেশ করতে, আপনাকে নিজের পাপ থেকে উদ্ধার পেতে হবে।

যীশু শিখিয়েছেন যে কিছু লোক তাকে গ্রহণ করবে আর উদ্ধার পাবে কিন্তু কিছু লোকেরা বিশ্বাস করবে না।তিনি বলেছেন যে কিছু লোকেরা হল উত্তম ভূমির মত।তারা যীশুর সুসমাচার গ্রহণ করবে আর উদ্ধার পাবে।অন্য লোকেরা রাস্তার ধারের শক্ত মাটির মত, যেখানে ঈশ্বরের বাক্য প্রবেশ করতে পারে না আর কোনো ফসল উৎপন্নও করতে পারে না। তারা যীশুর সমাচার তিরষ্কার করে আর তারা তার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

যীশু শিখিয়েছেন যে ঈশ্বর পাপীদের ভালবাসেন।তিনি তাদের ক্ষমা করতে চান আর তাদের তার সন্তান করতে চান।

যীশু আমাদের আরও বলেছেন যে ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন।যখন আদম ও হবা পাপ করেন, তা তাদের সকল বংশধরদের প্রভাবিত করেছিল।পরিনামে, পৃথিবীর প্রত্যেকজন পাপ করে থাকে আর ঈশ্বরের থেকে আলাদা হয়ে পরে। তাই, সকল লোক ঈশ্বরের শত্রু।

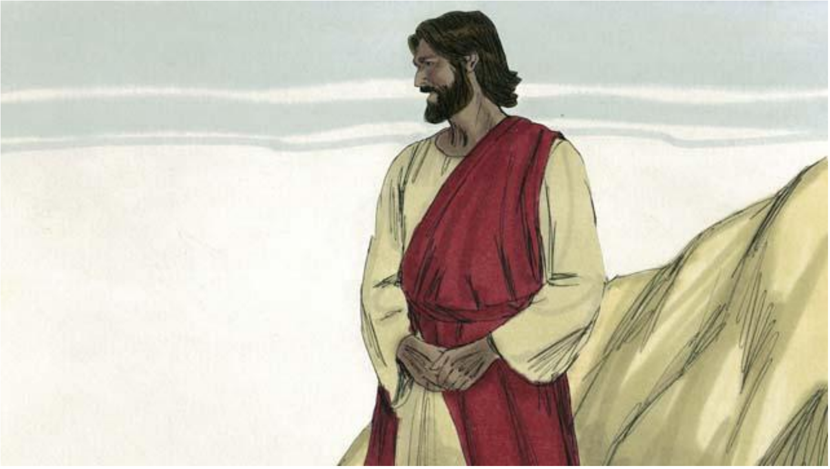

কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীর সকলকে এত বেশি ভালবাসেন যে তিনি তার একমাত্র পুত্রকে দিয়ে দিলেন যেন যে কেউ যীশুর উপর বিশ্বাস করে সে তার পাপের জন্য দন্ডিত না হয়, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে চিরকাল বেঁচে থাকে।

আপনার পাপের কারণে, আপনি দোষী আর মৃত্যুর যোগ্য। আপনার প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি আপনার উপর ক্রোধ না করে তিনি তার ক্রোধ যীশুর উপর করলেন। যখন যীশু ক্রুশের উপর মারা গিয়েছিলেন, তখন তিনি আপনাদের সকল দন্ড নিজের উপর নিয়ে নিয়েছিলেন।

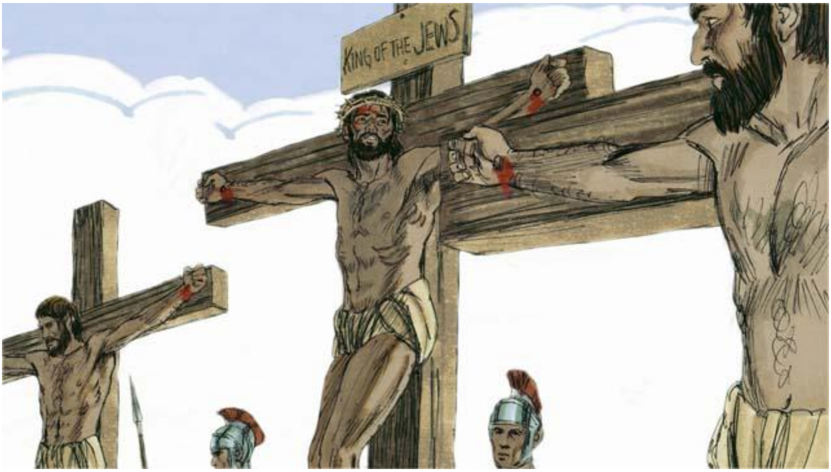

যীশু কখনও পাপ করেননি, কিন্তু তিনি দন্ডিত হওয়া বেছে নিলেন আর আপনাদের পাপ মেটাতে, সেই উৎকৃষ্ট বলি হলেন। কেননা যীশু নিজেকে বলি দিয়েছিলেন তাই ঈশ্বর যে কোনও পাপ ক্ষমা করেন।

ভালো কর্ম আপনাকে উদ্ধার দিতে পারবে না।ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গড়তে আপনি কিছুই করতে পারেন না। শুধু যীশুই আপনার পাপ ধুতে পারেন।আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র যিনি আপনার বদলে ক্রুশে মরেছেন আর ঈশ্বর তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন।

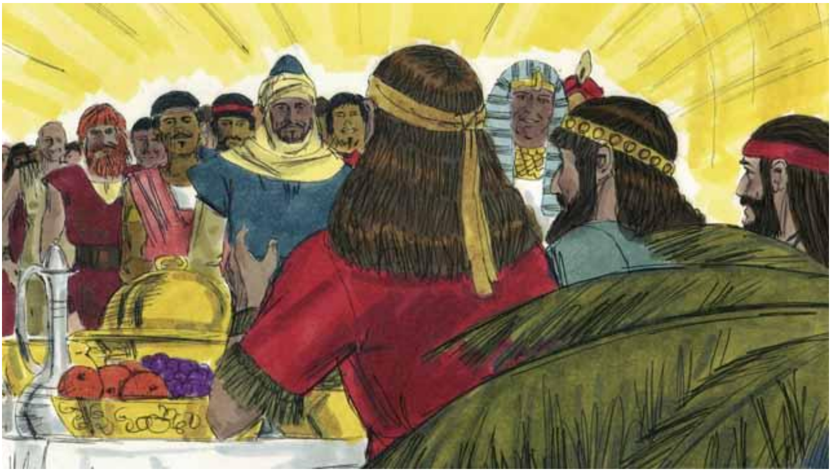

ঈশ্বর সেই সকলকে উদ্ধার করবেন যারা যীশুর উপর বিশ্বাস করে আর তাকে প্রভু রূপে গ্রহণ করে।কিন্তু যে তার উপর বিশ্বাস করে না তিনি তার উদ্ধার করবেন না।এটা কোনো ব্যাপার নয় যে আপনি ধনী বা গরিব, পুরুষ বা নারী, অল্প বয়স্ক বা বৃদ্ধ, অথবা আপনি কোথায় বাস করেন।ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন আর চান যেন আপনি যীশুর উপর বিশ্বাস করেন আর তার আপনার সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়।

যীশু আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তার উপর বিশ্বাস করার জন্য আর বাপ্তিষ্ম নেওয়ার জন্য।আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশু হলেন খ্রীষ্ট আর ঈশ্বরের পুত্র? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনি একজন পাপী আর আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই সকল পাপের জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য?আপনি বিশ্বাস করেন যে যীশু আপনার পাপ মেটাতে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরেছিলেন?

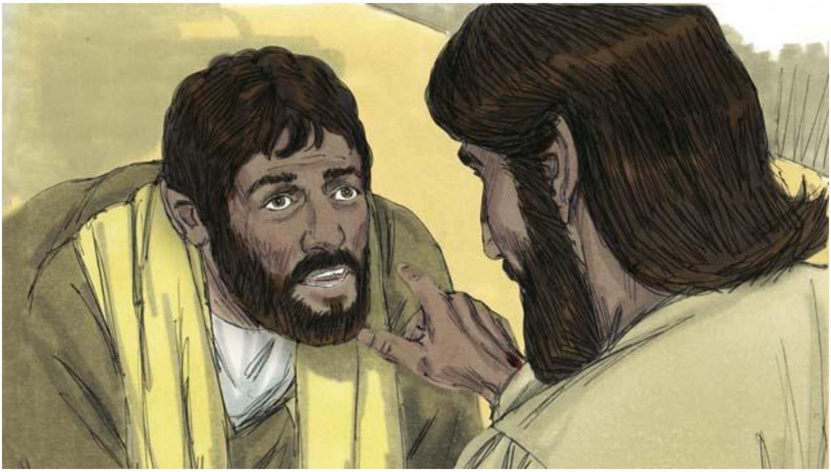

যদি আপনি যীশুর উপর আর যা তিনি আপনার জন্য করেছেন তা বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি একজন খ্রীষ্টানঈশ্বর আপনাকে শয়তানের অন্ধকারের রাজ্য থেকে নিয়ে নিয়েছেন আর আপনাকে ঈশ্বরের আলোর রাজ্যে রেখে দিয়েছেন। ঈশ্বর আপনার পুরনো পাপময় পথ সকল নিয়ে নিয়েছেন আর আপনাকে নতুন আর ধার্মিক পথ দিয়েছেন।

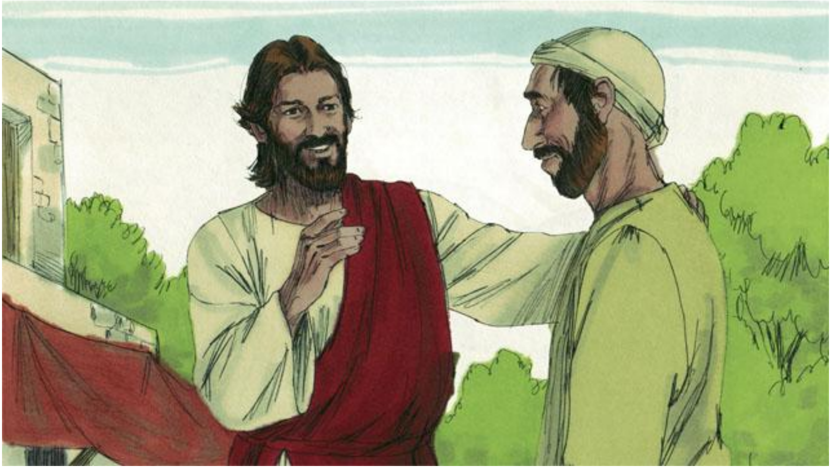

যদি আপনি একজন খ্রীষ্টান হন, ঈশ্বর আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন কারণ যীশু আপনার হয়ে শাস্তি পেয়েছেন।এখন, ঈশ্বর আপনাকে শত্রু নয় বরং বন্ধু রূপে গন্য করেন।

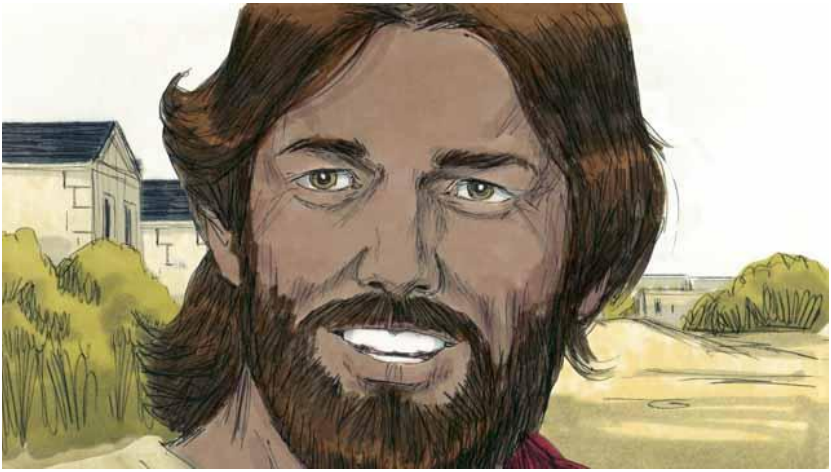

যদি আপনি ঈশ্বরের একজন বন্ধু হন আর প্রভু যীশুর একজন ভক্ত হন, তাহলে আপনি যীশুর দেওয়া আদেশ পালন করতে চাইবেন।যদিও আপনি একজন খ্রীষ্টান হন তবুও আপনি প্রলোভনে পরবেন।কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য, আপনি যদি আপনার পাপ স্বীকার করেন তবে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি আপনাকে পাপের সাথে লড়তে সাহায্য করবেন।

ঈশ্বর আপনাকে প্রার্থনা করতে বলেন, তার বাক্য পড়তে বলেন, অন্যান্য খ্রীষ্টানদের সাথে মিলে আরাধনা করতে বলেন আর অন্যদের বলতে বলেন যা তিনি আপনার জন্য করেছেন। এসকল আপনাকে তার সাথে একটি গভীর সম্পর্ক গড়তে সাহায্য করবে।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-রোমীয় ৩:২১-২৬, ৫:১-১১; যোহন ৩:১৬; মার্ক ১৬-১৬; কলসীয় ১:১৩-১৪; ২ করিন্থীয় ৫:১৭-২১; ১ যোহন ১:৫-১০

যীশুর পুনরাগমন

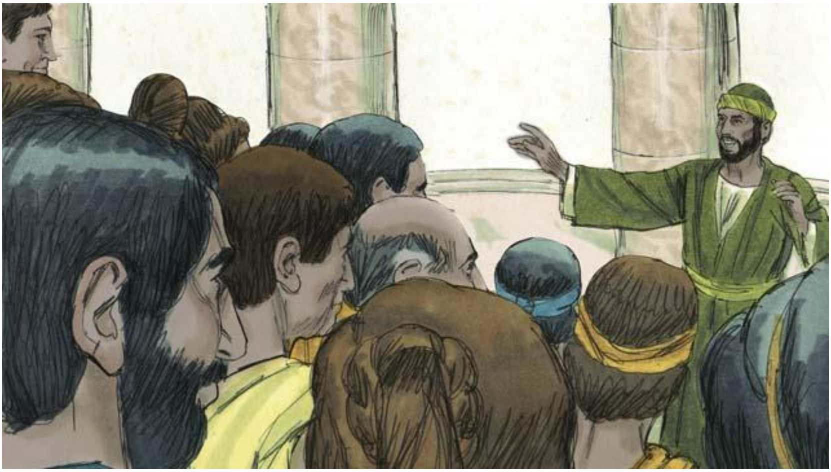

প্রায় ২০০০ বছর ধরে, পৃথিবীর চারদিকের বহু লোকেরা খ্রীষ্ট যীশুর বিষয়ে শুনেছে। চার্চ বৃদ্ধি পাচ্ছে।যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি পৃথিবী শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরে আসবেন।যদিও তিনি এখন পর্যন্ত ফিরে আসেননি কিন্তু তিনি নিশ্চই আসবেন।

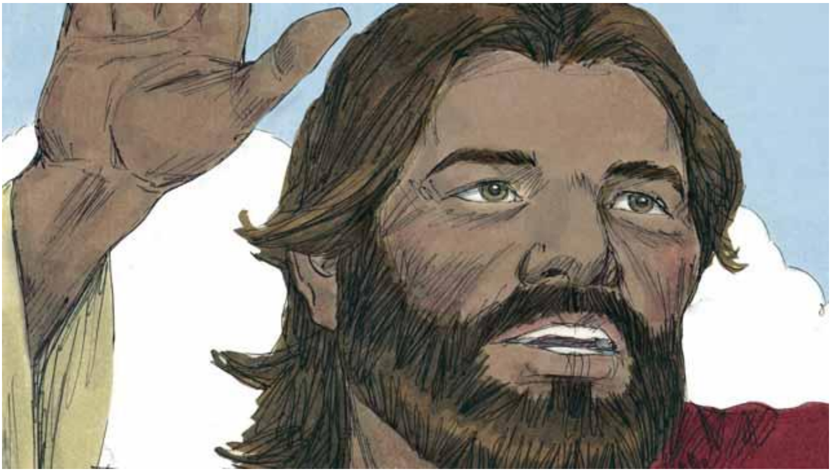

যখন আমরা যীশুর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছি, তখন ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন যেন আমরা পবিত্র ও তাকে সন্মান দেয় এমন জীবনযাপন করি। তিনি আরও চান যেন আমরা তার রাজ্যের বিষয়ে অন্যদের বলি।যখন যীশু এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, “আমার শিষ্যরা স্বর্গ রাজ্যের বিষয়ে পৃথিবীর চারিদিকের লোকেদের প্রচার করবে আর তারপর সব শেষ হবে।”

বহু লোক এখনও যীশুর বিষয়ে শোনেনি। স্বর্গে যাওয়ার পূর্বে, যীশু খ্রীষ্টানদের বলেছিলেন যারা সুসমাচার শোনেনি তাদের তা ঘোষণা করতে।তিনি বলেছিলেন, “যাও আর সকল জাতিকে শিষ্য বানাও!” আর, “ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত!”

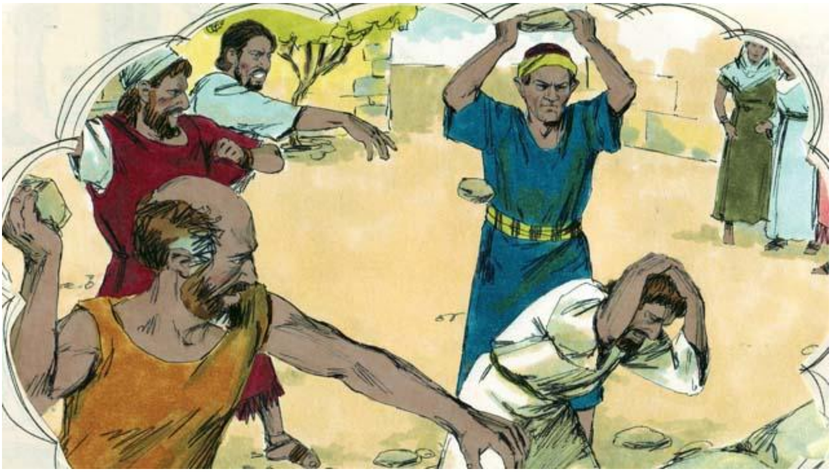

যীশু আরও বলেছেন, “এক দাস তার মালিকের চেয়ে মহান নয়।যেমন এই পৃথিবীর আধিকারী সকল আমাকে ঘৃণা করেছে, ঠিক তেমনই তারা তোমাদের আমার নামের জন্য অত্যাচার করবে আর মেরে ফেলবে।যদিও তোমরা এই জগতে অত্যাচারিত হবে, তবুও সাহস কর কেননা আমি শয়তানকে পরাজিত করেছি যেন এই জগতের উপরে আমার রাজ্য করি। যদি অন্তিম পর্যন্ত তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাসযোগ্য থাক, তাহলে তোমরা উদ্ধার পাবে!”

যীশু তার শিষ্যদের একটি কাহিনী বললেন যে কিসব ঘটবে যখন অন্তিম কাল আসবে।তিনি বললেন, “এক ব্যক্তি তার খেতে ভালো বীজ বপন করল।যখন তিনি ঘুমালেন, তখন তার শত্রুরা আসলো আর তারা গমের সাথে সাথে শ্যামা ঘাস বপন করল আর তারপর চলে গেল।”

“যখন সেই চারাগাছ অঙ্কুরিত হল, তখন চাকরেরা এসে সেই লোকটিকে বলল, ‘মালিক মালিক, আপনি তো ভালো বীজ বপন করেছিলেন।তাহলে সেখানে আগাছা কিভাবে জন্মায়?’মালিকটি উত্তর দিল, ‘একটি শত্রু নিশ্চই তা বপন করেছে।’”

“চাকরগুলো সেই মালিককে উত্তর দিল, “আমরা কি সেই শ্যামা ঘাস তুলে ফেলবো?’ মালিকটি বলল, “না।যদি তোমরা তা কর, কি জানি তোমরা ভালো গমের চারাও তুলে ফেলবে।ফসল কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা কর আর তারপর তোমরা শ্যামা ঘাস জ্বালিয়ে দিও আর গম ঘরে নিয়ে এসো।’’’

শিষ্যেরা কাহিনীটি বুঝতে পারল না তাই তারা যীশুকে তা বর্ণনা করতে অনুরোধ করল।যীশু বললেন, “বীজ বপক ব্যক্তিটি খ্রীষ্টের প্রতিনিধিত্ব করে।খেত হল এই জগৎ।ভলো বীজ হল স্বর্গ রাজ্যের লোকজন।”

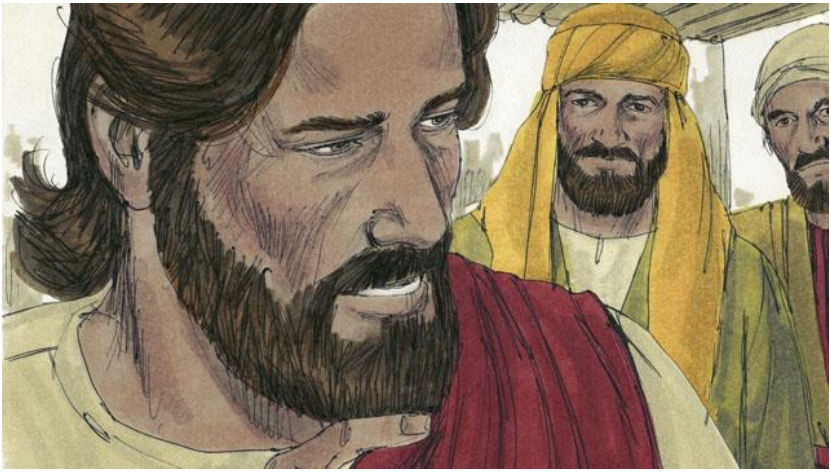

“শ্যামা ঘাস বা আগাছা হল সেই লোকজন যারা শয়তানের লোক।যে শত্রু আগাছা বপন করেছে সে হল শয়তান।ফসল কাটার সময় হল পৃথিবীর অন্তিম কাল আর কর্মচারী হল স্বর্গদূত।”

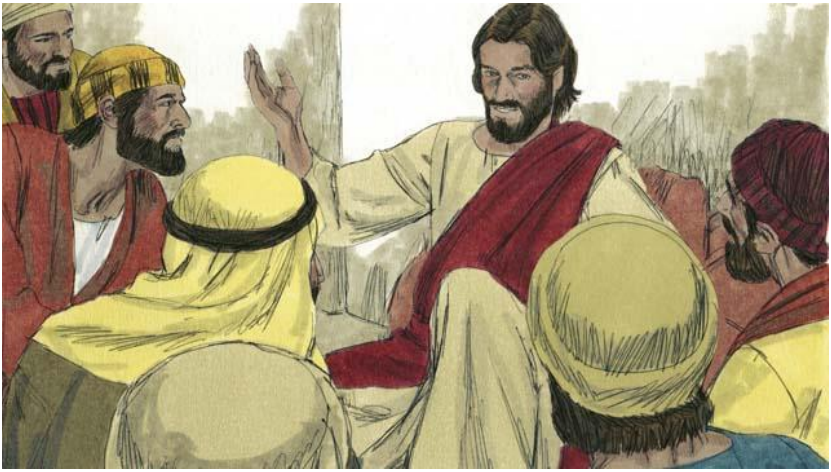

“যখন পৃথিবী শেষ হবে, তখন স্বর্গদূতরা সকল লোকজনদের একত্র করবে আর যারা শয়তানের লোকজন তাদের এক ভীষন উতপ্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে, যেখানে তারা কাঁদবে আর তাদের কঠিন উৎপীড়নে দাঁত ঘষা হবে। তারপর ধার্মিক লোকজন তাদের পিতা ঈশ্বরের রাজ্যে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিতে আলোকিত হবে।

যীশু বলেছেন যে তিনি পৃথিবী শেষ হওয়ার পূর্বেই ফিরে আসবেন৷তিনি ঠিক একইভাবে ফিরে আসবেন ঠিক যেমন ভাবে তিনি গিয়েছিলেন, তা হল যে তার শারীরিক দেহ হবে আর আকাশের মেঘের মধ্যে দিয়ে তিনি আসবেন৷যখন যীশু ফিরে আসবেন, তখন প্রত্যেক খ্রীষ্টানরা যারা মারা গিয়েছিল তারা মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হবে আর আকাশে তার সাথে মিলিত হবে৷

আর যে খ্রীষ্টানরা জীবিতই থাকবে তাদের আকাশে তুলে নেওয়া হবে আর তারা অন্য খ্রীষ্টানদের সাথে মিলিত হবে যারা মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়েছিল৷তারা সকলে যীশুর সাথে থাকবে৷তারপর, যীশু তার লোকেদের সাথে এক সিদ্ধ শান্তিতে আর একতায় চিরকাল বসবাস করবেন৷

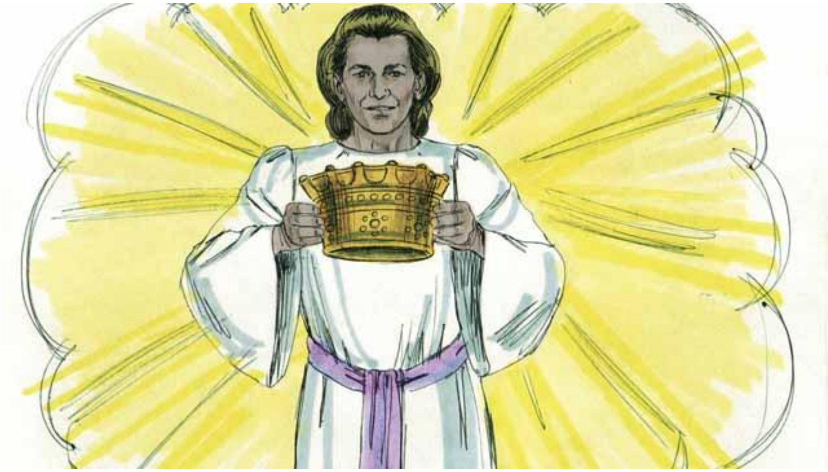

যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি তাদের যারা তার উপর বিশ্বাস করেছিল, একটি মুকুট দেবেন।তারা বাঁচবে আর ঈশ্বরের সাথে এক সিদ্ধ শান্তিতে রাজত্ব করবে।

কিন্তু ঈশ্বর সেই সকলের ন্যায় করবেন যারা যীশুর উপর বিশ্বাস করেনি।তিনি তাদের নরকে ফেলে দেবেন, যেখানে ভীষণ উৎপীড়নে তারা কাঁদবে আর তারা দাঁত ঘষবে। একটি আগুন যা নিভবে না নিরন্তর তাদের জ্বালাতে থাকবে আর পোকা যা তাদের খেতেই থাকবে কিন্তু থামবে না।

যখন যীশু ফিরে আসবেন, তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে শয়তানকে আর তার রাজ্যকে শেষ করবেন।তিনি শয়তানকে নরকে ফেলবেন যেখানে সে চিরকালের জন্য জ্বলতে থাকবে, সেসকলের সাথে যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হওয়ার চেয়ে শয়তানকে অনুসরণ করাটা বেছেছিল।

কারণ আদম আর হবা ঈশ্বরের অনাজ্ঞাকারী হয়েছিল আর এই পৃথিবীতে পাপ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু ঈশ্বর সেটিকে শাপ দিয়েছিলেন আর নির্ণয় নিয়েছিলেন তা নষ্ট করবেন।কিন্তু একদিন ঈশ্বর এক নতুন আকাশ আর পৃথিবী সৃষ্টি করবেন যা হবে উৎকৃষ্ট।

যীশু আর তার লোকজনেরা সেই নতুন পৃথিবীতে বসবাস করবে আর তিনি সকল কিছুর উপর রাজত্ব করবেন।তিনি সকলের চোখের জল মুছে দেবেন আর কোনো কষ্ট, দুঃখ, কান্না, দুষ্টতা, যন্ত্রণা, বা মৃত্যু হবে না।যীশু তার রাজ্যটিতে শান্তিতে আর ন্যায়ে রাজত্ব করবেন আর তিনি তার প্রজাদের সাথে চিরকাল থাকবেন।

একটি বাইবেল কাহিনী: নেওয়া হয়েছে-মথি ২৪:১৪; ২৮:১৮; যোহন ১৫:২০, ১৬:৩৩; প্রকাশিত বাক্য ২:১০; মথি ১৩:২৪-৩০, ৩৬-৪২; ১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-৫:১১; যাকোব ১:১২; মথি ২২:১৩; প্রকাশিত বাক্য ২০:১০, ২১:১-২২:২১

Get Involved!

We want to make this visual mini-Bible available in *every language of the world* and you can help! This is not impossible—we think it can happen if the whole body of Christ works together to translate & distribute this resource.

Share Freely

Give as many copies of this book away as you want, without restriction. All digital versions are free online, and because of the open license we are using, you can even republish Open Bible Stories commercially anywhere in the world without paying royalties! Find out more at http://openbiblestories.com.

Extend!

Get Open Bible Stories as videos and mobile phone applications in other languages at http://openbiblestories.com. On the website, you can also get help translating Open Bible Stories into *your* language.